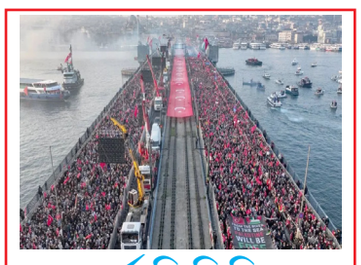

নববর্ষে ফিলিস্তিনের সমর্থনে ইস্তাম্বুলে লাখ লাখ মানুষের সমাবেশ

সারে-জমিন

মমতার সংগ্রাম ভুললে চলবে না, বার্তা ফিরহাদের

রূপসী বাংলা

২০২৫-এ বিশ্ব যে ১০ ঘটনায় নজর রাখবে

সম্পাদকীয়

মানবজীবনে মিথ্যার কুপ্রভাব

দাওয়াত

উত্তপ্ত ভারতের ড্রেসিংরুম, গম্ভীর বললেন 'অনেক হয়েছে'

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বৃহস্পতিবার
২ জানুয়ারি, ২০২৫
১৭ পৌষ ১৪৩১
৩০ জমাদিউস সানি, ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 20 ■ Issue: 2 ■ Daily APONZONE ■ 2 January 2025 ■ Thursday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

কুরআনের আয়াত তুলে ধরে মুসলিম মেয়েদের সম্পত্তির অধিকার দিতে নির্দেশ হিন্দু বিচারপতির

আপনজন ডেস্ক: জম্মু ও কাশ্মীর হাইকোর্টের একজন হিন্দু বিচারক নামাজ, জাকাত এবং হজের মতো ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা কঠোরভাবে মেনে চলার পরেও তার বোনকে তার ন্যায্য উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্য একজন মুসলিম ব্যক্তির সমালোচনা করেছেন। নিজের ন্যায্য উত্তরাধিকারের জন্য ৪৩ বছরের দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের ঐতিহাসিক রায় দেওয়ার সময়, মুসলিম বোন মুখতি, যাকে তার ভাই গাফফার গনাই তার অংশ থেকে বঞ্চিত করেছিলেন, বিচারপতি বিনোদ চ্যাটার্জি কৌল ক্ষুব্ধ হয়ে জড়িত পক্ষগুলিকে বলেছিলেন, এই বিতর্কে সমস্ত পক্ষই মুসলিম। তারা তাদের দৈনন্দিন জীবনে ইসলামের আচার-অনুষ্ঠান অনুশীলন করে, কঠোরভাবে কুরআনের শিক্ষা এবং হাদিস অনুসরণ করে। এর মধ্যে রয়েছে দৈনিক নামাজের জন্য অজু করা, ঈদ উদযাপন, হজ পালন, ভেড়া বা উট কোরবানি করা, যাকাত প্রদান করা এবং ইসলামী রীতি অনুযায়ী মৃত ব্যক্তিকে দাফন করা। কুরআনের আদেশ এবং শরিয়তের প্রতি তাদের কঠোর আনুগত্য সত্ত্বেও, বিচারক আরও বলেন যে যখন কোনও কন্যা বা

বোনকে তার ন্যায্য অংশ দেওয়ার বিষয়টি আসে, তখন কেউ কেউ পুরানো রীতিনীতির আহ্বান জানায় যা ইসলাম দ্ব্যর্থহীনভাবে নিন্দা করে। উত্তরাধিকার আইনের রূপরেখা দেওয়া কুরআনের সূরা আন-নিসার ১১ নম্বর আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে বিচারপতি বিনোদ চ্যাটার্জি কৌল ব্যাখ্যা করেছেন যে এই আয়াতে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি কীভাবে ভাগ করা উচিত সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, সন্তান, স্ত্রী এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের জন্য শেয়ারের বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এ আয়াত অনুযায়ী নির্ধারিত হয়েছে, পুত্রের অংশ কন্যার অংশের দ্বিগুণ হবে। ছেলের অংশ মেয়ের ভাগের দ্বিগুণ হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করে বিচারপতি কুল বলেন, ছেলেকে তার সম্পদ থেকে সংসার চালাতে ও তার স্ত্রী, সন্তান এবং তার বাবা-মা সহ পরিবারের প্রয়োজন মেটাতে ব্যয় করতে হবে।

১০ দিন ধরে অভিযানের পর কুয়ো থেকে উদ্ধার তিন বছরের শিশু

আপনজন ডেস্ক: রাজস্থানের কোটপুতলি-বেহরোর জেলায় ১৫০ ফুট গভীর কুয়োয় পড়ে যাওয়া তিন বছরের এক শিশুকন্যাকে এনডিআরএফ ও এসডিআরএফ দলের ১০ দিনের উদ্ধার অভিযানের পর বুধবার অচেতন অবস্থায় বের করে আনা হয়। কিন্তু চেতনা নামে ওই নাবালিকাকে হাসপাতালের চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। এনডিআরএফ টিমের ইনচার্জ যোগেশ মীনা জানিয়েছেন, মেয়েটিকে যখন বের করে আনা হয়, তখন তার শরীরে কোনও নড়াচড়া ছিল না। চেতনাকে সঙ্গে সঙ্গে অ্যাম্বুলেন্সে করে কোটপুটলির বিডিএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকদের একটি দল তাকে মৃত ঘোষণা করে। গত ২৩ ডিসেম্বর সারুন্দ থানা এলাকার বাদিয়ালি ধানিতে বাবার কৃষি জমিতে খেলতে গিয়ে কুয়োয় পড়ে যায় শিশুটি। প্রাথমিকভাবে একটি আংটার সাহায্যে মেয়েটিকে বোরওয়েল থেকে বের করে আনার চেষ্টা করা হলেও সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়।

আজ নবান্নে প্রশাসনিক বৈঠকে মমতা কি বার্তা দেন সেদিকেই নজর

আপনজন ডেস্ক: নবান্ন সূত্রের খবর আজ বৃহস্পতিবার নবান্ন সভাঘরে মেগা প্রশাসনিক পর্যালোচনা বৈঠক করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, যেখানে প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিক, সমস্ত বিভাগের প্রধান, সমস্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং পুলিশ সুপাররা উপস্থিত থাকবেন।

২০২৬ সালের এপ্রিল-মে মাসে নির্ধারিত বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই বৈঠক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইতিমধ্যে বিভিন্ন সভায় মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০২৬-এর বিধানসভার ভোটকে পাখির চোখ করে একের পর এক সরকারি কর্সূচির উদ্বোধন করছেন।

রাজ্যের উন্নয়নকে ঢাল করে ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে জয়ের ধারা অব্যাহত রাখতে চায় তৃণমূল। তাই ২০২৬ বিধানসভার আগে রাজ্যের আরও নানা উন্নয়নমূলক কর্মসূচি ঘোষণা করতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী।

তবে আজকের নবান্নের প্রশাসনিক বৈঠক নিয়ে রাজ্য প্রশাসন যূত্র মনে করছে, প্রতিবেশী বাংলাদেশে অশান্তির পর পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতিরও অবনতি হয়েছে। বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে লোকজনকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশের গোয়েন্দা তথ্য ও রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন

তুলছে বিরোধী দলগুলি। এছাড়াও, জাল পরিচয় এবং পাসপোর্ট রাখার জন্য লোকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল যা আমাদের ভাবমূর্তিও নষ্ট করেছিল। এই পরিস্থিতিতে প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বছরের শুরুতেই রাজ্য পুলিশ বাহিনীকে বার্তা দিতে পারেন।

অন্যদিকে, রাজ্য সরকার "বাংলার বাড়ি" প্রকল্পের জন্য অর্থ বিতরণ শুরু করেছে যা নির্বাচনের আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তার দলের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। সূত্রের খবর, এখনও পর্যন্ত ১২ লক্ষ সুবিধাভোগীর মধ্যে ৮ লক্ষেরও বেশি সুবিধাভোগী রাজ্য সরকারের কাছ থেকে প্রথম কিস্তি পেয়েছেন, বাকিরা আগামী সপ্তাহে কিস্তি পাবেন।২০২৫ সালে আরও ১৮ লক্ষ সুবিধাভোগীকে এই প্রকল্পের সুবিধা দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন আধিকারিকরা। এ বছর রাজ্য সরকার এই প্রকল্পে ৫০ হাজার কোটি টাকারও বেশি খরচ করতে চলেছে।

রাজ্য প্রশাসন সূত্রের খবর, ২০২৫ সালে বাংলার বাড়ি ও লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের কারণে রাজ্য সরকার বিপুল আর্থিক বোঝার মুখে পড়বে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বোঝা কমানোর জন্য প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে পারেন। এ বোঝার কারণে স্বাভাবিক উন্নয়ন কাজ অবহেলিত হচ্ছে। বিধানসভা ভোটের আগে পরিকাঠামোগত কাজও জরুরি বলে মুখ্যমন্ত্রী প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

সূত্রের খবর, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই প্রশাসনকে 'দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স' নিয়ে বার্তা দিয়েছেন, যা গত বছরের লোকসভা নির্বাচনের আগেও দলের প্রধান অ্যাজেন্ডা ছিল।

আমরা মুসলিম ভোট চাই না: বিহারের বিজেপি বিধায়ক

আপনজন ডেস্ক: বিহারের বিহপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক ইঞ্জিনিয়ার শৈলেন্দ্রর সাম্প্রতিক মন্তব্যকে কেন্দ্র করে ব্যাপক বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে বিহারের রাজনৈতিক মহলে। বিশেষ করে মুসলিম সম্প্রদায় সম্পর্কে এই আইনপ্রণেতার মন্তব্য রাজনৈতিক ঝড় তুলেছে এবং ব্যাপক সমালোচনার জন্ম দিয়েছে।

রবিবার নিজের নির্বাচনী এলাকায় এক জনসভায় ভাষণ দেওয়ার সময় শৈলেন্দ্র খোলাখুলিভাবে বলেন, তিনি মুসলিমদের ভোট গ্রহণ করার চেয়ে নির্বাচনে হেরে যাওয়া পছন্দ করবেন। তিনি বলেন, আমরা আমাদের বক্তব্যে অটল রয়েছি। এতে দোষের কিছু নেই। মুসলিম সম্প্রদায়ের ভোটের ধরন নিয়ে অসন্তোষের কথা উল্লেখ করে বিধায়ক ঘোষণা করেন, আমরা মুসলিম ভোট চাই না।

শৈলেন্দ্র আরও জোর দিয়ে বলেন, গত এক দশক ধরে এই অঞ্চলে তার দলের কাজ সত্ত্বেও, ট্রান্সফর্মার এবং রাস্তার পরিকাঠামো সরবরাহ করা সত্ত্বেও মুসলিম সম্প্রদায় তাকে ভোট দিয়ে সমর্থন করতে ব্যর্থ হয়েছে। মুসলিম ভোটারদের বিরুদ্ধে এই বিতর্কিত অবস্থান বিভিন্ন রাজনৈতিক মহল থেকে উল্লেখযোগ্য প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। শৈলেন্দ্রর মন্তব্যকে অনেকে বিভাজনমূলক বলে মনে করেছিলেন এবং ভোটারদের মেরুকরণের লক্ষ্যে ছিলেন।

বিজেপি বিধায়ক রাষ্ট্রীয় জনতা দলকে (আরজেডি) নিশানা করে দাবি করেন, আরজেডিই একমাত্র দল যারা মুসলিম সম্প্রদায়ের সমর্থন পেয়েছে। এখানেই থেমে থাকেননি শৈলেন্দ্র।তিনি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে একটি উস্কানিমূলক বিবৃতিও দিয়েছিলেন, পরামর্শ দিয়েছিলেন যে হিন্দুদের একটি সন্তান রয়েছে, মুসলমানদের বৃহত্তর পরিবার রয়েছে। তিনি মুসলমানদের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বাস্তবায়নের আহ্বান জানান, যা আরও ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে। এছাড়া, শৈলেন্দ্র বলেন, ২০২৫ সালের বিহার বিধানসভা নির্বাচনে বিরোধীদের হারাতে ওবিসি ও হিন্দু সম্প্রদায়ই নেতৃত্ব দেবে, বিশেষ করে আরজেডিকে নিশানা করে।

আশ শিফা ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং

❑ জগন্নাথপুর ❑ সহরার হাট ❑ ফলতা ❑ দঃ ২৪ পরগণা পিন- ৭৪৩৫০৪

মেয়েদের সুরক্ষা আমাদের কাছে অগ্রগণ্য।
এবং একই ক্যাম্পাসে হাসপাতাল ও নার্সিং স্কুল

আর ভিন রাজ্যে নয়!
মেয়েদের নার্সিং স্কুল
এখন
ফলতার সহরারহাটে

২০২৪-২৫ বর্ষে
GNM
কোর্সে
ভর্তি চলছে

❑ অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
❑ আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
❑ ১০০ বেড সমৃদ্ধ নিজস্ব হাসপাতালে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
❑ জেলায় প্রথম একই ক্যাম্পাসে হাসপাতাল ও নার্সিং স্কুল।
❑ উন্নত পরিকাঠামোযুক্ত সুপরিসর ভবন।

অন্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায় অনেক কম কোর্স ফিজ - 2.5 লাখ
স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডের ব্যবস্থা আছে

যোগাযোগ
6295 122 937
9732 589 556
www.ashsheefahospital.com

ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

সায়েন্স / আর্টস / কমার্স---
যেকোন স্ট্রিমে HS-এ
40% নম্বর পেলেই ভর্তি হতে পারবেন

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত (ডিরেক্টর), MBBS, MD, Dip Card

প্রথম নজর

ধুবুলিয়ায় বিভিন্ন দল থেকে যোগদান তৃণমূলে

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: বছরের প্রথম দিনে ই আবারও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ভাঙ্গন প্রায় এক হাজার কর্মী যোগদান মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস ও অঞ্চল সভাপতি জহির মন্ডল এর হাত ধরে তৃণমূলে। আজ তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবস আর সেই দিবস পালন করতেই সকাল বেলা মন্ত্রী এবং সোনাতলা এলাকার অঞ্চল সভাপতি জহির মন্ডল হাত ধরে সোনাতলা তৃণমূল পার্টি অফিসের পাশেই এই তৃণমূলে যোগদান সিপিএম, বিজেপি ও কংগ্রেস ছেড়ে প্রায় ১০০০ কর্মী মূলত রূপদহ ও সোনাতলা চর মহাদপুর এবং পন্ডিতপুর এলাকা থেকে এই যোগদান। এদের মধ্যে কেউ কেউ ছিল পঞ্চায়েত ক্যান্ডিডেট এবং বিভিন্ন দলের বর্তমান এলাকার কোনো না কোনো পদে ছিল বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের।এই যোগদান ২০২৬ কে অনেক ভরসার হাত দিল বলে জানান মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস।

তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবসে স্বাস্থ্য শিবির

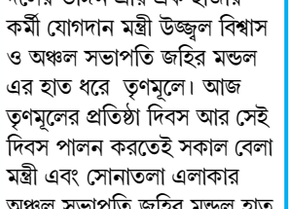

বাইজিদ মন্ডল ● উস্থি

আপনজন: তৃণমূল কংগ্রেসের ২৮ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে জেলা পরিষদের সদস্যা নুর খাতুন বিবি সর্দার এর তত্ত্বাবধানে পতাকা উত্তোলন ও বিরাট রক্তদান শিবির ও বিনা মূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ বাপি হালদার, প্রাক্তন সংখ্যালঘু মন্ত্রী তথা মগরাহাট পশ্চিমের বিধায়ক গিয়াস উদ্দিন মোল্লা, ডায়মন্ড হারবার এসডিপিও শাকিব আহমেদ, জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ মুজিবর রহমান মোল্লা, উস্থি থানার ওসি আসাদুল শেখ, জেলা পরিষদের সদস্য পূর্ণিমা হাজারিকা, জেলা পরিষদের সদস্য নূর খাতুন বিবি সর্দার ,প্রধান মৌ মুখার্জি সহ ইয়ারপুর অঞ্চলের আরো অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ প্রমুখ। এদিন কেক কেটে ,দলীয় পতাকা উত্তোলন ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ দের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে শুরু হয় রক্তদান কর্মসূচি। উদ্যোক্তা জেলা পরিষদের সদস্যা নুর খাতুন বিবি সর্দার তিনি বলেন, বিরক্তের সংকট সমাধানের লক্ষ্যে এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন।

কচিয়ামারা অফিসে প্রতিষ্ঠা দিবস পালন

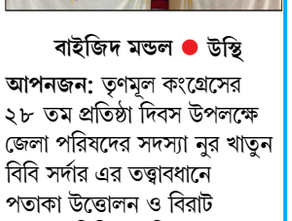

নিজস্ব প্রতিবেদক ● জয়নগর

আপনজন: সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের ২৮ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আজ সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলি থানার অন্তর্গত কচিয়ামারা বাজারে দলীয় কার্যালয় এর সন্নিকটে দলীয় পতাকা উত্তোলন করলেন মেরিগঞ্জ-১ অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি জাকির হোসেন শেখ ও মেরিগঞ্জ -১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রেখা নস্কর সহ অন্যান্য আঞ্চলিক নেতৃত্বরা।

সম্পত্তির জন্য জীবিত বাবা, জেঠু ও কাকাকে মৃত বানালেন ছেলে!

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মালদা

আপনজন: সামনে এল গুণধর ছেলের কীর্তি। জীবিত বাবা,জেঠু এবং কাকুকে মৃত বানিয়ে জালিয়াতি করে ডেথ সার্টিফিকেট ইস্যু করে দেড় বিঘা জমির মালিকানা নিজের নামে করে মোটা টাকায় বিক্রির চেষ্টা। সেই সার্টিফিকেটে স্বাক্ষর তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যার। যিনি আবার সেই সংসদের সদস্যা নন। বিজেপি কংগ্রেস সিপিএম মহাজোট পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানকেও ভুল বুঝিয়ে স্বাক্ষর করান তৃণমূলের ওই পঞ্চায়েত সদস্যা। যদিও হল না শেষ রক্ষা। কেলেঙ্কারির এই কীর্তি নিয়ে ব্লক এবং জেলা প্রশাসনে লিখিত অভিযোগ দায়ের করলেন ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক। ঘটনায় শুরু রাজনৈতিক তরজা। জোট পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েতের দিকে আঙুল তৃণমূলের। পাল্টা তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যা মোটা টাকার বিনিময়ে এই জালিয়াতিতে সহায়তা করে ছিল বলে অভিযোগ বিরোধীদের। মুখে কুলুপ এঁটেছেন অভিযুক্তরা।

মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর সদর এলাকার বাসিন্দা পীযুষ কান্তি রায়, তুষার কান্তি রায় এবং শিশির কান্তি রায়। যারা সম্পর্কে দাদা ভাই এবং প্রত্যেকেই বেঁচে রয়েছেন।এই তিনজনের মালিকানায় রয়েছে দেড় বিঘা জমি। যে জমির বর্তমান বাজার মূল্য প্রায় কোটি টাকা।তুষার কান্তি রায়ের গুণধর ছেলে তুহিন কান্তি রায়। যে জীবিত বাবা কাকা জেঠুকে মৃত বানিয়ে জালিয়াতি করে ডেথ সার্টিফিকেট ইস্যু করে। সেই সার্টিফিকেটে স্বাক্ষর রয়েছে হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের এক পঞ্চায়েত সদস্যা বর্ষা দাসের। যদিও তুহিন কান্তি রায় যে বুথের বাসিন্দা সেই বুথের সদস্য নন এই বর্ষা। তারপরও তিনি কি ভাবে সই করলেন উঠছে প্রশ্ন? আবার পঞ্চায়েত প্রধানকে ভুল বুঝিয়ে তিনি সেই সার্টিফিকেটে সই করান। এদিকে জমি বিক্রির জন্য ভূমি সংস্কার দপ্তরে ওয়ারিস সার্টিফিকেট ইস্যু করার পর শুনানির সময় পর্দা ফাঁস। ধরা পড়ে যায় জালিয়াতি। তারপরেই নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক উদয় শঙ্কর ভট্টাচার্য এই নিয়ে বিডিও এবং জেলা শাসকের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। অন্যদিকে ওই গুণধর ছেলে এবং তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যা ক্যামেরার সামনে মন্তব্য করেননি। ডেথ সার্টিফিকেট ইস্যুর কথা শিশির কান্তি রায় মেনে নিলেও ছেলের কীর্তি নিয়ে মুখ খুলতে চাননি।কংগ্রেসের দাবি তৃণমূলের ওই পঞ্চায়েত সদস্যা মোটা টাকার বিনিময়ে এই জালিয়াতি তে সহায়তা করেছেন। পাল্টা তৃণমূলের দাবি যেহেতু হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েত বিজেপি কংগ্রেস সিপিএম জোট পরিচালিত। তাই দায়ভার তাদের নিতে হবে।

মাদ্রাসা শিক্ষক প্রদীপ বাগদি অবসর নেওয়ায় মনমরা ছাত্রছাত্রীরা

আব্দুস সামাদ মন্ডল ● বাঁকুড়া

আপনজন: নুতনগ্রাম আহম্মেদিয়া হাই মাদ্রাসার সহ শিক্ষক প্রদীপ কুমার বাগদি শিক্ষকতা থেকে অবসর গ্রহণ উপলক্ষে মাদ্রাসার পক্ষ থেকে মাদ্রাসা ক্যাম্পাসেই বিদায় সম্বর্ধনার আয়োজন করা হয় বছরের শেষ দিন।

তিনি এই মাদ্রাসায় দীর্ঘ দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে শিক্ষাদানের সঙ্গে নিয়োজিত ছিল। আজকের এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক পীযূষ কান্তি বেরা। বিশেষ অতিথির আসন অলংকৃত করেন সহকরি বিদ্যালয় পরিদর্শক সুশোভন মন্ডল ও অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক সোমনাথ মুখার্জি।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ডি আই পীযূষ কান্তি বেরাসামগ্রিক ভাবে শিক্ষার প্রসারে মাদ্রাসার ভূমিকা ও ছাত্র ছাত্রীদের মায়ের ভূমিকার গুরুত্ব উল্লেখ করেন।

সোমনাথ বাবু মাদ্রাসার শিক্ষকদের কর্মসংস্কৃতির ভূয়সী প্রশংসা করেন। মাদ্রাসার পক্ষ থেকে মাদ্রাসার এই বছরের বার্ষিক পরীক্ষায় পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের প্রথম , দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানধিকারী ছাত্র ছাত্রীদের পুরস্কৃত করা হয়। পুরস্কার গুলি ছাত্র ছাত্রীদের হাতে তুলে দেন সহকারি বিদ্যালয় পরিদর্শক দর্শক সুশোভন মন্ডল।

প্রদীপবাবু বলেন আমি দীর্ঘদিন মাদ্রাসায় শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত ছিলাম কোথাও দেখিনি যে মাদ্রাসায় অপরাধমূলক কাজ তো দূরের কথা তার লেশমাত্র নেই। আমি এই মাদ্রাসা এবং মাদ্রাসার শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ছাত্র-ছাত্রীদের সারা জীবন মনে রাখব তারা দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ হয়ে উঠুক, এই কামনাও করি।

প্রিয় শিক্ষকের বিদায় জাননোর অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের মনমরা হতে দেখা যায়।অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে ছিলেন রাজপুর হাই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক জনাব আব্দুল আজিজ আলম , বাদুলাড়া হাই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক জনাব আজিজুল আলম খান, চাঁদাই বার হাজারী সম্মিলনী হাই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক সন্দীপ পাত্র, নুতনগ্রাম প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিমান পাত্র,পাহাড়পুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব বেলাল সাহেব ও মাদ্রাসার ভূতপূর্ব শিক্ষক ও শিক্ষকর্মী গণ।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেয় মাদরাসার প্রধান শিক্ষক সঞ্জয় মহান্তি মাদ্রাসায় উপস্থিত থাকার জন্য ডি আই ও এ.আই সহ সকল অতিথিদের ধন্যবাদ জানান।

অনুষ্ঠানে প্রাক্তন ছাত্র ছাত্রীদের বিদায়ী শিক্ষকের প্রতি অকুণ্ঠ ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ ছিল নজরকাড়ার মতো। এই উপলক্ষে দু দিন সকল ছাত্র ছাত্রীদের জন্য স্পেশাল মিড ডে মিলের আয়োজন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মাদরাসার দুই সহ শিক্ষক সুভাষ গোস্বামী ও আমজাদ আলি মোল্লা।

মমতার সংগ্রাম ভুললে চলবে না, প্রতিষ্ঠা দিবসে বার্তা ফিরহাদের

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: আমি বিশ্বাস করি নেত্রীর আন্দোলন। নেত্রী নিজেকে ক্ষয় করে ধীরে ধীরে দলটাকে তৈরি করেছে। বহু গরীব মানুষের আশা হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস। তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সাধারণ মানুষ সমর্থন করে। তৃণমূল কংগ্রেসের বড় বড় থিওরি নেই। আমাদের শুধু একটাই নীতি, ফর দ্য পিপল, বাই দ্য পিপল। বুধবার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবসে এই বার্তা দিলেন ফিরহাদ হাকিম। তিনি বলেন,আমরা সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম জানি। তার আগেও অনেক আন্দোলন রয়েছে। দীর্ঘ ইতিহাস নিয়েই তৃণমূল কংগ্রেস তৈরি হয়েছে। মমতা ব্যানার্জি যে বেঁচে আছেন সেটাই আশ্চর্য। তাঁর ওপর যেভাবে আক্রমণ হয়েছে।ইতিহাস ভুলে গেলে চলবে না। নেত্রীর সংগ্রাম ভুলে গেলে চলবে না। বিরোধী দল বিজেপিকে নিশানা করে ফিরহাদ বলেন, বিজেপির প্যানিক দিবস চলছে।কুৎসা শেষ কথা বলবে না। এটা করতে যাচ্ছে বলে বছরের পর বছর ওরা পরাজিত হয়েই যাচ্ছে। আমরা পার্টির তরফ থেকে যে কাজ করি সেখানে আমরা কোন দল সেটা দেখি না।আমার চোখের সামনে চারটে প্রজন্ম তৃণমূল কংগ্রেসের আছে। যে আন্দোলন আমি দেখেছি সেই আন্দোলন আমার মেয়ে দেখেনি। আমার কাজ সেই আন্দোলন মনে করিয়ে দেওয়া।আজকে এমন অবস্থা যে শিয়ালদহ স্টেশন থেকে ঢিল মারলে তারাও তৃণমূল করছেন।আঠা গরম আছে তাদের বোঝাতে হবে। তৃণমূলের নতুন দল প্রসঙ্গে এটা একটা ভুয়ো খবর। এই নিয়ে প্রশ্ন করা উচিত নয়। আপনার কাছে কোনও প্রমাণ নেই। মন্তব্য ফিরহাদের। ধর্ম নিরপেক্ষতা প্রসঙ্গে ফিরহাদের মন্তব্য, সেক্যুলারিজমের মধ্যে দিয়েই আমার জন্ম। ৮৫ সালে পুলিশের মার। বাংলা দল আবার জিতেছে। সঞ্জয় সেনকে অভিনন্দন জানাই।তৃণমূল কংগ্রেস মানে পাওয়ারে এলাম। পাওয়ারে থাকলাম, পুলিশ স্যালুট করছে। তৃণমূল নেতা হাঁটলে তার পিছনে এমনিতেই ১০০ টা করে লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে। তৃণমূল কংগ্রেস মানে তা নয়।তৃণমূল কংগ্রেস মানে আত্মত্যাগ। আমরা সর্ব ধর্ম সমন্বয়ে বিশ্বাস করি।আমার বক্তব্য থেকে একটা লাইন দেখায়।ববি হাকিম সাম্প্রদায়িক।ববি হাকিমের মৃত্যু হয়ে যাবে সাম্প্রদায়িক হবে না। আমি হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাকে গৃণা করি, মৈুসলিম সাম্প্রদায়িকতাকেও ঘৃণা করি। আমার মৃত্যুর পর ৬ ফুট মাটির তলায় দেহ মিশে যাবে। ভারতের মাটিতে মিশবে। আমি কি ভারতীয় নই, প্রশ্ন ফিরহাদের। আজকে একটাই স্লোগান কমিউনালিজম হটাও দেশ বাঁচাও। ময়ূরপঙ্খী কাককে কেউ বিশ্বাস করেনা।যে আদর্শ নিয়ে জন্মেছ সেই নিয়ে কাজ করো।বিরোধী দলনেতা কে রাজনৈতিক নিশানা করেন ফিরহাদ হাকিম। তাঁর দাবি দেশের মুক্তির পথ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথ।

আগামীতে দেশের প্রধানমন্ত্রী হবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়: আব্দুল হাই

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বারাসত

আপনজন: 'আমরা ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কে দেখতে চাই ।' এমনটাই আশা ব্যক্ত করে তৃণমূল কংগ্রেসকে আরও শক্তিশালী করতে দলের প্রতিষ্ঠা দিবসে শপথ নিলেন হাড়োয়া বিধানসভার তৃণমূল নেতা ও দাদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান আব্দুল হাই। বারাসাত-২ ব্লকের পাকদহ এলাকায় আব্দুল হাইয়ের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস। সেই কর্মসূচি থেকে সকলকে ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে আব্দুল হাই বলেন, 'আমরা জানি এই ২০১১ সাল থেকে আজ ২০২৫ সাল, পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি আমাদেরকে এক সুতোয় বেধে রেখেছেন । দেখতে দেখতে এতোটা বছর চলে গেল, আমাদের আশা আগামী দিন ভারতবর্ষের নেতৃত্ব দেবেন আমাদের নেত্রী পশ্চিমবঙ্গের মানবিক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।' আব্দুল হাই আরও বলেন, 'আজ দলের প্রতিষ্ঠা দিবস পালনের মধ্যে দিয়ে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু করে দেওয়া হল, দল যেভাবে নির্দেশ দেবেন আমরা সেভাবেই এগিয়ে যাব ।'

দলের প্রতিষ্ঠা দিবসের দিন আক্রান্ত আরাবুলের গাড়ি, চাঞ্চল্য ভাঙড়ে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ভাঙড়

আপনজন: তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবসের দিন নিজেরই গড়ে আক্রান্ত হলো এক সময় ভাঙড়ের দাপুটে নেতা থাকা আরাবুল ইসলাম। আরাবুলের গাড়ি ভাঙচুর করা হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় গোটা এলাকায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ এমন কি ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিশকে লাঠিচার্জ পর্যন্ত করতে হয়।বুধবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে ভাঙড়ের ওয়াড়ি এলাকায়। পতাকা তোলার সময়ে বিরোধী গোষ্ঠীর নেতা কর্মীরা আরাবুল ইসলামের ওপর হামলা চালায় বলে অভিযোগ। ঘটনাস্থলে পোলেরহাট থানার বিশাল বাহিনী।ভাঙড়ে আরাবুল ইসলাম ও শওকত মোল্লার মধ্যে দ্বন্দ্ব একাধিকবার প্রকাশ্যে এসেছে। তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবসেও সেই দ্বন্দ্ব আরও একবার প্রকাশ্যে এল। আরাবুল ও তাঁর অনুগামীদের অভিযোগ, যাঁরা হামলা চালিয়েছেন, তাঁরা শওকত মোল্লার অনুগামী। এদিন সকালে ওয়াড়িতে আরাবুল ইসলাম যখন দলের পতাকা তোলার পর বেরিয়ে আসছিলেন, তখনই তাঁর গাড়ির ওপর হামলা হয় বলে অভিযোগ। গাড়িতে ব্যাপক ভাঙচুর চলে। দুপক্ষের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। পরে লেদার কমপ্লেক্স থানা ও হাতিশালা থানার পুলিশ গিয়ে ছত্রভঙ্গ করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশকে লাঠিচার্জ করতে হয়। এই ঘটনায় শওকত মোল্লার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠলেও, তিনি তা অস্বীকার করেছেন।পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে , বুধবার সকালে আরাবুল ইসলাম এবং শওকত মোল্লার অনুগামীদের মধ্যে গন্ডগোল শুরু হয় গন্ডগোলের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় আমরা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য লাঠিচার্জ করা হয়। এখন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এলাকায় চাপা উত্তেজনা থাকার কারণে এলাকায় মোতায়ন রয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী।

ফুরফুরায় এবিএস মডেল স্কুলে...

আপনজন: বুধবার হুগলির ফুরফুরা শরীফের নলেজ সিটিতে এবিএস মডেল স্কুলে ভর্তির জন্য প্রবেশিকা পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন জেলা থেকে আগত পরীক্ষার্থীর অভিভাবকদের সঙ্গে সে উপলক্ষে এক সভায় বক্তব্য রাখছেন প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার পীরজাদা আব্বাস সিদ্দিকী আলকোরাইশী। উপস্থিত ছিলেন পীরজাদা বাইজিদ আমীন, সামসুর আলি মল্লিক প্রমুখ।

সুতিতে ভিন্ন কায়দায় গাঁজা পাচারের চেষ্টা, গ্রেফতার দুজন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: পুলিশের চোখ এড়াতে এবার ভিন্ন কায়দায় গাঁজা পাচারের চেষ্টা! ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাগে রোল করে গাঁজা পাচার করার সময় মুর্শিদাবাদের সুতি থানার চাঁদের মোড় টোলট্যাক্স এর কাছে গ্রেপ্তার সোপা মন্ডল এবং দীপঙ্কর মন্ডল নামে দুই যুবক। ধৃতদের কাছ থেকে ৩৩ কেজি গাঁজা বাজেয়াপ্ত করেছে জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার অন্তর্গত সুতি থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত সোপা মন্ডল এর বাড়ি মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জ এবং দীপঙ্কর মন্ডলের বাড়ি মুর্শিদাবাদের রানিতলায় এলাকায়। কোথা থেকে গাজাগুলো নিয়ে এসে কাকে সাপ্লাই দেওয়ার উদ্দেশ্যে চাঁদের মোড়ে দাঁড়িয়ে ছিল ধৃতরা, তা তদন্ত করে দেখছে সুতি থানা পুলিশ। এদিকে ব্যাগে করে ভিন্ন কায়দায় গাঁজা পাচারের চেষ্টা করেও সুতি থানা পুলিশের কাছে ব্যর্থ হয় পাচারকারীরা। সূত্রের খবর, বারংবার পুলিশের কাছে ধরা পড়ে যাওয়ায় এবার ভিন্ন কায়দায় গাঁজা পাচারের চেষ্টা করছিল ধৃতরা। যদিও ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাগে রোল করে গাঁজা পাচার করতে গিয়েও পুলিশের কাছে ধরা পড়লো সোপা মন্ডল এবং দীপঙ্কর মন্ডল।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

কেক কেটে প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন

রাকিবুল ইসলাম ● হরিহরপাড়া

আপনজন: তৃণমূল কংগ্রেসের ২৮তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন হরিহরপাড়া ব্লক তৃণমূল কার্যালয়ে। ১৯৯৮ সালের ১লা জানুয়ারি মাসে তৃণমূল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে। সারা রাজ্যের পাশাপাশি হরিহরপাড়ার বিধায়ক নিয়ামত শেখের নির্দেশে, ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে বুধবার মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয় প্রাঙ্গণে ২৮ তম তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে প্রথমে পতাকা উত্তোলন করে কেক কেটে দিনটিকে উজ্জীবিত করেন। পাশাপাশি প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে এদিন হরিহরপাড়া ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে রোগীদের ফল বিতরণ করেন। উপস্থিত ছিলেন সাংসদ আবু তাহের খান, হরিহরপাড়া বিধায়ক নিয়ামত শেখ, জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ শামসুজ্জোহা বিশ্বাস, ব্লক তৃণমূল সভাপতি আহাতাব উদ্দিন শেখ, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মীর আলমগীর, জেলা পরিষদের সদস্য জিল্লার রহমান, পঞ্চায়েত সমিতির দলনেতা জয়নাল আবেদীন, সাপিনুল বিশ্বাস প্রমুখ।

নতুন বছরে যাত্রা শুরু রাজারহাট ইনস্টিটিউট অফ নিউরো সায়েন্সের

মাহমুদুল হাসান ● খড়িবাড়ি

আপনজন: নতুন বছরে ৫০ বেডের নিউরো হসপিটালের শুভ উদ্বোধন হল রাজারহাটের হাড়োয়া খালে। উত্তর কলকাতার প্রথম নিউরো হাসপাতাল রাজারহাট ইনস্টিটিউট অফ নিউরো সায়েন্স বা রিন্স এর ফিতে কেটে উদ্বোধন করা হল বুধবার। ডাক্তার সিদ্দিকী ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এই হাসপাতাল শুরু হলেও আগামীদিনে ১০০ বেডের করার পরিকল্পনা রয়েছে।

পাশাপাশি খুব শীঘ্রই স্বাস্থ্য সাথী কার্ডের মাধ্যমেও চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হবে বলে জানান রাজারহাট ইনস্টিটিউট অফ নিউরো সায়েন্স হসপিটালের চেয়ারম্যান নিউরো সার্জন ডাক্তার সাফি ইকবাল সিদ্দিকী।

সাধ্যের মধ্যে সকলকে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হবে বলে তিনি জানান। ফাইভ স্টার চিকিৎসা পরিষেবা থ্রি স্টার মূল্যে দেওয়া হবে। সকলকে সঠিক চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ায় আমাদের মূল লক্ষ্য বলে তিনি জানান।

উল্লেখ্য, একই ছাদের তলায় রয়েছে মডিউলার অপারেসন থিয়েটার, মডার্ন নিউরো আইসিইউ, মালটি স্লাইস সিটি স্ক্যান, ২৪ ঘন্টা ইমার্জেন্সী ও এম্বুলেন্স পরিষেবা, পৃথক পুরুষ ও মহিলা ওয়ার্ড, ফার্মেসি, প্যাথলজি তৎসহ ডায়াগনস্টিক সেন্টার।

এদিনের অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ডা. এস এন বসু, রাজারহাট থানার আইসি রেজাউল কবীর, ডা. মধুরিমা ঘোষ, ডা. রাজর্ষি খাস্তগীর, বারাসত দুই পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মনোয়ারা বিবি সহ বিশিষ্টজনেরা।

জঙ্গিপুরে আলিশান সিটিতে মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুরের মহম্মদপুর এলাকায় ইসলামিক পরিবেশে সুস্থ সমাজ গড়ে তুলতে তৈরি হচ্ছে জনবসতি 'আলিশান সিটি'। তবে জনবসতি গড়ার পূর্বেই সেখানে ভিত্তির প্রস্তর স্থাপন করা হল একটি মসজিদের। প্রথমে সেই মসজিদটি তৈরি করা হবে এবং পরবর্তীতে সেখানে ধীরে ধীরে জনবসতি গড়ে উঠবে। সাড়ে তিন শতক জমির উপর নির্মাণ হচ্ছে সেই মসজিদ। ১৮ ফুটের রাস্তা রেখে দ্রুত তৈরি হবে আলিশান সিটি নামের সেই জনবসতি। উদ্যোক্তা উমর আলী বলেন, 'জনবসতির উদ্দেশ্যে প্লট করা হয়েছে। জনবসতি হওয়ার আগেই মসজিদ তৈরি করা হচ্ছে। আমাদের লক্ষ ইসলামিক পরিবেশে একটি সুস্থ সমাজ বা জনবসতি গড়ে তোলা।' মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে নানা গুণীজনরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রথম নজর

সৌদি আরবে ৬ ইরানির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর

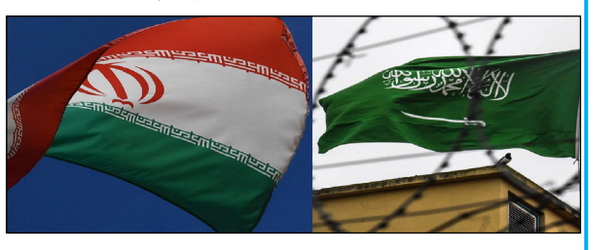

আপনজন ডেস্ক: সৌদি আরব ছয়জন ইরানি নাগরিকের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছে। তাদের মাদক চোরাচালানের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। সরকারি সৌদি প্রেস এজেন্সির (এসপিএ) বরাত দিয়ে এএফপি বুধবার এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে। এসপিএ প্রকাশিত এক বিবৃতিতে সৌদি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায়, দেশটির উপসাগরীয় উপকূলে দাম্মাম এলাকায় এই ইরানিদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়।
তাদের বিরুদ্ধে 'গোপনে হাশিশ' সৌদি আরবে প্রবেশ করানোর অভিযোগ ছিল। তবে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের সুনির্দিষ্ট তারিখ উল্লেখ করা হয়নি। দেশটিতে দুই বছর আগে মাদকসংশ্লিষ্ট অভিযোগে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের ওপর স্থগিতাদেশ শেষ হওয়ার পর থেকে এ ধরনের মৃত্যুদণ্ডের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।
এএফপির পরিসংখ্যান অনুসারে, ২০২৪ সালে সৌদি আরব মাদক চোরাচালানের অভিযোগে ১১৭ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছে। এ ছাড়া ২০২৩ সালে দেশটির কর্তৃপক্ষ মাদকবিরোধী ব্যাপক অভিযান ও ধরপাকড় শুরু করে।
এদিকে ২০১৬ সালে সৌদি আরব ও ইরানের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়। শিয়া আলেম নিমর আল-নিমরের মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের পর তেহরানে সৌদি দূতাবাস ও মাশহাদে কনস্যুলেটে বিক্ষোভকারীদের হামলার জেরে এই সম্পর্কের অবনতি ঘটে। তবে ২০২৩ সালের মার্চ মাসে চীনের মধ্যস্থতায় দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক পুনঃস্থাপিত হয়। আমনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৩ সালে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের ক্ষেত্রে সৌদি আরব বিশ্বের তৃতীয় স্থানে ছিল, চীন ও ইরানের পরেই। বিংশ শতাব্দীর নব্বইয়ের দশক থেকে দেশটিতে মৃত্যুদণ্ডসংক্রান্ত তথ্য নথিভুক্ত করে আসছে এই মানবাধিকার সংস্থা। মানবাধিকার সংস্থাগুলো নিয়মিতভাবে সৌদি আরবে সাজা হিসেবে মৃত্যুদণ্ডের ব্যবহার নিয়ে সমালোচনা করে থাকে। তবে সৌদি কর্তৃপক্ষের দাবি, জনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে মৃত্যুদণ্ড অপরিহার্য এবং এটি কেবল সব ধরনের আপিল প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পরই কার্যকর করা হয়।

মৃত্যুদণ্ডের বিধান বিলুপ্ত করলো জিম্বাবুয়ে

আপনজন ডেস্ক: মৃত্যুদণ্ডের বিধান বিলুপ্ত করে একটি আইনের অনুমোদন দিয়েছেন আফ্রিকার দেশ জিম্বাবুয়ের প্রেসিডেন্ট এমারসন মনানগাগওয়া। নতুন আইনটি অবিলম্বে কার্যকর হবে। জিম্বাবুয়ে সরকারের এ সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে আন্তর্জাতিক অধিকার সংগঠন অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল। বলা হয়েছে, আফ্রিকার ওই অঞ্চলে দীর্ঘদিনের মৃত্যুদণ্ডবিরোধী আন্দোলনে আশার আলো দেখাবে এই সিদ্ধান্ত।
তবে জিম্বাবুয়ের নতুন আইনে বলা হয়েছে, দেশে জরুরি অবস্থা জারি থাকার সময় প্রয়োজনে কাউকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যেতে পারে। এই বিধান নিয়ে উদ্বেগ জানিয়েছে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল।
ডিসেম্বরের শুরুর দিকে জিম্বাবুয়ের পার্লামেন্ট ভোটাভুটির পর মৃত্যুদণ্ডের বিধান বিলুপ্তির পক্ষে অবস্থান নেয়। এরপর প্রেসিডেন্ট এমারসন মনানগাগওয়া নতুন আইনটি অনুমোদন দিলেন।
দেশটিতে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসনামলে মৃত্যুদণ্ডের বিধান চালু করা হয়েছিল। সর্বশেষ ২০০৫ সালে ফাঁসি দিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছিল জিম্বাবুয়ে। কিন্তু দেশটির আদালত হত্যার মতো গুরুতর অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ড দেওয়া চালু রেখেছে।
অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের হিসাব অনুযায়ী, ২০২৩ সালের শেষের দিকে জিম্বাবুয়েতে ৬০ জনের মতো মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত মানুষ ছিলেন।
বিধান বিলুপ্তির বিষয়ে জিম্বাবুয়ের বিচারমন্ত্রী জিয়াম্বি জিয়াম্বি বলেন, মৃত্যুদণ্ডের বিধান বিলুপ্ত করা আইনি সংস্কারের চেয়েও বেশি কিছু। এটা ন্যায়বিচার আর মানবতার প্রতি আমাদের অঙ্গীকারের একটি বিবৃতি।

নববর্ষে ফিলিস্তিনের সমর্থনে ইস্তাম্বুলে লাখ লাখ মানুষের সমাবেশ

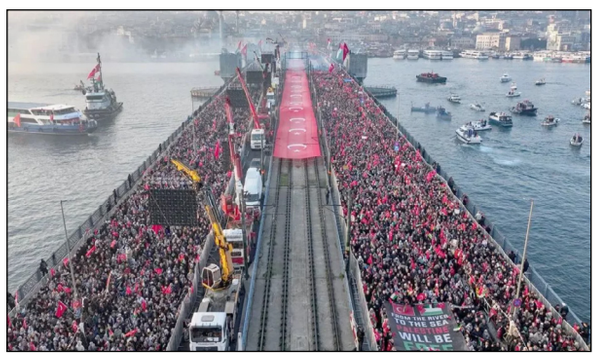

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের প্রতি সংহতি জানাতে ইস্তাম্বুলের গালাতা সেতুতে জড়ো হয়েছেন সাড়ে চার লাখেরও বেশি মানুষ। নববর্ষের প্রথম দিনে ৩০৮টি সংগঠনের জোট 'ন্যাশনাল উইল প্ল্যাটফর্ম' এ সমাবেশের আয়োজন করে।
আনাদোলু নিউজ এজেন্সি জানিয়েছে, ঐতিহাসিক শহর এবং আশপাশের মসজিদগুলো থেকে ভোরের প্রার্থনার পর শীতের কুয়াশা ভেদ করে তুর্কি ও ফিলিস্তিনি পতাকা হাতে মিছিলে নামেন সমাবেশে আগতরা।
চলমান নৃশংসতার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক পদক্ষেপের দাবিতে আইকনিক গোল্ডেন হর্নজুড়ে বিস্তৃত সেতুতে জড়ো হওয়ার আগে বৃদ্ধ, নারী ও শিশুসহ বিক্ষোভকারীরা ফিলিস্তিনে ইসরায়েলি গণহত্যা বন্ধের জন্য প্রার্থনা করেন।
প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, সেতুর মাঝখানে ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। সেখানে তুর্কি ও ফিলিস্তিনি পতাকার সঙ্গে তুর্কি ও ইংরেজিতে 'গাজায় গণহত্যা বন্ধ কর' লেখা একটি বিশাল ব্যানারও দেখা গেছে।
সমাবেশস্থলের পাশে সমুদ্রে নৌকার লোকজনও বিক্ষোভকে সমর্থন জানিয়ে হাত নাড়েন। এছাড়া প্রেসের জন্য ব্যবস্থা করা একটি প্ল্যাটফর্মে 'ফর ফেয়ার ফিউচার' ব্যানার দেখা যায়। অনুষ্ঠানে বেশ কয়েকজন তুর্কি নাগরিক, বিদেশি সংগঠনের সদস্য এবং মানবাধিকার কর্মীরা বক্তব্য দেন।
সমাবেশে একটি তুর্কি ফাউন্ডেশনের ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান বিলাল এরদোগান গাজায় ইসরায়েলের কর্মকাণ্ডের নিন্দা জানান। তিনি শিশু, শিশু, নারী, বৃদ্ধ, চিকিৎসক, সাংবাদিক ও ত্রাণকর্মীদের হত্যার পাশাপাশি স্কুল, মসজিদ ও গির্জায় ইসরায়েলের হত্যার কথা স্মরণ করেন।
গাজায় পশ্চিমাদের 'মুখোশ' খসে পড়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, কোথায় মানবাধিকার? শিশু অধিকার কোথায়? নারীর অধিকার কোথায়? কোথায় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা? গাজা ও পাশ্চাত্যের সব মূল্যবোধ মরে গেছে।

গুরুতর মানসিক ক্ষত বয়ে বেড়াচ্ছে ইসরায়েলে বন্দি থাকা ফিলিস্তিনিরা

আপনজন ডেস্ক: একদা পেশীবহুল ও শক্তিশালী ফিলিস্তিনি বডিবিল্ডার মোয়াজাজ ওবাইয়াত ৯ মাস ইসরায়েলি 'হেফাজতে' থাকার পর জুলাইয়ে মুক্তি পেয়েছিলেন। মুক্তির পর তিনি বিনা সহায়তায় হাঁটতে পারছিলেন না। এরপর অক্টোবরে ভোরে তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাকে আবার আটক করা হয়।
অধিকৃত পশ্চিম তীরের একটি সরকারি হাসপাতাল থেকে রয়টার্সের দেখা মেডিকেল নোট অনুসারে, পুনরায় গ্রেপ্তার হওয়ার আগে বেথলেহেম সাইকিয়াট্রিক হাসপাতালে পাঁচ সন্তানের জনক ৩৭ বছর বয়সী ওবাইয়াতের গুরুতর মানসিক সমস্যা ধরা পড়ে।
রিপোর্ট অনুযায়ী, তিনি পোস্ট-ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিজঅর্ডারে (পিটিএসডি) ভুগছেন। তার সমস্যাটি ইসরায়েলি প্রত্যন্ত কেটজিয়ট কারাগারে থাকা সময়কালের সঙ্গে সম্পর্কিত।
চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট নোটগুলোতে বলা হয়েছে, ওবাইয়াত কারাগারে শারীরিক ও মানসিক সহিংসতা ও নির্যাতনের শিকার হয়েছেন।
গাজা যুদ্ধ বন্ধে এবং হামাসের হাতে বন্দি ইসরায়েলি জিম্মিদের বিনিময়ে যুদ্ধবিরতি নিশ্চিত করার জন্য আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা জোরদারের মধ্যেই ইসরায়েলি কারাগার এবং বন্দি শিবিরে ফিলিস্তিনিদের নির্যাতন ও মানসিক ক্ষতির বিষয়গুলো নতুনভাবে সামনে আসছে।
পশ্চিম তীরের সরকারি সংস্থা প্যালেস্টাইন কমিশন ফর ডিটেনটিস অ্যান্ড এক্স-ডিটেনটিস অ্যাফেয়ার্সের প্রধান কাদৌরা ফারেস বলেন, ভবিষ্যতে কোনো চুক্তি করে বন্দিদের মুক্তি দেওয়া হলে অনেকের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন থেকে সেরে উঠতে দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসা সেবার প্রয়োজন হবে। তিনি ওবাইয়াতের বিষয়টি সম্পর্কে অবগত বলেও জানান।
গাজা যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ইসরায়েলের হাতে আটক ৪ ফিলিস্তিনির সঙ্গে কথা বলেছে রয়টার্স।
তাদের সবাইকে কয়েক মাস ধরে আটকে রাখা হয়েছিল। একটি অবৈধ সংগঠনের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। তবে কোনো অপরাধের জন্য অভিযুক্ত না করে বা দোষ না পেয়েই মুক্তি দেওয়া হয়।
বন্দিরা যেমনটি বলেছেন, সকলে মারধর, ঘুম বঞ্চনা, খাদ্য বঞ্চনা। ভেতরে মানসিক চাপে থাকাকালীন দীর্ঘা সময় খাদ্য না দেওয়ার মতো নির্যাতনের জন্য দীর্ঘস্থায়ী মানসিক ক্ষত বহন করছেন অনেকে।
রয়টার্স ইসরায়েলের কারাগার বা বন্দিশালায় গিয়ে এগুলো স্বাধীনভাবে যাচাই করার সুযোগ পায়নি।
ফিলিস্তিনি বন্দিদের ওপর গুরুতর নির্যাতনের প্রতিবেদন করা মানবাধিকার গোষ্ঠীগুলোর একাধিক তদন্তের সঙ্গে ফিরে আসা বন্দিরা যেসব বিবরণ দিচ্ছেন, এগুলোর মিল রয়েছে।
গত আগস্টে জাতিসংঘের মানবাধিকার কার্যালয় প্রকাশিত একটি তদন্তে ইসরায়েলি কারাগারগুলোতে ব্যাপক নির্যাতন, যৌন নিপীড়ন, ধর্ষণ ও নৃশংস অমানবিক অবস্থার প্রমাণিত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল।
হোয়াইট হাউসও ইসরায়েলের কারাগারে নির্যাতন, ধর্ষণ ও নৃশংসতার খবরকে 'গভীরভাবে উদ্বেগজনক' বলে অভিহিত করে।

ব্যাংক নোট বাতিল করায় সুদানে বিক্ষোভ

আপনজন ডেস্ক: সুদানের বেশ কিছু নাগরিক মঙ্গলবার পোর্ট সুদানে সেনাবাহিনী-সমর্থিত সরকারের বিরুদ্ধে আংশিক মুদ্রা প্রতিস্থাপনের পদক্ষেপের প্রতিবাদে বিক্ষোভ করেছে। সরকার তার নিয়ন্ত্রণাধীন ছয়টি রাজ্যের বাসিন্দার জন্য ৫০০ ও ১,০০০ সুদানিজ পাউন্ড মূল্যের পুরানো নোটগুলো জমা দিয়ে নতুন নোট সংগ্রহের জন্য সোমবার পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দেয়। তথ্যমন্ত্রী খালিদ আল-আইসার ঘোষণা করেন, বাসিন্দারা তাদের পুরানো নোট অদল-বদল করতে ৬ জানুয়ারি পর্যন্ত সময় পাবেন। তার এই ঘোষণার প্রতিবাদে মঙ্গলবার রাজধানী ও বন্দর নগরী পোর্ট সুদানে বেশ কিছু মানুষ সরকারি অফিসের বাইরে বিক্ষোভ করে। নিয়মিত সেনাবাহিনী ও আধাসামরিক র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সের মধ্যে ২০ মাসের লড়াইয়ে সুদানিজ পাউন্ডের মূল্য ২০২৩ সালের এপ্রিলে ৫০০ ডলার থেকে বর্তমানে ২,৫০০ ডলারে নেমে এসেছে। যুদ্ধে দেশটির হাজার হাজার মানুষের প্রাণহানি এবং প্রায় সোয়া কোটি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে এবং অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়েছে।
সেনাবাহিনী-সমর্থিত সরকার বলেছে, জাতীয় অর্থনীতি সুরক্ষা এবং জালকারীদের অপরাধমূলক তৎপরতা ঠেকাতে আংশিক মুদ্রা অদল-বদল করা হচ্ছে।
সোমবারের এই সময়সীমা দেশের প্রধান রফতানি কেন্দ্র পোর্ট সুদানে পরিবহন ও বাণিজ্যকে অচল করে দিয়েছে। এএফপি সংবাদদাতারা জানান, একদিকে ব্যাংকগুলোয় নতুন নোটের সরবরাহ অপ্রতুল, অপরদিকে বাসচালক, পেট্রোল স্টেশন ও দোকানদারা পুরোনো নোট নিচ্ছেন না। এই পদক্ষেপে অনেক সুদানি নাগরিক প্রশাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-বিধ্বস্ত ও ক্রমবর্ধমান দরিদ্র জনসংখ্যার ওপর অতিরিক্ত বোঝা চাপানোর অভিযোগ করেছে। এই পদক্ষেপ সেনাবাহিনী সুদানীজ আর্মড ফোর্সের (এসএএফ) নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকা এবং আধা-সামরিক বাহিনী র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেসের (আরএসএফ) অধীনে থাকা অঞ্চলগুলোর মধ্যে বিভাজনে একটি অর্থনৈতিক মাত্রা যোগ করার ঝুঁকি তৈরি করবে বলে সমালোচকরা সতর্ক করেছেন।
এখন দারফুরের প্রায় সমস্ত পশ্চিমাঞ্চল এবং কেন্দ্র ও দক্ষিণের বিস্তীর্ণ অংশ আরএসএফের নিয়ন্ত্রণে। এদিকে উত্তর ও পূর্বাঞ্চল সেনাবাহিনীর (এসএএফ) দখলে রয়েছে। বৃহত্তর খার্তুমের নিয়ন্ত্রণ যুদ্ধরত উভয়পক্ষের মধ্যে বিভক্ত রয়েছে। আধা-সামরিক বাহিনী র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস (আরএসএফ) ইতোমধ্যে তার নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকায় নতুন নোটের ব্যবহার নিষিদ্ধ করার পাশাপাশি সেনাবাহিনীর (এসএএফ) বিরুদ্ধে দেশকে বিভক্ত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগ তুলেছে।

ভারি বৃষ্টি সঙ্গে তীব্র শীত, কঠিন পরিস্থিতিতে গাজার মানুষ

আপনজন ডেস্ক: কয়েক দিনের বৃষ্টিতে গাজাজুড়ে প্লাবিত হয়ে গেছে শত শত আশ্রয়শিবির।
একদিকে ইসরায়েলিদের হামলা অন্যদিকে ভারি বৃষ্টি গাজাবাসীর ওপর খাঁড়ার ঘা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেক আশ্রয়শিবিরের তাঁবু উপযুক্তভাবে নির্মিত নয় এবং তাঁবুর গায়ে অসংখ্য ফুটো থকায় আরো বিপদে পড়েছে বাস্তুচ্যুতরা। গাজাজুড়ে বাস্তুচ্যুত পরিবারগুলো এখন তাদের সন্তানদের উষ্ণ রাখতে এবং তাদের জিনিসপত্র বাঁচাতে লড়াই করছে।
যদিও আগামী দিনগুলোতে আবহাওয়ার কিছুটা উন্নতি হবে বলে আশা করা হচ্ছে। কারও কারও জন্য এই পরিস্থিতি মৃত্যু ডেকে এনেছে। গত সপ্তাহে হাইপোথার্মিয়ায় ছয় শিশুসহ অন্তত সাতজনের মৃত্যু হয়েছে। এদিকে খান ইউনিসের একটি হাসপাতাল মাঠও প্লাবিত হয়ে গেছে।
গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ইসরায়েলি আগ্রাসন শুরুর পর থেকে এ পর্যন্ত ফিলিস্তিনের ৪৫ হাজার ৫৪১ জন মানুষের মৃত্যু হয়েছে। একইসঙ্গে আহত হয়েছেন ১ লাখ ৮ হাজার ৩৩৮ জন।
এদিকে গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ইসরায়েরি হামলায় আজ উত্তর জাবালিয়া এবং কেন্দ্রীয় আল-বুরেইজ শিবিরে কমপক্ষে ১০ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন।
জাতিসংঘ জানিয়েছে, গাজার হাসপাতালগুলোতে ইসরায়েলি বাহিনীর অব্যাহত হামলার কারণে গাজার স্বাস্থ্যব্যবস্থা একেবারেরই 'ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে'।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

এফবিআইয়ের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ বিস্ফোরক মজুত আবিষ্কার

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়া অঙ্গরাজ্যের একটি খামারে অভিযান চালিয়ে ১৫০টিরও বেশি বোমা উদ্ধার করেছে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (এফবিআই)। এ ঘটনাকে এফবিআইয়ের ইতিহাসে উদ্ধারকৃত বিস্ফোরকের সবচেয়ে বড় মজুত বলে ধারণা করা হচ্ছে।
এ ঘটনায় গত ১৭ ডিসেম্বর ওয়াশিংটন ডিসি থেকে ১৮০ মাইল দক্ষিণের আইল অব ওয়াইট কাউন্টিতে গ্রেফতার হয়েছেন ব্র্যাড স্প্যাফোর্ড নামের এক ব্যক্তি। তিনি নিজ বাড়িতে অস্ত্র ও হাতে তৈরি গোলাবারুদ মজুত করছিলেন। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, স্প্যাফোর্ডের বেডরুমে হ্যাশট্যাগ 'নো লাইভস ম্যাটার' লেখা একটি ব্যাগে পাওয়া গেছে এসব বিস্ফোরক। লেখাটি কট্টর-ডানপন্থী ও সরকারবিরোধী মনোভাবের প্রতি স্প্যাফোর্ডের যুক্ত থাকার দিকে ইঙ্গিত করে।
স্প্যাফোর্ডের আইনজীবীর দাবি, বিস্ফোরক মজুত করা তার মক্কেল সমাজের জন্য বিপজ্জনক নন। এছাড়া, বিচারের পূর্বে আটক হওয়া থেকে স্প্যাফোর্ডের মুক্তি চেয়েছেন তিনি। রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত সন্দেহভাজন ব্যক্তি কেবল নিবন্ধনহীন রাইফেল রাখার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছেন।
তবে তদন্তকারীরা বলছেন, আরও অভিযোগ আনার সম্ভাবনা রয়েছে। তদন্তকারীরা মঙ্গলবার জানিয়েছেন, এফবিআইয়ের ইতিহাসে সংখ্যার দিক থেকে এর চেয়ে বেশি বিস্ফোরক এর আগে কখনওই তারা জব্দ করেনি। স্প্যাফোর্ডের বিরুদ্ধে অভিযোগ, মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের ছবি লক্ষ্যভেদ অনুশীলনে ব্যবহার করেছেন তিনি। সেই সঙ্গে ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসকেও হত্যার অভিপ্রায় ছিল।
আদালতের নথি অনুযায়ী, তিনি সম্প্রতি স্থানীয় একটি শুটিং রেঞ্জে স্নাইপার রাইফেল চালানোর প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। অভিযোগপত্রে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, নাম প্রকাশ না করা এক প্রতিবেশী জানিয়েছেন- ২০২১ সালে হাতে তৈরি বিস্ফোরক দিয়ে কাজ করার সময় ডান হাতের তিনটি আঙুল হারানোর পরও স্প্যাফোর্ড বোমা তৈরি চালিয়ে যান। এই প্রতিবেশী আগে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থায় কাজ করতেন। এ বছর স্প্যাফোর্ডের ২০ একর খামারে ঘুরতে গিয়ে তিনি রেকর্ডিং ডিভাইস ব্যবহার করেছিলেন বলে তদন্তকারীরা জানিয়েছেন।
প্রতিবেশীর সংগ্রহ করা প্রমাণের ভিত্তিতে এফবিআই এজেন্টরা স্প্যাফোর্ডের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে বাড়ির চারপাশে ছড়িয়ে থাকা বিস্ফোরকগুলো খুঁজে পান।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৫১মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.০৯মি.

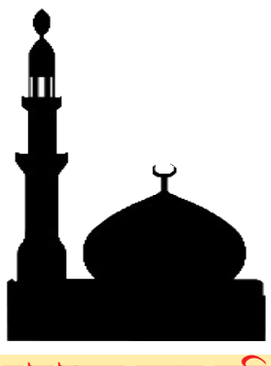

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৫১	৬.১৭
যোহর	১১.৪৫	
আসর	৩.২৮	
মাগরিব	৫.০৯	
এশা	৬.২৪	
তাহাজ্জুদ	১১.০০	

ম্যাগওয়েতে জরুরি সেনা মোতায়েন

আপনজন ডেস্ক: মিয়ানমারের ম্যাগওয়ে অঞ্চলের সব সামরিক কাউন্সিল ঘাঁটিতে (এমএএফ) বিদ্রোহী বাহিনীর আক্রমণের আশঙ্কায় জরুরি সেনা মোতায়েন করেছে সামরিক কাউন্সিল।
ইয়াঙ্গুন টাইমস বুধবার (১ জানুয়ারি) এক রিপোর্টে এ তথ্য জানায়।
সামরিক কাউন্সিলের একটি সূত্র ইয়াঙ্গুন টাইমসকে জানিয়েছে, বিদ্রোহী বাহিনীর আক্রমণের আশঙ্কায় কাউন্সিল বাহিনী ম্যাগওয়ে অঞ্চলের সব সামরিক কাউন্সিল ঘাঁটিতে জরুরি সেনা মোতায়েন করে।

ইতালির মিলানে ধূমপানের ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা

আপনজন ডেস্ক: ইতালিতে বুধবার থেকে ধূমপানের ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। এই কঠোরতম নিষেধাজ্ঞার ফলে দেশটির আর্থিক ও ফ্যাশন রাজধানী মিলানে ধূমপায়ীদের শহরের রাস্তায় বা জনাকীর্ণ জনসমাগমস্থলে ধূমপান করলে জরিমানা গুনতে হবে। মিলান থেকে এএফপি এক প্রতিবেদনে এই খবর জানিয়েছে।
প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ইতালির উত্তরাঞ্চলীয় এই শহরে যারা নিষেধাজ্ঞা অমান্য করবে তাদের ৪০ থেকে ২৪০ ইউরো জরিমানা করা হতে পারে।
তবে এমন একটি কঠিন বিধান শহরের সব বাসিন্দারা ভালভাবে মেনে নিতে পারছে না। স্থানীয় প্লাম্বার মরগান ইশাক (৪৬) নিষেধাজ্ঞার কার্যকরের আগে এএফপিকে বলেন, 'নতুন আইনটি আমার মতে বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। আমি বাড়ির ভেতরে, বয়স্ক ব্যক্তি বা শিশুর সামনে ধূমপান না করতে রাজি, তবে আমার জন্য বাইরে ধূমপান নিষিদ্ধ করা মানে একজন ব্যক্তির স্বাধীনতাকে সীমিত করা।'
মিলানের বায়ুর মানসংক্রান্ত অধ্যাদেশ ২০২০ সালে সিটি কাউন্সিলের মাধ্যমে পাস করা হয়েছে এবং ধূমপানের ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞার সুপারিশ করা হয়েছে।
২০২১ সাল থেকে পার্ক, খেলার মাঠের পাশাপাশি বাসস্টপ ও ক্রীড়া স্থাপনাগুলোতে প্রকাশ্যে ধূমপান নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।

কয়েক দশক পর আইভরি কোস্ট ছাড়ছে ফরাসি সেনারা

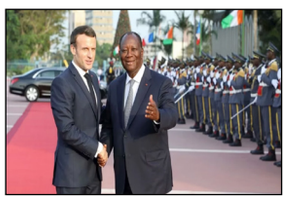

আপনজন ডেস্ক: কয়েক দশক ধরে সামরিক উপস্থিতির পর চলতি মাসে ফরাসি সেনারা আইভরি কোস্ট ছাড়বে। মালি, বুরকিনা ফাসো ও নাইজারের পর পশ্চিম আফ্রিকার সর্বশেষ দেশ হিসেবে ফরাসি সেনাদের সরিয়ে দিল আইভরি কোস্ট। মঙ্গলবার (৩১ ডিসেম্বর) জাতির উদ্দেশে দেওয়া এক ভাষণে প্রেসিডেন্ট আলাসানে ওয়াত্তারা বলেন, আবিদজানের পোর্ট-বোয়েটে ৪৩তম বিআইএমএ মেরিন ইনফ্যান্ট্রি ব্যাটালিয়ন (যেখানে ফরাসি সেনারা অবস্থান করছিল) ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে আইভরি কোস্টের সশস্ত্র বাহিনীর কাছে হস্তান্তর করা হবে।
তিনি বলেন, আমরা আমাদের সেনাবাহিনীকে নিয়ে গর্ব করতে পারি, যার আধুনিকীকরণ এখন কার্যকর। এই প্রেক্ষাপটে আমরা আইভরি কোস্ট থেকে ফরাসি বাহিনীকে সমন্বিত ও সংগঠিতভাবে প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।
১৯৬০-এর দশকে গণভোটে পশ্চিম পশ্চিম আফ্রিকায় ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটানো ফ্রান্সের প্রায় এক হাজার সেনা এখনো আইভরি কোস্টে রয়েছে। এদিকে গত নভেম্বরে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সেনেগাল এবং চাদ তাদের মাটি থেকে ফরাসি সৈন্যদের চলে যাওয়ার ঘোষণা দেয়। ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানের পর থেকে ফ্রান্স এখন আফ্রিকার ৭০ শতাংশেরও বেশি দেশ থেকে বিতাড়িত হয়েছে, যেখানে তার সৈন্য উপস্থিতি ছিল। ফরাসিরা কেবল জিবুতিতে ১,৫০০ সৈন্য নিয়ে এবং গ্যাবনে ৩৫০ জন কর্মী নিয়ে রয়ে গেছে।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

২০ বর্ষ, ২ সংখ্যা, ১৭ পৌষ ১৪৩১, ৩০ জমাদিউস সানি, ১৪৪৬ হিজরি

আলোর দেখা মিলিবেই

আধুনিক জীবন মানসিক চাপে জরাজীর্ণ। বিশ্বময় এত অশান্তি এত যুদ্ধবিগ্রহ, ঘরে-বাহিরে, পথে-পথে, পদে-পদে এত সমস্যা যে, মনে হইতে পারে—এই সময়ের মানুষ ইহকালেই যেন নরকের রিহার্সেল করিতেছে। এই ক্ষেত্রে নিভৃতে নিরিবিলি আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া নিজেকে এই প্রশ্ন করা যাইতে পারে—এত স্ট্রেস বা মানসিক চাপ লইয়া বাঁচা যায় কী করিয়া? সমস্যার তো শেষ নাই। অবস্থা এমন যে, যায় দিন ভালো, আসে দিন খারাপ; কিন্তু তাহার পরও কথা আছে।

কথাটি হইল—অনেক জ্ঞানী-গুণীর মতে, আধুনিক জীবনে স্ট্রেস বা মানসিক চাপ হইল আমাদের কর্মের চালিকাশক্তি। অর্থাত্ মানসিক চাপ হইল ঘানি। আর সেই ঘানি আমাদের ভিতর হইতে নিংড়াইয়া কর্মরস বাহির করে। এই ঘানি বা চাপ আমাদের জন্য প্রতিবন্ধকতা নহে। এই জন্য আধুনিক জীবনটা যেন অনেকটা প্রেশার কুকারের মতো—যাহাতে অল্প খরচে ও স্বল্প সময়ে কার্য হাসিল করা হয়; কিন্তু সেই প্রেশার কখনো-সখনো ভয়ংকর বিপদও ডাকিয়া আনে। আমরা দেখিতেছি, পৃথিবীর দিকে দিকে যুদ্ধ যেন প্রতিদিন অস্থিরতার নূতন ইতিহাস রচনা করিয়া চলিতেছে। সেই সুনামি আর অস্থিরতায় বিশ্বের সকল দেশেরই সকল শ্রেণির মানুষের মধ্যেই অল্পবিস্তর মানসিক সমস্যা দেখা দিয়াছে। বাংলাদেশও উহার বাহিরে নহে। তরুণরা যেই হেতু স্বপ্নের কারিগর হয়, তাহাদের সম্মুখে পড়িয়া থাকে দীর্ঘ জীবন। সেই কারণে জীবনের নিয়মে তাহাদের উদ্বেগ-উত্কণ্ঠাও অধিক থাকে। এই জন্য কিছুদিন পূর্বে একটি জরিপে দেখা গিয়াছে, তরুণ শিক্ষার্থীদের এক-তৃতীয়াংশ অতিরিক্ত ভয় ও উদ্বেগে জর্জরিত। পাশাপাশি দৈনন্দিন আচার-আচরণ ও ব্যবহারে পরিবর্তনও আসিয়াছে শিক্ষার্থীদের জীবনে। ৮০ শতাংশের কাছাকাছি শিক্ষার্থী জানাইয়াছেন, তাহাদের মন খারাপ হওয়া, হঠাত্ ক্লান্তিসহ নানা জটিলতা বাড়িয়াছে। তিন-চতুর্থাংশ শিক্ষার্থীই চাকুরির ক্ষেত্রে ভবিষ্যত্ ক্যারিয়ার লইয়া দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। এই অনিশ্চয়তার কারণেও মানসিক চাপ বাড়িতেছে তাহাদের।

জগতে বিভিন্ন সময়ে এই ধরনের সংকটাপন্ন অবস্থা তৈরি হইয়াছে। এমনকি বিখ্যাত মনীষীরাও জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রবল মানসিক চাপে পিষ্ট হইয়াছেন। এই অবস্থায় সবচাইতে জরুরি বিষয় হইল—সকলের পূর্বে নিজেকে জানা। প্রকৃত আত্মোপলব্ধি থাকিলে প্রবল মানসিক চাপের একটি 'সেফটি ভালব' তৈরি হইয়া যায়, প্রেশার কুকারের মতো। তাহাতে ভয়ংকর বিপদ হইতে বাঁচা যায়। উদ্বেগের ক্ষেত্রে উইনস্টন চার্চিল বলিয়াছেন, 'যখন আমি আমার সমস্ত উদ্বেগের দিকে ফিরিয়া তাকাই, তখন আমার সেই বৃদ্ধের গল্পটি মনে পড়ে যে—তাহার মৃত্যুশয্যায় বলিয়াছিলেন—তাহার জীবন দুশ্চিন্তাজনিত কষ্টে জর্জরিত ছিল, যেই সকল দুশ্চিন্তার প্রায় কোনোটাই কখনো ঘটে নাই।' খলিল জিবরান মনে করিতেন, 'আমাদের উদ্বেগ ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করিয়া আসে না, বরং আসে ইহাকে নিয়ন্ত্রণ করিবার প্রচেষ্টা হিসাবে।' এই ক্ষেত্রে অত্যন্ত তাত্পর্যপূর্ণ উক্তিটি করিয়াছেন হ্যারি পটারের স্রষ্টা জে কে রাউলিং। তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, 'কোনো কিছুতে ব্যর্থ না হইয়া বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব।'

সুতরাং ব্যর্থতা জীবনেরই অপরিহার্য অংশ। ইহারও মূল্য রহিয়াছে। যখন মনে হয়, টানেলের শেষ প্রান্তেও কোনো আলো নাই—তখন অবশ্যই জানিতে হইবে যে, ইহা শতভাগ বিভ্রান্তিমূলক ভাবনা। কারণ, আমরা কখনোই আমাদের 'ভবিষ্যত্' জানি না। আমরা যাহা যেইভাবে ভাবি, কখনই তাহা সেইভাবে হয় না। অতীতেও হয় নাই, ভবিষ্যতেও হইবে না। সুতরাং টানেলের শেষপ্রান্তে অবশ্যই আলো রহিয়াছে। শুধু প্রশ্নটা হইল, টানেলটা কতখানি লম্বা এবং আপনি সেই লম্বা টানেল পাড়ি দিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছেন কি না, কিংবা ভয় পাইতেছেন কি না। এই ক্ষেত্রে সবচাইতে সহজ ভাবনা হইল—টানেলের পথ লইয়া ভাবিয়া দেখিবার দরকার নাই, কখনো না কখনো আলো তো আসিয়া পড়িবেই—এই বিশ্বাস রাখিয়া আগাইয়া যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ। আর সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হইয়া বুদ্ধিমানের কাজ না করিয়া হতাশ হওয়া সবচাইতে বড় নির্বুদ্ধিতা। অতএব, নিজের উপর বিশ্বাস রাখিতে হইবে। আলোর দেখা মিলিবেই। জয় আমাদের সুনিশ্চিত।

.....

২০২৫-এ বিশ্ব যে ১০ ঘটনায় নজর রাখবে

CHATHAM HOUSE

চ্যাটাম হাউস সংলাপ, বিতর্ক ও স্বাধীন নীতি গবেষণাপ্রতিষ্ঠান। ২০২৫ সালে বিশ্বরাজনীতিতে যেসব বিষয় সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলবে, তাঁর একটি তালিকা করেছে তারা। লেখাটির সংক্ষেপিত অনুবাদ তুলে ধরা হল আপনজন পাঠকদের জন্য।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র: ট্রাম্প কি বেইজিংয়ের সঙ্গে একটি বড় চুক্তি করবেন?

ডোনাল্ড ট্রাম্পকে পরবর্তী মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিয়েই সিদ্ধান্ত নিতে হবে রাশিয়া ও চীনের সঙ্গে মার্কিন সম্পর্ক নিয়ে। ট্রাম্প হয়তো ইউক্রেনের জন্য 'ভূমির বিনিময়ে শান্তি' চুক্তি প্রস্তাব করবেন। তবে তিনি রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের চেষ্টা করবেন কি? ইউরোপের নিরাপত্তার জন্য রাশিয়াকে অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনাও হতে পারে।

বৈশ্বিক অর্থনীতি ও আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতার জন্য চীন অনেক গুরুত্বপূর্ণ। ট্রাম্প কি চীনা পণ্য আমদানিতে নতুন শুল্ক চাপিয়ে তাইওয়ানকে রক্ষায় মনোযোগী হবেন? নাকি চীন ও রাশিয়ার অংশীদারত্বকে কাজে লাগিয়ে ইউক্রেন নিয়ে বড় কোনো চুক্তি করবেন? এমন চুক্তি চীন, রাশিয়া ও আমেরিকার মধ্যকার সম্পর্ককে অস্থায়ীভাবে ভালো করতে পারে। ট্রাম্প এমন বড় পরিবর্তনের চেষ্টা করলে নিজেকে লাগামছাড়া করতে হবে।

এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগর: আমেরিকার শুল্ক নিয়ে চীনের প্রস্তুতি

ট্রাম্পের প্রত্যাবর্তন এশিয়ার জন্য বাণিজ্যযুদ্ধ ও ভূরাজনৈতিক উত্তেজনার ইঙ্গিত দিচ্ছে। তাঁর নীতি তাইওয়ান, দক্ষিণ চীন সাগর ও উত্তর কোরিয়ার মতো স্পর্শকাতর ইস্যুতে সংঘাত বাড়াতে পারে। মিত্রদের করতে পারে হতাশ।

উত্তর কোরিয়া রাশিয়ার পক্ষে যুদ্ধে জড়িয়েছে। ট্রাম্প ইউক্রেন নিয়ে রাশিয়ার সঙ্গে সমঝোতার চেষ্টা করলে পরিস্থিতি আরও জটিল হবে। অর্থনৈতিকভাবে, ট্রাম্পের চীনের ওপর শুল্ক আরোপ এবং চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের কার্যকলাপের নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি নিয়ে আলোচনা হবে। একই সঙ্গে অস্ট্রেলিয়া ও সিঙ্গাপুরের নির্বাচনী পরিস্থিতিও নজরে থাকবে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা: ন্যায়সঙ্গত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সম্ভাবনা

২০২৫ সালে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) নিয়ন্ত্রণে বৈশ্বিক প্রচেষ্টা তীব্র হবে। প্যারিসে এআই অ্যাকশন সামিট (ফেব্রুয়ারি) নীতিমালা গঠনে ভূমিকা রাখবে। রুয়ান্ডায় (এপ্রিল) সম্মেলনে এআই নিয়ে আফ্রিকার ভূমিকা স্পষ্ট করা হবে।

আগস্টে কার্যকর হবে ইইউয়ের এআই আইন, যা বৈশ্বিক মানদণ্ড নির্ধারণ করতে পারে। জাতিসংঘের গ্লোবাল ডিজিটাল কমপ্যাক্ট উদীয়মান দেশগুলোর প্রভাব বাড়াবে। সরকারগুলোর বড় চ্যালেঞ্জ হবে সর্বজনীন কল্যাণে এআইর ব্যবহার নিশ্চিত করা।

বিশ্ব অর্থনীতি: ট্রাম্প কি মুদ্রাস্ফীতি বাড়াবেন?

ট্রাম্প যদি চীনা পণ্যে ৬০ শতাংশ এবং অন্যান্য পণ্যে ১০ থেকে ২০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেন, তাহলে অন্যান্য দেশ পাল্টা শুল্ক আরোপ করতে পারে। এর সঙ্গে অভিবাসীদের গণনির্বাসন ও ট্রাম্পের ব্যয়বহুল নীতিমালা যুক্ত হলে মুদ্রাস্ফীতি বাড়তে পারে। ডিজিটাল মুদ্রা ও আর্থিক সেবা নিয়ন্ত্রণ শিথিল করতে ট্রাম্পের সমর্থন অন্যান্য দেশকে তাদের আর্থিক ব্যবস্থা সুরক্ষার পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করতে পারে।

ইউরোপ: জার্মানি কি আবার ইইউর নেতৃত্ব দিতে পারবে?

জার্মানির নতুন সরকারকে দেশের অর্থনৈতিক সংকট এবং সমস্যাগ্রস্ত গাড়িশিল্পের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে। পাশাপাশি ইইউর নেতৃত্ব পুনরুজ্জীবিত এবং ইউক্রেনকে সমর্থন প্রদান করতে হবে।

আটলান্টিক নিয়ে ট্রাম্পের অবস্থান অনিশ্চিত। ইউরোপীয় নিরাপত্তা জোরদার করতে ইউরোপীয় কমিশন একটি প্রতিরক্ষা শ্বেতপত্র প্রকাশের পরিকল্পনা করছে। অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ইইউর প্রধান অগ্রাধিকার। তারা নির্ভরশীলতা কমানো, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং মার্কিন-চীন বাণিজ্য উত্তেজনার প্রভাব থেকে নিজেদের রক্ষা করার কৌশল জোরদার করবে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য: আগামী মহামারির প্রস্তুতি

অতিমারি মোকাবিলায় প্রথম বৈশ্বিক চুক্তি আগামী মে মাসে জেনেভায় অনুষ্ঠিত বিশ্ব স্বাস্থ্য সম্মেলনে গৃহীত হওয়ার কথা। এই চুক্তি হবে কি না এবং এর কার্যকারিতা এখনো অনিশ্চিত। জি৭ ও জি২০ ফোরামে মহামারি প্রস্তুতি কতটা গুরুত্ব পাবে? বহুপক্ষীয় ব্যবস্থায় দেশগুলোর আস্থা কমছে। অনেক দেশ স্বাস্থ্য নিরাপত্তায় আত্মনির্ভরশীলতা বাড়াতে আঞ্চলিক সহযোগিতা ও জোটের দিকে ঝুঁকছে। ট্রাম্প পুনর্নির্বাচিত হওয়ায় বৈশ্বিক স্বাস্থ্য নেতৃত্বে পরিবর্তন আসতে পারে। নেতৃত্ব কে নেবে—গ্লোবাল সাউথের দেশগুলো নাকি ইইউ, তা এখনো স্পষ্ট নয়।

স্বাস্থ্য নিরাপত্তায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, নিম্ন আয়ের দেশগুলোকে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তি অধিকার এড়িয়ে ওষুধপ্রাপ্তির সুযোগ দেওয়া বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার আইনি নীতিমালার পর্যালোচনাও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হবে।

প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা: ট্রাম্পের নীতির ফাঁক

মধ্যপ্রাচ্য, ইউক্রেন ও সুদানের ক্রমবর্ধমান সংঘাত অন্যান্য অঞ্চলে প্রভাব ফেলবে। ট্রাম্পের 'আমেরিকা ফার্স্ট' নীতি এবং ন্যাটোর সদস্যদেশগুলোর অভ্যন্তরীণ মতবিরোধ (বিশেষত ইউক্রেনকে নিয়ে) ঐক্যে প্রভাব ফেলবে।

ইইউ থাকবে নিজেদের সংস্কার ও অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের চাপে। যুক্তরাজ্য ন্যাটোর মধ্যে বড় ভূমিকা পালন করতে এবং ইইউয়ের সঙ্গে সম্পর্ক শক্তিশালী করতে কাজ করছে। ইইউ ২০২৫ সালে প্রতিরক্ষা কৌশল পর্যালোচনা করবে। ইউকে-ইইউ প্রতিরক্ষা চুক্তি হতে পারে।

মধ্যপ্রাচ্য: ইরান, সিরিয়া এবং চলমান অস্থিরতা

২০২৫ সালে ট্রাম্প প্রশাসনের পররাষ্ট্রনীতিতে মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতের অবসান অগ্রাধিকার পাবে না। ইসরায়েলের নিরাপত্তা ও ইরানকে প্রতিহত করাই হবে তাদের কৌশল। ইসরায়েলের সামরিক অভিযান কমানোর জন্য নেতানিয়াহুর ওপর চাপ প্রয়োগ করা হতে পারে। তবে ফিলিস্তিনের আত্মনিয়ন্ত্রণের বিষয়টির রাজনৈতিক সমাধান আসবে না। সৌদি-ইসরায়েল সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণ ও ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রতি সমর্থনের শর্তে যুক্তরাষ্ট্র ও সৌদি আরবের প্রতিরক্ষা চুক্তি নিয়ে আলোচনা আবার শুরু হবে। পারমাণবিক কর্মসূচি এবং সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর প্রতি সাহায্য বন্ধে নতুন আলোচনা শুরু করতে ইরানের ওপর নিষেধাজ্ঞা আবার কার্যকর হতে পারে।

বিশ্বে যুক্তরাজ্যের অবস্থান: ইউরোপ না আমেরিকা?

নতুন লেবার সরকার ক্ষমতায় আসার পর, যুক্তরাজ্যের লক্ষ্য হবে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের সঙ্গে সম্পর্ক ভারসাম্যপূর্ণ রাখা। ইউক্রেন যুদ্ধে ইউরোপীয় নিরাপত্তায় ব্রিটেনের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। স্টারমার সরকার ইতিমধ্যে প্রতিবছর তিন বিলিয়ন পাউন্ড সামরিক সহায়তা ও জিডিপির দুই শতাংশ ন্যাটো প্রতিরক্ষা বাজেটের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। ট্রাম্পের পুনর্নির্বাচন এই প্রতিশ্রুতি দ্রুত বাস্তবায়নের চাপ সৃষ্টি করতে পারে। এই সুযোগে যুক্তরাজ্য ইউরোপীয় প্রতিবেশীদের সঙ্গে আরও শক্তিশালী নিরাপত্তাসম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে।

যদি ট্রাম্প বাণিজ্য অংশীদারদের ওপর শুল্ক আরোপ করেন, তাহলে যুক্তরাজ্যকে হয় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটি চুক্তি করতে হবে, নয়তো ইউরোপের পাশে থাকতে হবে। তবে সবই নির্ভর করছে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়িয়ে বৈশ্বিক প্রভাব ধরে রাখার ওপর।

আফ্রিকা: জি২০-তে নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ

২০২৫ সালে আফ্রিকা বৈশ্বিক মঞ্চে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। নভেম্বরে দক্ষিণ আফ্রিকা জি২০-এর সভাপতিত্ব করবে। আফ্রিকান ইউনিয়ন (এইউ) ও দক্ষিণ আফ্রিকার সহযোগিতা প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আফ্রিকার অন্তর্ভুক্তি বাড়াতে পারে। ২০২৪ সালে আফ্রিকায় গণতান্ত্রিক বহুত্ববাদের সাফল্য দেখা গেছে। তবে মোজাম্বিকের মতো সহিংসতার ঘটনা এড়িয়ে অর্জনগুলো ধরে রাখার চ্যালেঞ্জ থাকবে।

ট্রাম্পের পুনর্নির্বাচনে আফ্রিকায় মার্কিন সহায়তা কমে যেতে পারে। এতে আফ্রিকার মধ্যম ক্ষমতাধর দেশ এবং উদীয়মান অর্থনীতির জন্য সুযোগ সৃষ্টি হবে।

রাশিয়া ও ইউক্রেন: ২০২৫ হবে ইউক্রেনের জন্য নির্ধারক বছর

পশ্চিমা দেশগুলো ইউক্রেনকে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে উৎসাহিত করে সহায়তা করছে না। ২০২৫ সালে দেশটি রাশিয়ার কাছে পরাজয়ের প্রান্তে যেতে পারে। পশ্চিমা সামরিক সহায়তা কমে আসা, রাশিয়ার সাহস বৃদ্ধি এবং পশ্চিমা নেতৃত্বের অভাব ইউক্রেনের পরিস্থিতিকে আরও খারাপ করবে। পশ্চিমা নেতারা মনে করেন, ইউক্রেন এই যুদ্ধ জিততে পারবে না। ফলে সহায়তা কমবে, সামরিক ক্ষয়ক্ষতি ত্বরান্বিত হবে।

রাশিয়া মূলত নিয়ন্ত্রণ চায়, ভূখণ্ড নয়। ডোনাল্ড ট্রাম্প পুনর্নির্বাচিত হওয়ায় সমঝোতার চেষ্টাও বাড়বে। এতে সংঘাত থমকে যাবে যা ইউক্রেনের ভূখণ্ড হারানোর কারণ হতে পারে। তবে এইভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া রাশিয়ার পক্ষে সম্ভব হবে সর্বোচ্চ ১৮ মাস।

জলবায়ু পরিবর্তন: ব্রাজিলে কপ৩০ হবে গুরুত্বপূর্ণ

প্যারিস চুক্তি ও বৈশ্বিক উষ্ণতা ২ ডিগ্রির নিচে রাখার লক্ষ্য নিয়ে মতৈক্য দুর্বল হচ্ছে। ইইউ ও যুক্তরাষ্ট্রের চীনা বৈদ্যুতিক গাড়ির ওপর শুল্ক আরোপের মতো সুরক্ষামূলক নীতি ডিকার্বনাইজেশনে বাধা সৃষ্টি করবে। ইইউ অন্যান্য পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তিতেও শুল্ক আরোপ করতে পারে। যুক্তরাষ্ট্র প্যারিস চুক্তি থেকে সরে আসা, নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে ভর্তুকি হ্রাস জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার আরও বাড়াবে।

নভেম্বরে ব্রাজিলের কপ ৩০ সম্মেলন হবে জলবায়ু পরিবর্তন ঠেকানো, জ্বালানি রূপান্তর এবং প্যারিস চুক্তিকে পুনর্জাগ্রত করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

আন্তর্জাতিক আইন: আদালত কি রাষ্ট্র ও নেতাদের জবাবদিহি নিশ্চিত করতে পারবে?

আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত গত নভেম্বরে নেতানিয়াহু ও পুতিনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে। ২০২৫ সালে এই আদালতের ১২৪টি সদস্যরাষ্ট্রের মধ্যে কারা সে সিদ্ধান্ত কার্যকর করবে, তা দেখার বিষয়। ট্রাম্প এবার যুক্তরাষ্ট্রের বহুপাক্ষিক চুক্তিগুলো এবং প্যারিস জলবায়ু চুক্তিসহ আন্তর্জাতিক চুক্তি অস্বীকার করতে পারেন। এ পরিস্থিতিতে, অন্যান্য দেশ আন্তর্জাতিক আইন রক্ষায় কী প্রতিক্রিয়া জানাবে? দক্ষিণ আফ্রিকার করা ইসরায়েল নিয়ে মামলাটি ২০২৫ সালে চলতে থাকবে।

২০২৫ সালে, আন্তর্জাতিক ন্যায় বিচার আদালত (আইসিজে) রাষ্ট্রগুলোর জলবায়ু বাধ্যবাধকতা, সাইবার অপরাধের বিচার এবং রাষ্ট্রের সাইবার নীতি নিয়ে নতুন নীতিমালা প্রকাশ করবে।

সৌ: প্র: আ:

ইউরোপে মধ্য ডানপন্থার পতনে অতি ডানপন্থার উত্থান

ওয়েন জোন্স

একসময় যাকে 'মধ্য ডানপন্থা' বলা হতো, এ বছরই তার চূড়ান্ত পতন ঘটেছে। এদের কখনোই সুসংগঠিত কোনো রাজনৈতিক দর্শন ছিল না। সাধারণত বড় ব্যবসায়িক স্বার্থের চাহিদাকে প্রাধান্য দেওয়া, তথাকথিত ঐতিহ্যবাহী মূল্যবোধকে সমর্থনের মিশ্রণ ছিল এদের দর্শন। সর্বোপরি, এরা একটা বেষ্টনী তৈরি করার দাবি করত, যাতে আরও চরম কোনো ডানপন্থা রাজনৈতিকভাবে বাড়তে না পারে। কিন্তু এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়নি। ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ নাইজেল ফারাজ দাবি করছেন যে তাঁর জনতুষ্টিবাদী ডানপন্থী রিফর্ম পার্টির সদস্যসংখ্যা এখন টোরিদের চেয়ে বেশি। তা যদি সত্যি হয়, তাহলে ব্রিটিশ ইতিহাসে প্রথমবার কোনো ডানপন্থী দলের সদস্যসংখ্যা কনজারভেটিভ পার্টির সদস্যদের ছাড়িয়ে গেছে। প্রায় দুই দশক আগে, তৎকালীন টোরি নেতা ডেভিড ক্যামেরন 'পাগল, উদ্ভট এবং গোপন বর্ণবাদী' বলে ফারাজকে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু আজ ক্যামেরনের পার্টি তাদের তুলনাতেই পিছিয়ে পড়ল। এই পরিবর্তনের পেছনে কী রয়েছে? এক দশকের বেশি সময় ধরে টোরি অর্থনৈতিক নীতির কারণে যুক্তরাজ্যে জীবনের মান স্থবির হয়েছে। ধ্বংসের মুখে পড়েছে সরকারি অবকাঠামো। নিজেদের সৃষ্ট সমস্যাগুলো সমাধান করতে অনিচ্ছুক টোরি পার্টি বিভাজনমূলক বিষয়গুলো ব্যবহার করে জনসাধারণের মনোযোগ ভিন্ন দিকে সরিয়ে নিয়েছে। দোষ চাপানোর জন্য বলির পাঁঠা তৈরি করেছে। সাবেক প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচারের থ্যাচারবাদ প্রস্তাব করেছিল সরকারি বাড়ি বিক্রি ও বেসরকারীকরণ বাড়াতে। এতে স্বল্প মেয়াদে কিছু সুবিধা হলেও দীর্ঘ মেয়াদে ভয়াবহ ব্যয় বেড়েছিল। তবে তা তখনকার ভোটারদের কিছুটা শান্ত করেছিল। আজ সেই ধরনের কোনো বিকল্প নেই। এর পরিবর্তে টোরি পার্টি এমন একধরনের রাজনীতির অনুকরণে বাধ্য হচ্ছে, যা একসময় তারা অত্যন্ত চরমপন্থী বা অমার্জিত বলে মনে করত।

ডেভিড ক্যামেরন ব্রিটিশ রাজনীতিতে অভিবাসনকে এক বিষাক্ত ব্যাপারে পরিণত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। তিনি ছিলেন ব্রেক্সিটের একজন মূল স্থপতি। টোরি পার্টির সাবেক চেয়ার সাঈদা ওয়ার্সি। তিনি ব্রিটিশ মুসলমানদের নিয়ে ক্যামেরনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী মাইকেল গোভের মতামত নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। লন্ডনের মেয়র পদের জন্য জ্যাক গোল্ডস্মিথের জঘন্য ইসলামোফোবিক প্রচারণা ক্যামেরনের শাসনকালের সময়েই হয়েছিল। ডানপন্থী উগ্রবাদী লিজ ট্রাসকেও ক্যামেরন একসময় কম তোয়াজ করেননি।

যুগান্তকারী ব্রেক্সিটের সময় দেখা গেছে কীভাবে টোরিরা জনতুষ্টিবাদের আশ্রয় নিয়ে যুক্তি-বুদ্ধির অবশিষ্ট প্রতিরোধের প্রাচীর ভেঙে দিয়েছিলেন। থেরেসা মে তাঁর ২০১৬ সালের কুখ্যাত বক্তৃতায়, বরিস জনসনের ডানপন্থী চরমপন্থীদের তোষণ তাতে হাত লাগিয়েছে। লিজ ট্রাস তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্বের পতনের পর মার্কিন ডানপন্থী বক্তাদের জোটে যোগ দিয়েছেন। তবে কেবল ব্রিটেনেই যে এমন ঘটছে তা নয়।

রিপাবলিকান পার্টির ট্রাম্পীয় দখলদারির দিকে নজর দিন। এটি সম্ভব হয়েছিল দলের প্রাতিষ্ঠানিক নেতৃত্ব নিজেই ষড়যন্ত্রবাদ এবং ইসলামভীতি প্রচার করার ফলে। ২০০৯ সালে বারাক ওবামার জন্মসনদ নিয়ে ষড়যন্ত্রতত্ত্ব প্রচারে লিপ্ত হয়েছিলেন লিজ চেনি। সেই চেনিকেই এখন 'মধ্যপন্থী' হিসেবে দেখা হয়।

ইউরোপজুড়ে একই প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। অস্ট্রিয়ার পিপলস পার্টি ২০০০ সালে ডানপন্থী ফ্রিডম পার্টির সঙ্গে প্রথম জোট গঠন করে। ২৪ বছর পর, আরও চরমপন্থী হওয়া ফ্রিডম পার্টি নির্বাচনে প্রথম স্থান অর্জন করে। আর পিপলস পার্টি আরও ডান দিকে সরে গেছে। হাঙ্গেরিতে শাসক ফিদেস পার্টি মধ্য ডানপন্থা থেকে প্রাক্-ফ্যাসিস্টে রূপান্তরিত হয়েছে। ইতালিতে তথাকথিত মধ্য-ডানরা ডানপন্থী নেতৃত্বাধীন সরকারের ছোট অংশীদার।

জার্মানির ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটরা ডান দিকে সরে গেছে আর দেশটির চরম ডানপন্থীরা বাড়ছে।

এমন এক জায়গায় নিয়ে আসতে সাহায্য করেছে সাবেকি সংবাদমাধ্যম কিছু অংশ। বিশেষ করে রুপার্ট মারডকের নেতৃত্বাধীন গণমাধ্যমগুলো। তারা সংখ্যালঘুদের—মুসলিম, অভিবাসী, শরণার্থী ও ট্রান্সজেন্ডারদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়াতে একটানা প্রচারণা চালিয়েছে। আজ ইলন মাস্ক তাঁর প্ল্যাটফর্ম এক্স (পূর্বের টুইটার) ব্যবহার করছেন ডানপন্থী উগ্রবাদ ছড়ানোর অস্ত্র হিসেবে। এত কিছু বলার মানে পুরোনো মধ্য-ডানপন্থী রাজনীতির প্রতি কোনো নস্টালজিয়া প্রকাশ করা নয়। ১৯৮০-এর দশক থেকে তারা ক্রমে 'নিজের দায়িত্বে টিকে থাকা' অর্থনীতি এবং সামরিক হস্তক্ষেপকে উৎসাহিত করেছে। এখন গণতান্ত্রিক আদর্শ আর জনপ্রিয় নয়। অতি চরমপন্থীদের নিয়ে আগের ঐকমত্য পড়েছে ভেঙে।

আটলান্টিকের দুই প্রান্তেই রাজনীতি ও প্রচারমাধ্যমে প্রকাশ্য বিদ্বেষ, ভুল তথ্য ছড়ানো এবং বিরোধীদের জাতির জন্য বিপজ্জনক শত্রু হিসেবে চিত্রিত করার মতো কাজ এখন সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর শেষ কোথায়? এর কোনো সুস্পষ্ট উত্তর নেই। কারণ, মূলধারার ডানপন্থার সীমা এখন আর নিয়ন্ত্রিত নয়। মর্মান্তিক সত্য হলো পশ্চিমা বিশ্ব সম্ভবত এ ধরনের মতাদর্শের ফলাফল না দেখে এ থেকে মুক্তি পাবে না। সামনে এক ভয়াবহ হিসাব-নিকাশ অপেক্ষা করছে।

ওয়েন জোন্স গার্ডিয়ান-এর কলাম লেখক

গার্ডিয়ান থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনূদিত

প্রথম নজর

লালবাঁধের কনকনে ঠান্ডা জলে ২০২৫টি ডুব দিয়ে বর্ষবরণ

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: বিষ্ণুপুরের ঐতিহাসিক লালবাঁধের কনকনে ঠান্ডা জলে ২০২৫ টি ডুব দিয়ে অভিনব বর্ষবরণ স্থানীয় সাঁতারু সদানন্দ দত্তর , উপচে পরা ভির পর্যটকদের।

নরম গরম পানীয়ে চুমুক দিয়ে রাতভর নাচ গান আর হুল্লোড়ে বর্ষবরণ নয়, রীতিমত হাড় কাঁপানো ঠান্ডায় ততোধিক ঠান্ডা দিঘির জলে একটানা ২০২৫ টি ডুব দিয়ে নতুন বছরকে বরণ কতে নিলেন বিষ্ণুপুরের সাঁতারু সদানন্দ দত্ত। লক্ষ্য একদিন না একদিন এভাবেই ডুব দিতে দিতে ছুঁয়ে ফেলবেন ওয়ার্ল্ড রেকর্ডের তকমা। বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর শহরের যুবক সদানন্দর ছোট থেকেই নেশা সাঁতার। ইচ্ছে ছিল বড় হয়ে বড় সাঁতারু হওয়ার। কিন্তু একদিকে পরিবারের অভাব অন্যদিকে সেরমকম প্রশিক্ষণের সুযোগ না মেলায় সদানন্দর স্বপ্ন অধরা থেকে গিয়েছিল। কিন্তু জল নিয়ে তার সাধনা থামেনি। এখন ডুব সংখ্যায় বিশ্ব রেকর্ড স্পর্শ করাই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। আর সে লক্ষ্যেই বাংলা হোক বা ইংরাজি নববর্ষ, বর্ষ সংখ্যার সমান সংখ্যক ডুব দিয়ে নতুন বছরকে বরণ করে নেন ওই যুবক। এবারও তার অন্যথা হলনা। নববর্ষের দুপুরে হাড় কাঁপানো ঠান্ডার মধ্যেই ততোধিক ঠান্ডা লালবাঁধের জল্র একটানা ২০২৫ টি ডুব দিয়ে নতুন বছরকে বরণ করে নিলেন সদানন্দ। সময় লাগলো মোট ৪৫ মিনিট। শীতের দিনে যেখানে ভরদুপুরেও শীতের পোষাক খোলা রীতিমত কষ্টকর, সেখানে লালবাঁধের ঠান্ডা জলে সদানন্দর এমন ২০২৫ টি ডুব দেখতে হাজির ছিলেন অসংখ্য মানুষ। এভাবেই এগিয়ে যেতে যেতে কী কোনোদিন ছুঁয়ে ফেলবেন তাঁর বিশ্বরেকর্ডের স্বপ্ন? বলবে সময়ই। আপাতত সেই রেকর্ডের ভাবনা না ভেবে সদানন্দর অভিনব বর্ষবরণে মশগুল আপামর বিষ্ণুপুর বাসী।

বছরের প্রথম দিনে বাম কংগ্রেস জোটের পঞ্চায়েত হাতছাড়া হয়ে গেল হরিহরপাড়ায়

রাকিবুল ইসলাম ● হরিহরপাড়া

আপনজন: বছরের প্রথম দিনেই বাম কংগ্রেস জোটের পঞ্চায়েত হাতছাড়া হল। পঞ্চায়েত প্রধান, উপপ্রধান সহ আরো ৫ জন পঞ্চায়েত সদস্য এবং পঞ্চায়েত সমিতির একজন সদস্য সহ শতাধিক কর্মী কংগ্রেস ও সিপিএম ছেড়ে বিধায়ক নিয়ামত শেখের হাত ধরে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিলেন। মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া বিধানসভার ১২ টি গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে একটি বিধানসভা তারমধ্যে দশটি পঞ্চায়েত হরিহরপাড়া ব্লকের মধ্যে আর দুটি গ্রাম পঞ্চায়েত বহরমপুর ব্লকের মধ্যে রয়েছে। ২০২৩ সালের গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনে হরিহরপাড়া ব্লকের ১০ টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতি তৃণমূলের দখলে আসে। যদিও বহরমপুর ব্লকের মদনপুর গ্রাম পঞ্চায়েত ও ছয়ঘরি গ্রাম পঞ্চায়েত তৃণমূল কংগ্রেসের হাতছাড়া হয় এবং বাম কংগ্রেস জোটের দখলে থাকে। হরিহরপাড়ার বিধায়ক নিয়ামত শেখের উদ্যোগে এবং তার পরামর্শে বুধবার বছরের প্রথম দিনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবসের দিনে বহরমপুর ব্লকের ছয়ঘরি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধান সহ আরো পাঁচ জন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য ও আরো একজন পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সিপিআইএম কংগ্রেস ছেড়ে বিধায়ক নিয়ামত শেখের হাত ধরে তৃণমূল কংগ্রেসের যোগ দিলেন।। জানাযায় ওই ছয়ঘরি গ্রাম পঞ্চায়েত এর মোট পঞ্চায়েত সদস্য ২৪টি তার মধ্যে আটটি আসনে জয় লাভ করেন তৃণমূল কংগ্রেস। ১৬ টি আসনে জয় লাভ করেন বাম কংগ্রেস, বাম কংগ্রেস জোট সমর্থকের দখলে থাকে পঞ্চায়েত। ১৬ জন সদস্যের মধ্যে আজ হরিহরপাড়ার বিধায়ক নিয়ামত শেখের হাত ধরে কংগ্রেসের প্রতীকে জেতা ছয়ঘরি গ্রাম পঞ্চায়েত এর প্রধান আব্দুস সামাদ ও সিপিআইএমের প্রতীকে জেতা উপ-প্রধান রুহুল শেখ সহ মোট সাতজন পঞ্চায়েত সদস্য ও আরো একজন পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য যোগ দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসে দখলে এল তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত, আর হাতছাড়া হলো বাম কংগ্রেসের। আগামী দিনে মদনপুর গ্রাম পঞ্চায়েত তৃণমূলের দখলে চলে আসবে বলে জানান তৃণমূল নেতৃত্বরা। সদ্য তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদানকারী প্রধান আব্দুস সামাদ বলেন কংগ্রেসে থেকে এলাকার উন্নয়নমূলক কোনো কাজ করতে পারছিলাম না তাই রাজ্য সরকারের উন্নয়নের সামিল হওয়ার উদ্দেশ্যে এবং এলাকার উন্নয়ন করার জন্য হরিহরপাড়ার বিধায়ক নিয়ামত শেখের উন্নয়ন দেখে তার হাত ধরে তৃণমূল কংগ্রেসের যোগ দিলাম বলে জানান।

এদিন উপস্থিত ছিলেন হরিহরপাড়া বিধানসভার বিধায়ক নিয়ামত শেখ, মুর্শিদাবাদ লোকসভার সাংসদ আবু তাহের খান, মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের সদস্য জিল্লার রহমান, বহরমপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আইজুদ্দিন মন্ডল, গুরুদাসপুর অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি বুলবুল শেখ সহ স্থানীয় অঞ্চল তৃণমূল নেতৃত্বরা।

৭৫ বছর পূর্তি উদযাপন করল তেহট্ট হাইস্কুল

আলফাজুর রহমান ● তেহট্ট

আপনজন: ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে তেহট্ট হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত হলো প্লাটিনাম জয়ন্তী উদযাপন । বুধবার সকালে তেহট্ট উচ্চ বিদ্যালয়ের তরফে প্লাটিনাম জয়ন্তী উদযাপনের জন্য বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা শুরু হয় । এদিন সকালে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক ও অভিভাবক সহ প্রাক্তনীদের নিয়ে এই শোভাযাত্রা বের হয় । দুদিনের অনুষ্ঠানে নানা রকম প্রতিযোগিতা, নাটক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস, নদিয়া জেলা সভাধিপতি তারান্নুম মির সুলতানা, তেহট্ট বিধানসভার বিধায়ক তাপস কুমার সাহা, তেহট্ট এসডিও অনন্যা সিং প্রমুখ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবসে ফল বিতরণ

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম শেখ ● বীরভূম

আপনজন: তৃণমূল কংগ্রেসের ২৮ তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে এদিন খয়রাশোল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে এলাকার দশটি অঞ্চল সহ ব্লক তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে দলীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। দলীয় কার্যালয়ে পতাকা উত্তোলনের পর নাকড়াকোন্দা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি থাকা রোগীদের মধ্যে ফলের প্যাকেট ও কম্বল বিতরণ করা হয়। পাশাপাশি দলীয় সমর্থক সহ পথচলতি মানুষজনের মধ্যেও মিষ্টি বিতরণ করা হয়।উপস্থিত ছিলেন খয়রাশোল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের কোর কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক শ্যামল কুমার গায়েন ও মৃনালকান্তি ঘোষ এবং দুই সদস্য কাঞ্চন দে ও উজ্জ্বল হক কাদেরী। তাছাড়াও ছিলেন শিক্ষক সেখ জুলফিকার আলী, বড়রা অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি সেখ জয়নাল, হজরতপুর অঞ্চল সভাপতি প্রলয় ঘোষ, লোকপুর অঞ্চল সভাপতি দীপক শীল সহ অন্যান্য দলীয় কর্মীবৃন্দ।

অযোধ্যা পাহাড়ে পর্যটকদের আকর্ষিত করে জীবিকার খোঁজ আদিবাসীদের

জয়প্রকাশ কুইরি ● পুরুলিয়া

আপনজন: সৌন্দর্য পিয়াসীদের কাছে স্বর্গরাজ্য পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড় । অযোধ্যা পাহাড় শ্রেণিকে ঘিরে থাকা এমন অসংখ্য সুন্দর দ্রষ্টব্য রয়েছে এখনও। সুন্দরী অপরূপ পাহাড়ের এই প্রকৃতিতে পর্যটক আকর্ষণ করে নিজেদের জীবিকার খোঁজ করছেন স্থানীয় আদিবাসী সম্প্রদায়ের বেশ কিছু মানুষজন । প্রকৃতিকে ছুঁতে চাইলে যোগাযোগ করতে পারেন এদের সঙ্গে ।

এদের কাছেই মিলবে পথের দিশা ও সঠিক পরামর্শ।বছরের প্রথম দিনে হাড় কাঁপানো শীতকে উপেক্ষা করেই পিকনিকের আমেজে বর্ষবরণে মেতে উঠল পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়।

এদিন ভিন্ন জেলার পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী ঝাড়খণ্ড রাজ্য থেকে আগত পর্যটকদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। জেলার পিকনিক স্পট ও পর্যটনকেন্দ্র গুলিতে আসা পর্যটকদের নিরাপত্তার জন্য সকাল থেকে প্রশাসনের তরফে পর্যাপ্ত পুলিস ও সিভিক ভলান্টিয়ার দিয়ে মুড়ে ফেলা হয়েছিল ।

এদিন সকাল থেকেই অযোধ্যা পাহাড় সহ পুরুলিয়া জেলার অন্যান্য পিকনিক স্পটগুলিতে কার্যত তিল ধারণের জায়গা ছিল না।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অযোধ্যা পাহাড়তলির লহরিয়া এলাকায় এদিন ভোর বেলা থেকে পর্যটকরা বাসে করে আসতে শুরু করেন। শুধুমাত্র ওই এলাকাতেই পর্যটকদের শতাধিক বাস রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসে।

এছাড়াও আপার ড্যাম এলাকাতেও এদিন অসংখ্য ছোট গাড়ি করে জেলার বিভিন্ন প্রান্তের বাসিন্দারা এসে পিকনিকে মেতে ওঠেন। অযোধ্যা পাহাড় ছাড়াও জয়চণ্ডী পাহাড়, গড়পঞ্চকোট, ঝালদার নরাহাড়া জলাধার, সহ জেলার বিভিন্ন প্রান্তের পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো।

পাশাপাশি পুরুলিয়া শহর সংলগ্ন কাঁসাই নদীর একাধিক জায়গায়ও স্থানীয় বাসিন্দারা পিকনিকে মেতে ওঠেন।

সব মিলিয়ে বছরের প্রথম দিন উৎসবের চেহারা নেয় পিকনিক স্পটগুলি।

ঝাড়খণ্ড থেকে আসা এক পর্যটক নিতেশ কুমার বলেন, প্রাকৃতিক মনোরম পরিবেশে ঘেরা অযোধ্যা পাহাড় পর্যটকদের কাছে বিশেষ আকর্ষণ । পাহাড়ের বেশ কয়েকটা জায়গা ঘিরে খুব আনন্দ পেলাম । এদিন সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত পাওয়া খবর অনুযায়ী কোথাও কোনও রকম অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।

ওয়েস্ট কলকাতা মাল্টি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের সূচনা

আবদুল হাফিজ খান ● হাওড়া

আপনজন: নতুন বছরের শুভ মুহূর্তে ২০২৫ কে স্বাগত জানিয়ে এলাকার মানুষের সুবিধার্থে হাওড়ার ওয়েস্ট কলকাতা মাল্টি স্পেশালিটি হসপিট্যালে অতিরিক্ত আরও পরিষেবা সমূহের উদ্বোধন হয়ে গেল বুধবার। ফিতে কেটে উদ্বোধন করলেন-পশ্চিম বঙ্গ মাইনোরিটি কমিশনের চেয়ারম্যান- আহমদ হাসান ইমরান। ইনডোর এডমিশন, ডে কেয়ার সুবিধা, বিভিন্ন ধরনের অপারেশনের সুবিধা যুক্ত হল এই পরিষেবা সমূহে। এছাড়াও ওয়েন্ট কলকাতা মাল্টি স্পেশালিটি হসপিট্যালের তত্ত্বাবধানে ওয়েস্ট কলকাতা চ্যারিটেবল ট্রাস্ট পরিচালিত চ্যারিটেবল আই সেন্টারও চলে এখানে। পরবর্তীতে চক্ষু অপারেশন ও ডায়ালিসিস-এর পরিষেবাও চালু হবে বলে হসপিটাল সূত্রে জানা যায়। সমস্ত পরিষেবাই চলছে হাওড়া খেজুরতলা বাসস্টপ, মুন্সিডাঙ্গা গাজী পাড়া, ইজতেমা মসজিদের সামনে।

এদিন ডা. আবিদ হোসেন জানান, বিনা পয়সায় চিকিৎসা করা যাবেনা। কিন্তু বিনা চিকিৎসায় এখান থেকে কেউ ফিরে যাবেনা। তবে ন্যায্য খরচটুকুই এখানে ধার্য্য করা হয়। আর দুঃস্থ অসহায় মানুষদের চিকিৎসা কোনো সহৃদয় ব্যক্তির আর্থিক সহায়তায় অথবা ওয়েস্ট কলকাতা চ্যারিটেবল ট্রাষ্টের মাধ্যমে তার যথাযথ চিকিৎসা করা হবে। এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডোমজুরের বিধায়ক- কল্যাণ ঘোষ, সমাজসেবী সেখ নিজামউদ্দিন, ডাঃ এম. এন. হক, ডব্লুবিএসইআরসি-র সম্পাদক আরসাদ হোসেন ওয়ারমসি, ডা. আম্বিয়া প্রমুখ।

বারুইপুরে তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবস

বাবলু প্রামানিক ● বারুইপুর

আপনজন: বারুইপুর পশ্চিমে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাংগঠনিক কার্যালয়ে ২৮তম প্রতিষ্ঠা দিবসের মঙ্গলবার দলীয় পতাকা উত্তোলন করলেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধ্যক্ষ ও বারুইপুর পশ্চিমের বিধায়ক বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রাক্তন সংসদ শুভাশিস চক্রবর্তী ,জেলা পরিষদের কর্মদক্ষ মৎস্য ও প্রাণী দপ্তর জয়ন্ত ভদ্র, পৌর পিতা তাপস ভদ্র বারুইপুর পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান গৌতম কুমার দাস । দলীয় পতাকা উত্তোলন করার মধ্য দিয়ে দলের ২৮ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করেন। জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ জয়ন্ত ভদ্র বলেন, আগামী ২০২৬ এ চতুর্থ বারের জন্য রাজ্যের মা মাটি মানুষের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী শপথ গ্রহণ করবেন।

রিয়াজুল উলুমে বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● করণদিঘী

আপনজন:উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘী ব্লকের অন্তর্গত নারীঘাটার নিকটবর্তী মাদ্রাসা রিয়াজুল উলুম ঝাড়ি বারহাসে অনুষ্ঠিত হল বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এই অনন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক এ আয়োজন কেবলমাত্র পড়াশোনার গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং ছাত্রছাত্রীদের মেধা ও সৃজনশীলতা প্রকাশের এক বিশেষ ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় মনোমুগ্ধকর কিরাত পরিবেশনের মাধ্যমে। এরপর গজল, বক্তব্য এবং কুইজ প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে জমে ওঠে অনুষ্ঠানের পরিবেশ। প্রথম শ্রেণি থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন উপস্থাপনার মাধ্যমে তাদের প্রতিভার পরিচয় দেন। এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা ছাড়াও তাদের সাংস্কৃতিক এবং নৈতিক বিকাশের দিকটি তুলে ধরার সুযোগ পায়।

গৌড়-আদিনার ডিয়ার পার্কে নববর্ষে পিকনিকের ধুম

দেবাশীষ পাল ● মালতা

আপনজন:ইংরেজি নতুন বছর বর্ণের পাশাপাশি রাতভর চলল মালদা জেলা জুড়ে কার্নিভালের উৎসব। বছরের নতুন সকাল হতেই শুরুতেই জমে উঠেছে পিকনিকের আমেজ। মালদহের পর্যটন কেন্দ্র গুলির মধ্যে অন্যতম গৌড় ও আদিনা ডিয়ার পার্ক। নতুন বছরে মালদহের আদিনা ডিয়ার পার্কের পার্শ্ববর্তী ময়দান জুরে চলছে জমজমাট বনভোজন। কেউ এসছেন পরিবারের সাথে কেউবা বন্ধু বান্ধবের সাথে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকেও মালদা জেলা সহ পার্শ্ববর্তী জেলা উত্তর দিনাজপুর দক্ষিণ দিনাজপুর থেকে পর্যটকরা পিকনিকের জন্য ভিড় করেছেন আদিনা ডিয়ার পার্ক পার্শ্ববর্তী ময়দানে। চলছে আনন্দ উল্লাস সাথে খাওয়া-দাওয়া রান্নাবান্না সঙ্গে নাচ গান। বছর শুরুতেই অনুকূল পরিবেশে গায়ে শীতের রোদ মেখে আনন্দ উপভোগ করছেন পর্যটকরা।

দুস্থদের মাঝে কম্বল বিতরণ কৃষক সংগঠনের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ভাঙড়

আপনজন: এই শীতে শীতার্ত মানুষের পাশে এগিয়ে এসেছে বঙ্গ কৃষি অ্যাসোসিয়েশান পক্ষ থেকে শীতার্ত মানুষে মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। এদিন শীতার্ত অসহায়-দরিদ্রদের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়।

ভাঙড়ের শোনপুর খালধার এলাকার আশুরা বিবি ,আসতালি মোল্লা, রাজ আলি মোল্লা সাত্তার সেখ , নিতাই পারুই, কম্বল পেয়ে খুশি। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গ কৃষি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি কাশেম আলী, সহ-সভাপতি রিঙ্কু মোল্লা, সম্পাদক জসীমউদ্দীন ও সংগঠনের সদস্যরা।

প্রতিষ্ঠা দিবসে নতুন অফিসের উদ্বোধন তৃণমূলের

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: বুধবার জয়নগর থানার উত্তর দূর্গাপুর পঞ্চায়েতের কাকাপাড়ায় তৃনমূল কংগ্রেসের দলীয় অফিসের উদ্বোধন, কম্বল বিতরণ ও তৃণমূল কংগ্রেসের ২৮ তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হল। উপস্থিত ছিলেন জয়নগরের সাংসদ প্রতিমা মন্ডল, জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ হাসনাবানু শেখ, জেলা পরিষদ সদস্য খান জিয়াউল হক, আনিসুল আলম মোল্লা, উৎপল নস্কর, বহড়ু ক্ষেত্র গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মতিবুর রহমান লস্কর, গড়দেওয়ানি পঞ্চায়েতের উপ প্রধান প্রতিনিধি সালাউদ্দিন শেখ,মতিউর সেখ,সেলিম লস্কর, জাহাঙ্গীর লস্কর প্রমুখ।

আধুনিক শিক্ষার প্রসারে দৃষ্টান্ত সৃষ্টি সাহাবাজপুরের প্রকৃত মিশনের

নাজমুস সাহাদাত ● কালিয়াচক

প্রকৃত মিশনের প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক বাদশা মিঞা

আপনজন: কালিয়াচকে সুনামের সাথে শিক্ষার আলোড়ন তৈরি করে চলেছে সাহাবাজপুরের প্রকৃত মিশন। এই প্রকৃত মিশন বিগত কয়েক বছরে শুধু কালিয়াচক নয় গোটা জেলাজুড়ে খ্যাতি লাভ করেছে। জানা যায়, এই প্রকৃত মিশন থেকে প্রতি বছর রাজ্যের সেরা প্রতিষ্ঠান তথা আল আমিন মিশন, রামকৃষ্ণ মিশন এবং কালিয়াচক তথা মালদা জেলার সেরা প্রতিষ্ঠান টার্গেট পয়েন্ট (আর) স্কুলের মত প্রতিষ্ঠানে মেধা যাচাই পরিক্ষায় সেরা স্থানের তালিকায় প্রকৃত মিশনের শিক্ষার্থীরা উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে চলেছে। নতুন শিক্ষাবর্ষে রামকৃষ্ণ মিশন (মালদা) প্রবেশিকা পরিক্ষায় ১৪ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে ৯ জন উত্তীর্ণ হয় এবং প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও ষষ্ঠ স্থান লাভ করে প্রকৃত মিশনের শিক্ষার্থীরা। আরও টার্গেট পয়েন্ট (আর) স্কুলের মেধা যাচাই পরিক্ষায় ২৯ জন ছাত্রছাত্রী পরিক্ষা দিয়ে ২৩ জন উত্তীর্ণ হয় এবং প্রথম দশের মধ্যে ৫ জন পরিক্ষার্থী স্থানলাভ করে এবং আল আমিন মিশনের ভর্তি প্রবেশিকা পরিক্ষাতেও ৮ জনে ৭ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। এছাড়াও ২০২৩ সালে প্রকৃত মিশনের ছাত্র পুষ্পেন্দু মন্ডল আইডিয়াল ট্যালেন্ট সার্চ পরিক্ষায় মালদা জেলায় প্রথম স্থান অধিকার করে। প্রতি বছরই এই খ্যাতনামা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে নজর কাড়া ফলাফল করে থাকেন প্রকৃত মিশনের ছাত্রছাত্রীরা। এই প্রকৃত মিশন এক দশক পেরিয়ে নতুন শিক্ষাবর্ষে আরও জোরদার ভাবে পঠনপাঠন দিতে প্রস্তুত মিশন কর্তৃপক্ষ। প্রকৃত মিশনের প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক বাদশা মিঞা জানান, ২০১৩ সালে আমি এই প্রকৃত মিশন প্রতিষ্ঠা করি। এখানে লোয়ার শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের পঠনপাঠন দেওয়া হয়। এটি মূলত সাহাবাজপুর তথা কালিয়াচক এবং কি মালদা জেলার প্রতিটা শিশু সন্তান যেন প্রাথমিক শিক্ষা ভালোভাবে নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে এটাই আমার উদ্দেশ্য। বহু প্রচেষ্টার ফলে এবং অনেকটা বাধা বিঘ্ন পেরিয়ে আজকে আমার প্রকৃত মিশনের ছাত্ররা বিভিন্ন জায়গায় ভালো ফলাফল করেছে। তার ফল স্বরূপ নতুন শিক্ষাবর্ষে রামকৃষ্ণ মিশনে নয়জন ছাত্রছাত্রী উত্তীর্ণ হতে পেরেছে। এছাড়াও টার্গেট পয়েন্ট এর মত ভালো স্কুলে দশ র‌্যাঙ্কের মধ্যে প্রকৃত মিশনের পাঁচজন স্থান পেয়েছে। এইভাবে প্রতিটা স্কুলেই ভালো ফলাফল করেছে। এতে আমাদের খুবই ভালো লাগে আর এটাই কামনা ছিল। এছাড়াও তিনি বলেন, আমি যেন সমাজের কিছু করতে পারি এই কামনা বাসনা নিয়েই স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলাম সেটাই আজকে সফল হয়েছে এবং আমার খুব ভালো লাগছে। আমাদের স্কুলে বর্তমানে স্থায়ী ১৫ জন ও অস্থায়ীভাবে ৫ জন শিক্ষক শিক্ষিকা এবং প্রায় ২৫০ জন ছাত্রছাত্রী রয়েছে।

রাজস্থান থেকে উদ্ধার হল ক্যানিংয়ের নাবালক

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং

আপনজন: ইংরাজী নববর্ষের প্রাক্কালে এলে সাফল্য। খোদ রাজস্থান থেকে এক নাবালককে উদ্ধার করলো ক্যানিং থানার পুলিশ।পুলিশ ও স্থানীয় সুত্রের খবর, ক্যানিং থানার অন্তর্গত দাঁড়িয়া পঞ্চায়েতের নারায়ণগড় দোলতলা গ্রাম। গ্রামেই বসবাস করেন সামসুদ্দিন মন্ডল।স্ত্রী মারা গিয়েছে। এক ছেলে কে নিয়ে সংসার।গত ২০২৩ এর ১৭ আগষ্ট বছর পনেরো বয়সের মসিউর রহমান মন্ডল স্থানীয় বাজারে গিয়েছিল।আর বাড়িতে ফেরেনি। পরিবারের সদস্যরা বিস্তর খোঁজাখুঁজির পর,না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়ে। অবশেষে ওই দিনই ক্যানিং থানা নিখোঁজ অভিযোগ দায়ের করে।পুলিশ ঘটনার তদন্তে নামে। ইতিমধ্যে মোসিউর রহমানের পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে ছবি পোষ্ট করে খোঁজ-খবর শুরু করে। অবশেষে ১৬ ডিসেম্বর ২০২৪ এ সামাজিক মাধ্যমের বার্তা থেকে জানতে পারে মসিউর বহমান মন্ডল নামে ওই নাবালক রাজস্থানের 'নানতা' নামক একটি হোমে রয়েছে। কথা হয় ভিডিও কলের মাধ্যমে। এমন খবর পৌঁছায় ক্যানিং থানার পুলিশের কাছে। সঠিক খোঁজখবর করে নাবালকের পরিবার পরিজনদের সাথে নিয়ে ২০২৪ এর ২৭ ডিসেম্বর ক্যানিং থানার পুলিশ রওনা দেয় রাজস্থানের উদ্দেশ্যে। রাজস্থানের নানতা'র এক হোম থেকে ওই নাবালককে উদ্ধার করে। ৩১ ডিসেম্বর রাতে ক্যানিং ফিরে আসে। ওই নাবালকের শারীরিক পরীক্ষার জন্য রাতেই ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। শারীরিক পরীক্ষার পর ফুলতলা হোমে পাঠানো হয়। পাশাপাশি সরকারী নিয়মবিধি মেনে মসিউর রহমান মন্ডলকে তার পরিবারে হাতে তুলে দেওয়ার জন্য শুরু হয়েছে প্রক্রিয়া। অন্যদিকে হারিয়ে যাওয়া নাবালক সন্তানের খোঁজ পেয়ে ক্যানিং থানার পুলিশকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছে নাবালকের পরিবার। তারএক আত্মীয় মোকাবর পুরকাইত জানিয়েছেন, 'বাজারের যাওয়ার নাম করে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল ১৭ আগস্ট ২০২৩। মসিউর আর বাড়িতে ফেরেনি। সেখান থেকে সাঁতরাগাছি হয়ে রাজস্থান গামী ট্রেনে চেপে বসেছিল।পরে রাজস্থানের টিকিট পরীক্ষকের হাতে ধরা পড়ে। ঠাঁই হয় হোমে।

৫ কিলো রুপোর মুকুট কাজল সেখকে

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: বীরভূম জেলায় নানুর বিধানসভার অন্তর্গত বাসাপাড়ায় তৃণমূলের প্রতিষ্ঠাতা দিবস উপলক্ষে মিলনমেলার শুভ উদ্বোধন। সকাল থেকে নানুর বাসা পাড়ায় একটি পদযাত্রায় কয়েক হাজার হাজার মানুষ পা মিলিয়ে ছিলেন। পরে বাসাপাড়ায় শহীদদের প্রতি সমবেদনা জানানো হয় । পদযাত্রা পর তৃণমূলের দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন বীরভূম জেলার সভাধিপতি কাজল শেখ। অনুষ্ঠানের শুরুতেই সকলকে উত্তরীয় পুষ্পস্তবক ও মেমেন্টো দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। এছাড়াও মূল মঞ্চে কাজল শেখ কে বিশেষভাবে বরণ করেন কর্মীরা তাকে রুপোর ৫ কেজি মুকুট দিয়ে সম্বোধন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বোলপুরের সংসদ অসিত মাল ,নানুরের বিধায়ক বিধানচন্দ্র মাঝি নানুর ব্লক সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য , বোলপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কাজী আব্দুল হানিফ সহ অন্যান্য কর্মীবৃন্দ।

দাওয়াত
الدعوة

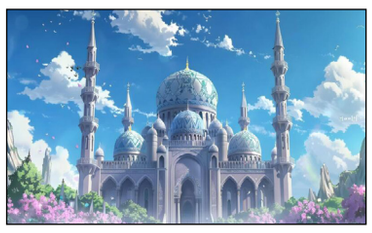

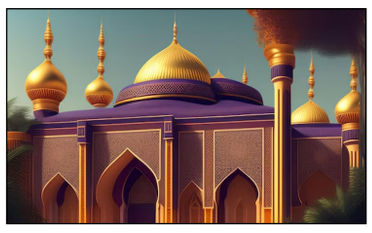

- ২০২৪ সালে মুসলিম বিশ্বের যাঁদের হারালাম
- শীতকালে রাসূল সা.-এর ৫ আমল
- ইসলামে সমাজসেবা ও সমাজকল্যাণ
- লোক-দেখানো কাজ আল্লাহর খুব অপছন্দ

আপনজন ■ বৃহস্পতিবার ■ ২ জানুয়ারি, ২০২৫

আসুন, কুরআনের পাঠক হই

মোঃ আবুল বাশার

আমরা কুরআনের তিলাওয়াত শুনি। কুরআনের আলোচনা শুনি। কিন্তু ক'জন আছি যারা কুরআন পড়ি বা কুরআন পড়তে জানি? নিঃসন্দেহে কুরআনের শ্রোতার চেয়ে পাঠক কম। কুরআন মাজিদ পড়তে জানা মানুষের সংখ্যা আরো কম। কুরআন মাজিদ পড়তে জানেন, পঠিত বিষয়ের অর্থ জানেন এমন মানুষের সংখ্যা তার চেয়েও কম। তাহলে এ কথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে, যারা অর্থসহ কুরআন পড়তে জানেন তারা অন্যদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ। তারা সর্বাধিক সম্মানিত। তাদের সম্মান স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই দিয়েছেন সর্বাগ্রে। তিনি বলেন-'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার ও যাদেরকে (কুরআনের) জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দেন।' (সূরা মুজাদালা, আয়াত ১১)

কুরআন পড়া বুঝাতে দুটি পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে- এক. কিরাত, দুই. তিলাওয়াত। কিরাত মানে পড়া, পাঠ করা, আবৃত্তি করা। আর তিলাওয়াত শব্দের অর্থ আবৃত্তি করা, আলো গ্রহণ করা ও আলো দান করা, অনুসরণ করা, পিছে পিছে চলা, প্রকাশ করা, গোপন না করা, বর্ণনা করা। অতএব বলা যায় যে, যিনি কুরআন পাঠ বা তিলাওয়াতের মাধ্যমে নিজ অন্তরকে আলোকিত করেন এবং এই আলো বিতরণের মাধ্যমে অন্যের হৃদয়কেও আলোকিত করেন তিনি যথার্থ পাঠক বা কারী।

আমাদের সমাজে যারা কুরআনের পাঠক আছেন তাদের চার ভাগে ভাগ করা যায়-

এক. সওয়াব অর্জনকারী পাঠক

কিছু মানুষ আছে যারা কুরআন পড়ে সওয়াব অর্জনের জন্য। অর্থ জানার কোনো প্রয়োজন আছে এটা তারা মনে করেন না। তারা জানেন কুরআন পড়লে যেহেতু প্রতি হরফে ১০টি করে নেকি পাওয়া যায়, সুতরাং অর্থ পড়ার কী দরকার? এ কারণে তারা খতমের পর খতম কুরআন পড়েন, অর্থের দিকে কোনো নজর দেন না। সন্তানকে কুরআনের হাফেজ বানানোর নিয়ত করেন কিন্তু আলেম বানানোর কোনো গুরুত্ব তাদের কাছে নেই। আসলে তারা জানেন না যে, শুধু সওয়াব অর্জনের জন্য কিংবা হাফেজ বানানোর জন্য কুরআন নাজিল হয়নি। যদি শুধু সওয়াব অর্জনের জন্য কুরআন নাজিল হতো তাহলে তার জন্য ২৩ বছর ধরে নাজিল করার কোনো প্রয়োজন ছিল না। এক দিনেই সমস্ত কুরআন নাজিল করলে হতো। তা ছাড়া মন্ত্র পাঠের মতো কুরআন পাঠ করলে কোনো নবী-রাসূল বা কোনো মুসলমান কখনো কোনো প্রকার বিরোধিতার সম্মুখীন হতেন না।

দুই. বিপদ মুক্তিকামী পাঠক

আরো কিছু মানুষ আছেন যারা কুরআন পড়েন বিপদ আপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য। এরা মনে করেন কুরআন পড়ে ফুঁ দিলে কিংবা কুরআনের আয়াত কাগজে লিখে তাবিজ বানিয়ে ঝুলিয়ে রাখলেই মুশকিল আসান। অবশ্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআনের আয়াত পড়ে ঝাড়ফুঁক করার অনুমতি দিয়েছেন। তবে তাবিজ ঝুলাতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন- 'যে ব্যক্তি তাবিজ ঝুলালো, সে শিরক করল।' ঝাড়ফুঁক করলে যে উপকার হয় তা আমি কিছু উদাহরণ দিয়ে বুঝাতে চাই। ধরুন আপনি বসে আছেন এমন সময় পিঠ চুলকানো শুরু করল। পিঠের এমন জায়গায় চুলকাচ্ছে যেখানে আপনার হাত পৌঁছাচ্ছে না। তখন কী করবেন? নিশ্চয়ই হাতের কাছে যা আছে তাই দিয়ে চুলকাবেন। মনে করুন, হাতের কাছে একটা কলম পেয়ে গেলেন। সাথে সাথে কলমের পিছন পাশ দিয়ে চুলকিয়ে নিলেন। কিছুক্ষণ পর কান চুলকাতে লাগল। কী করবেন ভেবে পাচ্ছেন না? হঠাৎ মনে হলো, তাই তো, কলমের ক্যাপ আছে তো! কলমের ক্যাপের চিকন অংশ দিয়ে কান চুলকিয়ে নিলেন। মনে মনে বললেন- যাক, একটু স্বস্তি পাওয়া গেল। এবার খেয়াল করুন, যে কলম দিয়ে আপনি পিঠ চুলকালেন ওই কলম কিন্তু পিঠ চুলকানোর জন্য বানানো হয়নি। কলমের ক্যাপটিও কান চুলকানোর জন্য তৈরি করা হয়নি। আসলে কলম তৈরি করা হয়েছে লেখার জন্য আর কলমের ক্যাপ তৈরি করা হয়েছে কলমকে সংরক্ষণ করার জন্য। ঠিক তেমনি কুরআন মাজিদের আয়াত পড়ে ঝাড়ফুঁক করার মাধ্যমে বিকল্প কিছু উপকার পাওয়া যায় বটে কিন্তু কুরআন নাজিলের মূল উদ্দেশ্য এটা নয়।

তিন. স্বার্থবাদী বা সুবিধাবাদী পাঠক

সমাজে আরো কিছু পাঠক আছেন যারা কুরআন পড়তে জানেন এবং অর্থও জানেন। কিন্তু তারা তাদের স্বার্থের অনুকূলে যেসব আয়াত আছে সেগুলো পড়েন এবং মানেন। আর যে আয়াত তার স্বার্থের প্রতিকূলে সেগুলো পড়েন না, অন্য কেউ পড়লে তা সহ্যও করতে পারেন না। সুযোগ পেলে বিরোধিতাও করেন। এদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজিদে উল্লেখ করেছেন- 'তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশ মানবে আর কিছু অংশ অস্বীকার করবে? যারা এ কাজ করবে তার প্রতিদান হিসেবে দুনিয়ায় তাদের জন্য রয়েছে অপমান ও লাঞ্ছনা আর কিয়ামতের দিন কঠিন আজাবের দিকে ধাবিত হবে।' (সূরা বাকারা, আয়াত -৮৫)

চার. অর্থ জেনে মান্যকারী পাঠক

কুরআন নাজিলের মূল উদ্দেশ্য জেনে যারা কুরআন পাঠ করেন তারাই আসল পাঠক। কুরআন নাজিলের উদ্দেশ্য সম্পর্কে মহান আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন- 'তিনি সেই সত্তা, যিনি উম্মি বা মূর্খদের মধ্য থেকে রাসূল প্রেরণ করেছেন তিনি তাদেরকে তার আয়াত তিলাওয়াত করে শুনাবেন, তাদেরকে সংস্কারের মাধ্যমে পবিত্র করবেন, তাদেরকে কিতাব ও হিকমাত তথা জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেবেন।' (সূরা জুময়া, আয়াত-২) মহান আল্লাহ আরো বলেন, 'যাদের আমি কিতাব দিয়েছি তাদের মধ্যে যারা হক আদায় করে তা তিলাওয়াত করে তারাই এর প্রতি ঈমান রাখে। আর যারা এটা অস্বীকার করে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।' (সূরা বাকারা, আয়াত-১২১) তাফসিরে ইবনে কাছিরে হক আদায় করে কুরআন তিলাওয়াত করা বলতে চারটি কাজকে বুঝানো হয়েছে। এক. কুরআন পড়তে জানা, দুই. পঠিত বিষয়ের অর্থ জানা, তিন. জানা বিষয়ে আমল করা এবং চার. জানা বিষয় অন্যের মাঝে প্রচার করা।

কুরআন না পড়ার পরিণতি

কুরআন শিক্ষা করা ফরজ। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আমি সূরা নাজিল করেছি এবং তা ফরজ করেছি। (সূরা নূর : ১) কুরআন না শিখে এটাকে এড়িয়ে চলা কবিরা গুনাহ। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যে আমার আয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে তার জন্য দুনিয়ার জীবন হবে সঙ্কীর্ণ/সঙ্কটাপন্ন। আর আমি তাকে কিয়ামতে অন্ধ করে উঠাব। সে বলবে, হে আমার রব! আজ আমাকে অন্ধ করে উঠালে কেন? আমি তো চক্ষুষ্মান ছিলাম। আল্লাহর পক্ষ থেকে বলা হবে এভাবেই তোমার কাছে (তোমার চোখের সামনে) আমার আয়াত এসেছিল। তুমি যেভাবে তা ভুলে গিয়েছিলে ঠিক সেভাবেই আজকেও ভুলে যাওয়া হবে। (সূরা তোয়াহা : ১২৪-১২৬)

কুরআন শেখা কি খুবই কঠিন?

না, কুরআন শেখা মোটেও কঠিন নয়। অত্যন্ত সহজ। পৃথিবীর সকল ভাষার মধ্যে কুরআনের ভাষা শেখা সবচেয়ে সহজ। আল্লাহ তায়ালা নিজেই এর ঘোষণা দিয়েছেন এভাবে- 'আমি কুরআনকে শেখার জন্য সহজ করে দিয়েছি। শিক্ষা গ্রহণ করার মতো কেউ আছে কি?' (সূরা কামার, আয়াত- ১৭, ২২, ৩২, ৪০) তা ছাড়া সূরা মারিয়াম আয়াত-৯৭, সূরা দুখান, আয়াত-৫৮ তেও কুরআন শেখা সহজ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সহজ বলেই পৃথিবীব্যাপী লক্ষ কোটি কুরআনের হাফেজ পাওয়া যায়। কেউ যদি একটু মনোযোগ দিয়ে মাত্র এক ঘণ্টা সময় ব্যয় করেন তাহলে মাত্র সাত দিনে কুরআন পড়া শিখে ফেলতে পারেন। কারো যদি দুই বা তিন সপ্তাহ লাগে তাতে সমস্যা কী? জীবন থেকে তো কত শত দিন, সপ্তাহ, মাস আর বছর চলে গেল! যে সময় চলে গেছে তা থেকে শত চেষ্টা করেও কি একটা দিন ফিরিয়ে আনা যাবে? না। এক সেকেন্ডও ফিরিয়ে আনা সম্ভব না। তাই আসুন, এখনই সময় কুরআন শেখার। শুরু করে দিন।

মানবজীবনে মিথ্যার কুপ্রভাব

মুহাম্মদ মর্তুজা

মিথ্যাকে বলা হয় সব পাপের জননী। মুনাফিকের অন্যতম অভ্যাস। কোনো মিথ্যা হাজারো মিথ্যার জন্ম দেয়। মিথ্যা প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে মানুষ হাজারো পাপে লিপ্ত হয়। নিম্নে মানবজীবনে মিথ্যার কিছু কুপ্রভাব তুলে ধরা হলো–

মানসিক শান্তি কেড়ে নেয়

মিথ্যা মানুষের মানসিক শান্তি কেড়ে নেয়। মানুষকে সার্বক্ষণিক দ্বিধাদ্বন্দ্বে ফেলে রাখে। তাই শান্তিময় জীবনের জন্য মিথ্যা ত্যাগ করা জরুরি। হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে, আবুল হাওরা আস-সাদি (রহ.) থেকে বর্ণিত,

তিনি বলেন, হাসান ইবনু আলী রা.-কে আমি প্রশ্ন করলাম, আপনি রাসূলুল্লাহ সা.-এর কোন কথাটা মনে রেখেছেন? তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা.-এর এই কথাটি মনে রেখেছি–'যে বিষয়ে তোমার সন্দেহ হয়, তা ছেড়ে দিয়ে যাতে সন্দেহের সম্ভাবনা নেই তা গ্রহণ করো।

যেহেতু, সত্য হলো শান্তি ও স্বস্তি এবং মিথ্যা হলো দ্বিধা-সন্দেহ।' (তিরমিজি, হাদিস : ২৫১৮)

অন্তরকে রোগাক্রান্ত করে

মিথ্যা অন্তরকে রোগাক্রান্ত করে। যে রোগ মানুষকে হক থেকে বঞ্চিত করে এবং জাহান্নাম পর্যন্ত নিয়ে যায়। পবিত্র কুরআনে মুনাফিকদের এই রোগের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন, 'আর মানুষের মধ্যে কিছু এমন আছে, যারা বলে, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি এবং শেষ দিনের প্রতি, অথচ তারা মুমিন নয়।

তারা আল্লাহকে এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে ধোঁকা দিচ্ছে। অথচ তারা নিজদেরই ধোঁকা দিচ্ছে এবং তারা তা অনুধাবন করে না। তাদের অন্তরে আছে ব্যাধি, অতঃপর আল্লাহ তাদের ব্যাধি বাড়িয়ে দিয়েছেন আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি, কারণ তারা মিথ্যাবাদী।' (সূরা : বাকারাহ, আয়াত : ৮-১০)

জীবন সংকুচিত করে দেয়

বাহ্যিকভাবে মিথ্যুকদের অনেক সফল মনে হলেও মূলত তারা বঞ্চিত ও ব্যর্থ। কারণ হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে, আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, মাতা-পিতার সঙ্গে সদাচরণ দীর্ঘায়ু হওয়ার কারণ।

মিথ্যাচারিতা জীবিকা সংকুচিত করে দেয় এবং দোয়া দ্বারা ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটে।

(আত তারগিব ওয়াত তারহিব, হাদিস : ৪৪৮৮)

ফেরেশতারা দূরে সরে যায়

যারা মিথ্যা বলে, ফেরেশতারা তাদের এই মিথ্যার দুর্গন্ধে তাদের থেকে দূরে সরে যায়। হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে, হজরত ইবন উমার রা. সূত্রে নবী সা. বলেছেন, বান্দা যখন মিথ্যা কথা বলে, ফেরেশতারা তার কাছ থেকে দুর্গন্ধের কারণে এক মাইল দূরে চলে যায়। (আত তারগিব ওয়াত তারহিব, হাদিস : ৪৪৮৯)

হাদিসটির সনদ নিয়ে অনেকেই সন্দেহ পোষণ করলেও ইমাম তিরমিজি (রহ.) বলেন, হাদিসটি হাসান।

হিদায়াত থেকে বঞ্চিত হয়

যারা অধিক মিথ্যা বলে এমন সীমা লঙ্ঘন করে মহান আল্লাহ তাদের হিদায়াত থেকে বঞ্চিত করেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে হিদায়াত দেন না, যে সীমা লঙ্ঘনকারী, মিথ্যাবাদী।' (সূরা : মুমিন, আয়াত : ২৮)

আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত করে

মিথ্যাবাদী আল্লাহর অপছন্দের পাত্র। এ জন্যই মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় হাবিবকে খ্রিস্টানদের অতিরঞ্জিত মিথ্যা তথ্য প্রদান ও তর্কের মোকাবেলায় মুবাহালার শিক্ষা দেন। মুবাহালার অর্থ হলো, দুই পক্ষের একে অপরের প্রতি অভিসম্পাত করা। অর্থাৎ দুই পক্ষের মধ্যে কোনো বিষয়ের সত্য ও মিথ্যা হওয়ার ব্যাপারে তর্কবিতর্ক হলে এবং দলিলাদির ভিত্তিতে মীমাংসা না হলে, তারা সবাই মিলে আল্লাহর কাছে এই বলে দোয়া করবে যে, 'হে আল্লাহ! আমাদের উভয়ের মধ্যে যে মিথ্যাবাদী, তার ওপর তোমার অভিশাপ বর্ষণ হোক!'

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, "অতঃপর তোমার নিকট জ্ঞান আসার পর যে তোমার সঙ্গে এ বিষয়ে ঝগড়া করে, তবে তুমি তাকে বলো, এসো আমরা ডেকে নিই আমাদের সন্তানদের ও তোমাদের সন্তানদের। আর আমাদের নারীদের ও তোমাদের নারীদের এবং আমাদের নিজেদের ও তোমাদের নিজেদের, তারপর আমরা বিনীত প্রার্থনা করি, 'মিথ্যাবাদীদের ওপর আল্লাহর লানত করি'।"

(সূরা : আলে ইমরান, আয়াত : ৬১)

পাপাচারে লিপ্ত করে

হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে, আবদুল্লাহ রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, তোমরা মিথ্যাচার বর্জন করো। কেননা মিথ্যা পাপাচারের দিকে ধাবিত করে এবং পাপাচার জাহান্নামে নিয়ে যায়। কোনো ব্যক্তি সর্বদা মিথ্যা বলতে থাকলে এবং মিথ্যাচারকে স্বভাবে পরিণত করলে শেষ পর্যন্ত আল্লাহর নিকট তার নাম মিথ্যুক হিসেবেই লেখা হয়। আর তোমরা অবশ্যই সততা অবলম্বন করবে। কেননা সততা নেক কাজের দিকে পথ দেখায় এবং নেক কাজ জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। আর কোনো ব্যক্তি সর্বদা সততা বজায় রাখলে এবং সততাকে নিজের স্বভাবে পরিণত করলে, শেষ পর্যন্ত আল্লাহর কাছে তার নাম পরম সত্যবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়।

ইসলামে সমাজসেবা ও সমাজকল্যাণ

ইকবাল কবীর

সমাজসেবা বা সামাজিক কার্যক্রম একটি কল্যাণমূলক কাজ। দুনিয়াবি দৃষ্টিতে সমাজসেবা সর্বজন সমর্থিত ও স্বীকৃত একটি মহৎ কর্ম হিসেবে পরিগণিত। তবে ইসলামের দৃষ্টিতে সমাজসেবা ইবাদত বলে গণ্য। জাতিসংঘের সংজ্ঞা অনুযায়ী ব্যক্তি ও তার পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানে সহায়তাদানের লক্ষ্যে গৃহীত ও সংগঠিত কাজের সমষ্টিকে সমাজসেবা বলা হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে মানবসম্পদ উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও সমস্যা প্রতিরোধকল্পে গৃহীত ও সংগঠিত যাবতীয় কর্মকাণ্ড সমাজসেবার অন্তর্ভুক্ত। তবে ইসলামের দৃষ্টিতে সমাজসেবার পরিধি আরো ব্যাপক। দরিদ্র ও নিরীহ মানুষকে সাহায্য করা, ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্তকে খাদ্য ও পানীয় দান, বিধবাকে সাহায্য করা, অসুস্থ বা অসমর্থ মানুষের সেবা করা, আশ্রয়হীনকে আশ্রয় দান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দান, অসচ্ছল মানুষের দারিদ্র্য বিমোচন, মানুষের সুবিধার জন্য রাস্তাঘাট ও সেতু নির্মাণ, বৃক্ষরোপণ, পরিবেশের উন্নয়ন, সন্ত্রাস নির্মূল, সামাজিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা রক্ষা ইত্যাদি কাজ সমাজসেবার অন্তর্গত। মহান আল্লাহ এসব কর্মকে ঈমানদারদের জন্য একান্ত করণীয় হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা সৎকর্ম ও আল্লাহভীতির কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কোরো না।' (সূরা : মায়েদা, আয়াত : ২)। মানবজাতির পথপ্রদর্শক মুহাম্মদ সা. নবুয়তের আগে ও পরে এ মহান কাজে তৎপর ছিলেন। মহানবী সা.-এর বয়স তখন ২৫ বছর। তিনি মানুষের দুঃখ-দুর্দশা দূর করা, সাহায্যপ্রার্থীকে সহযোগিতা করা, মজলুমকে সাহায্য করা, জুলুমকারীকে শায়েস্তা করা এবং দেশে শান্তি বজায় রাখার জন্য গঠন করেন কল্যাণ সংস্থা 'হিলফুল ফুজুল'। ৪০ বছর বয়সে মহানবী সা. হেরা গুহায় নবুয়ত লাভ করলেন। এ সময় তিনি ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বাড়িতে আসেন এবং স্ত্রী খাদিজা রা.-এর কাছে তাঁর জীবন নিয়ে শঙ্কার কথা জানালেন। খাদিজা রা. স্বামীকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'আল্লাহর কসম! আল্লাহ আপনাকে কখনোই অপমানিত করবেন না। আপনি তো আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করেন, অসহায়-দুর্বলের দায়িত্ব বহন করেন, নিঃস্বকে সাহায্য করেন। মেহমানের সমাদর করেন এবং দুর্দশাগ্রস্তকে সাহায্য করেন। ' খাদিজা রা.-এর এই কথার মাধ্যমে মহানবী সা.-এর সেবাকর্ম সম্পর্কে জানা যায়, যা তিনি প্রতিনিয়ত সম্পন্ন করতেন।

পবিত্র কুরআন ও হাদিসে মানবগোষ্ঠীর সেবার ওপরও জোর তাগিদ প্রদান করা হয়েছে। কুরআনের ভাষ্য হচ্ছে, 'তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে ও কোনো কিছুকে তাঁর সঙ্গে শরিক করবে না এবং মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজন, এতিম, অভাবগ্রস্ত, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথি, পথচারী এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ দাম্ভিক ও অহংকারীকে পছন্দ করেন না, যারা কৃপণতা করে, মানুষকে কৃপণতার নির্দেশ দেয় এবং আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের যা দিয়েছেন, তা গোপন করে।' (সূরা : আন-নিসা, হাদিস : ৩৬-৩৭)। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'আর আমি তোমাকে দেখিয়েছি দুটি পথ, অতঃপর সে দুর্গম পথ অতিক্রম করে চলেনি। আপনি জানেন কি সে দুর্গম পথ কি? তা হলো কোনো দাস মুক্ত করা, অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে খাদ্য দান করা, এতিমকে যে আত্মীয়তার সম্পর্কে সম্পর্কিত, অথবা ধূলি ধুসরিত মিসকিনকে। আর তাঁরা আল্লাহর মহব্বতে খাদ্য দান করে মিসকন, এতিম ও বন্দিকে। তারা বলে : কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তোমাদেরকে আমরা খাদ্য দান করেছি, আমরা তোমাদের কাছে এর জন্য কোনো বিনিময় চাই না এবং কোনো কৃতজ্ঞতাও না।' (সূরা : দাহর, আয়াত : ৮-৯)। ইসলামের এই শিক্ষা অতীতে প্রতিটি মুসলমানের বিশ্বাস ও কর্মে প্রতিফলিত হয়েছিল। মহানবী সা. সামাজিক সেবাকে জিহাদের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি একদা বলেন, 'যারা বিধবা এবং গরিবের উন্নতির জন্য কাজ করে তারাই যেন আল্লাহর পথে জিহাদের মতোই কাজ করল।'

তিনি বলেন, 'তোমরা দান করো, সাহায্য করো এবং নিজেদের আগুন থেকে রক্ষা করো, সেদিন পর্যন্ত যখন তোমরা সামান্যতম সময়ও পাও।' মহানবী সা. তাঁর অনুসারীদের বিভিন্ন সময় দান ও বদান্যতা সম্পর্কে উৎসাহিত করতেন। তিনি আরো বলেছেন, 'যে কেউ কোনো ঈমানদারের দুঃখ দূর করবে আল্লাহ বিচারের দিন তার একটি কষ্ট লাঘব করে দেবেন। যে কেউ কোনো গরিব বা অভাবী মানুষের অভাব দূর করবে আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তার অনেক সমস্যা দূর করে দেবেন। যে কেউ কোনো মুসলমানকে আশ্রয় দেবে আল্লাহ এখানে ও পরপারে তাকে আশ্রয় দেবেন। যে তার ভাইকে সাহায্য করে আল্লাহও তাকে সাহায্য করবেন।' (সহিহ বুখারি)। আল্লাহর নবী মুহাম্মদ সা.-এর এসব উদ্দীপনামূলক ও গঠনমূলক বক্তব্য শুনে সাহাবিরা অভাবী ও অসহায় লোকদের সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন। উমর ইবনে খাত্তাব রা. একদা রাতের বেলায় প্রজাদের অবস্থা দেখার জন্য শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। এমন সময় হঠাৎ তাঁর নজর পড়ল দূরে এক তাঁবুর ওপর। তিনি কাছে গিয়ে দেখতে পেলেন তাঁবুর বাইরে এক লোক বসে আছে, আর তাঁবুর ভেতর থেকে কান্নার শব্দ ভেসে আসছে। উমর রা. লোকটির সমস্যা সম্পর্কে জানতে চাইলেন। লোকটি জবাব দিল, খলিফার কাছ থেকে সাহায্য পাওয়ার আশায় আমি এক মরুভূমি থেকে এখানে এসেছি। ভাই, আমার স্ত্রী এখন প্রসব বেদনায় কাতরাচ্ছে। খলিফা লোকটির কথা শোনা মাত্র তড়িঘড়ি করে বাসায় ফিরে গেলেন এবং প্রসবকালীন যেসব জিনিসের প্রয়োজন হয় তার সব কিছু নিয়ে স্ত্রীকে সঙ্গে করে তাঁবুতে ফিরে এলেন। উমর রা.-এর স্ত্রী তাঁবুতে প্রবেশ করে মহিলার যত্নে লেগে গেলেন আর উমর রা. বাইরে আগুন জ্বালিয়ে তাদের জন্য খাবার তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। খানিক পর উমর রা.-এর স্ত্রী তাঁবুর বাইরে এসে খুশিমনে জানালেন, 'হে আমিরুল মুমেনিন! আপনার বন্ধুর জন্য খোশখবর হলো, তার একটি সন্তান জন্ম হয়েছে।'

লোকটি উমর রা. ও তাঁর স্ত্রীর কাজকর্ম দেখে এবার লজ্জাবোধ করতে লাগল। উমর রা. তার অবস্থা দেখে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'না ভাই, ইতস্তত হওয়ার কিছু নেই। তুমি কোনো চিন্তাই করবে না।'

অভাবী, গরিব, দুঃখী, দাস, এতিম ও নিরুপায় বিধবাদের সেবার জন্য মহানবী সা.-এর সাহাবিরা প্রতিযোগিতা করতেন। মহানবী সা. বলেন, 'আল্লাহ তা আলা তাঁর বান্দাদের ততক্ষণ পর্যন্ত সাহায্য করতে থাকেন, যতক্ষণ সে তার ভাইকে সাহায্য করতে থাকে।' (আবু দাউদ)।

সমাজসেবামূলক কাজ পরকালে অনেক মূল্যবান আমল হিসেবে বিবেচিত হবে বলে রাসূল সা. মন্তব্য করেছেন। তিনি সাহাবিদের উদ্দেশে বলেন, 'আমি কি তোমাদের রোজা, নামাজ ও সদকার চেয়ে মর্যাদাবান আমলের সংবাদ দেব?' সাহাবিরা বলেন, হ্যাঁ। রাসূল সা. বলেন, 'মানুষের মধ্যে সমঝোতা করে দেওয়া। কেননা মানুষের মধ্যকার বিশৃঙ্খলা ধ্বংসাত্মক।' (মুসনাদে আহমদ : ২৭,৫০৮)। সমাজসেবার অন্যতম একটি কাজ রোগীর খোঁজখবর নেওয়া। মহানবী সা. এ প্রসঙ্গে বলেন, 'যখন কোনো ব্যক্তি কোনো রোগীকে দেখতে যায়, আসমানে তখন একজন প্রার্থনাকারী প্রার্থনা করতে থাকে, তুমি সুখী হও, তোমার পথচলা বরকতময় হোক, তুমি জান্নাতে স্থান লাভ করো।' (মুসনাদে আহমদ : ১৪১২)

তিনি আরও বলেন, 'যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিনের বিপদসমূহের একটি বড় বিপদ দূর করে দেবেন।' (সহিহ বুখারি, হাদিস : ২৪৪২) সমাজসেবা ইসলামী দাওয়াতের ভূমিকাস্বরূপ। মহানবী সা. সমাজসেবার মাধ্যমে আরবের মানুষের হৃদয় জয় করেছিলেন। তাই মানবতাকে বাঁচাতে হলে ইসলামের শিক্ষাকে বাস্তবায়ন করতে হবে। গরিব, অভাবী ও অসহায় মানুষকে ভালোবাসতে হবে এবং তাদের সাহায্যে উদারভাবে এগিয়ে আসতে হবে।

শীতকালে রাসূল সা.-এর ৫ আমল

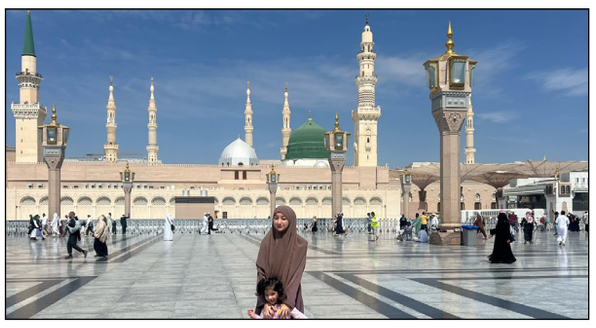

বিশেষ প্রতিবেদন

শীতের মধ্যে রাসূল সা. বেশি আমল করতে উৎসাহ দিয়েছেন। নিম্নে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি আমলের কথা উল্লেখ করা হলো-

১. বেশি বেশি নফল রোজা রাখা
শীতকালে দিন থাকে খুবই ছোট। শীতকালে রোজা রাখলে দীর্ঘ সময় না খেয়ে থাকতে হয় না। তাই এই ঋতুতে সম্ভব হলে বেশি বেশি রোজা রাখবে।
আমের ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, শীতল গনিমত হচ্ছে শীতকালে রোজা রাখা। (তিরমিজি : ৭৯৫)

২. শীতার্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানো
ষড়ঋতুর বাংলায় বছর ঘুরে আসে শীত-শৈত্যপ্রবাহ। হাড়-কাঁপানো শীতে নাকাল হয়ে পড়ে দরিদ্র ও ছিন্নমূল মানুষ। শীতার্তসহ বিপন্ন সব মানুষের পাশে দাঁড়ানো ইসলামের আদর্শ।
মহান আল্লাহ বলেন, 'আত্মীয়-স্বজনকে দাও তার প্রাপ্য এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও। আর কিছুতেই অপব্যয় করো না।' (সূরা : বানি ইসরাঈল, আয়াত : ২৬)

৩. তাহাজ্জুদের নামাজ আদায়
শীতকালে রাত অনেক লম্বা হয়। কেউ চাইলে পূর্ণরূপে ঘুমিয়ে আবার শেষ রাতে তাহাজ্জুদ পড়তে সক্ষম হতে পারে।
মহান আল্লাহ ঈমানদারদের গুণাবলি সম্পর্কে বলেন, 'তাদের পার্শ্ব শয্যা থেকে আলাদা থাকে। তারা তাদের রবকে ডাকে ভয়ে ও আশায় এবং আমি তাদের যে রিজিক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে।' (সূরা : সাজদাহ, আয়াত : ১৬)

৪. অজু ও গোসলের ব্যাপারে সচেতন হওয়া
শীতকালে মানুষের শরীর শুষ্ক থাকে। তাই যথাযথভাবে ধৌত না করলে অজু-গোসল ঠিকমতো আদায় হয় না। মহানবী সা. ইরশাদ করেছেন, অজু করার সময় পায়ের গোড়ালি যেসব স্থানে পানি পৌঁছেনি সেগুলোর জন্য জাহান্নাম।
তাই তোমরা ভালোভাবে অজু করো। (মুসলিম, হাদিস : ৪৫৮)

৫. মোজার ওপর মাসেহ করা
এ ক্ষেত্রে নিয়ম হলো, অজু করে মোজা পরিধান করবে। মুকিম ব্যক্তির জন্য পরবর্তী এক দিন পর্যন্ত যতবার অজুর প্রয়োজন, তাতে পা ধোয়ার প্রয়োজন হবে না, বরং তিন আঙুল পরিমাণ মোজার ওপর মাসেহ করে নিলেই চলবে। মুসাফিরের জন্য এ সুযোগ তিন দিন পর্যন্ত। অসংখ্য হাদিস শরিফে রাসূল সা.-এর অনুরূপ আমলের কথা উল্লেখ পাওয়া যায়। (রদ্দুল মুহতার : ১/২৬০)।
তবে এখানে একটি ভুল ধারণার নিরসন প্রয়োজন। অনেকেই মনে করেন, সব মোজার ওপরই মাসেহ করা যায়, যেমন–সুতি, নাইলনের মোজা ইত্যাদির ওপর মাসেহ বৈধ নয়; বরং মোজার ওপর মাসেহ করার জন্য এটি এমন চামড়ার মোজা হতে হবে, যা টাখনু পর্যন্ত ঢেকে ফেলে অথবা চামড়ার মোজার গুণে গুণান্বিত–এমন মোজা হতে হবে। আর মোজার ওপর মাসেহ করা জরুরি নয়, বরং এটি বৈধ ও অবকাশমূলক বিষয়।

২০২৪ সালে মুসলিম বিশ্বের যাঁদের হারালাম

মুহাম্মদ হেদায়াতুল্লাহ

২০২৪ সালে বিশ্বের অনেক মুসলিম ব্যক্তিত্ব, ইসলামী চিন্তাবিদ, রাজনীতিবিদ ও দাঈর ইন্তেকাল হয়েছে। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন-

নিউ জার্সির ইমাম শায়খ হাসান শরিফ
গত ৪ জানুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সির নিউ ইয়র্ক শহরের মুহাম্মদ মসজিদের ইমাম শায়খ হাসান শরিফ নিহত হয়েছেন। ওই সময় নিউ জার্সি রাজ্য কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, তিনি মসজিদের সামনে গুলিবিদ্ধ হন এবং হাসপাতালে নেওয়ার পর মারা যান। পরে ইস্যুটি নিয়ে মুসলিম কমিউনিটিতে ব্যাপক আলোচনা তৈরি হয়। ইমামের ঘাতককে খুঁজে বের করে কঠোর শাস্তির দাবি জানায় ইসলামী সংগঠনগুলো।

ইয়েমেনের ইসলামী ব্যক্তিত্ব ড. আবদুল মজিদ
গত ২২ এপ্রিল ইয়েমেনের বিখ্যাত ইসলামী দাঈ ও রাজনীতিবিদ ড. আবদুল মজিদ বিন আজিজ আল-জানজাদি ইন্তেকাল করেছেন। তিনি তুরস্কের ইস্তাম্বুলের একটি হাসপাতালে মারা যান।
১৯৪২ সালে ইয়েমেনের আইবিবি গভর্নরেটের শাআর অঞ্চলে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।
আদন অঞ্চলে তিনি দরসে নেজামি পদ্ধতিতে প্রাথমিক পড়াশোনা করেন। এরপর মিসরের আইনে শামস বিশ্ববিদ্যালয়ে হিসাববিজ্ঞানে দুই বছর পড়ে আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী শরিয়াহ নিয়ে পড়েন। ১৯৬৮ সালে ইয়েমেন রাষ্ট্র গঠনের পর তিনি প্রেসিডেন্ট আবদুল্লাহ আল-সাল্লালের নির্দেশনা ও তথ্যবিষয়ক উপমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৭৮ সালে তিনি সৌদি আরব গিয়ে পুনরায় শরিয়াহ নিয়ে পড়াশোনা করেন। তখন তিনি সায়েন্টিফিক সাইন ইন কুরআন অ্যান্ড সুন্নাহ নামক একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। আশির দশকে তিনি আফগানিস্তানের জিহাদে অংশ নেন এবং তরুণদেরও অংশ নিতে উদ্বুদ্ধ করেন। ১৯৯১ সালে প্রতিষ্ঠিত আল-ইসলাম রাজনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম তিনি। এরপর তিনি আল-ঈমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

ইরাকের নির্বাসিত ইসলামী চিন্তাবিদ মুহাম্মদ আহমদ আল-রাশেদ
গত ২৭ আগস্ট বিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ও সাংবাদিক আবদুল মুনয়িম সালেহ আল-আলী আল-ইজ্জি ইন্তেকাল করেছেন। যিনি মুহাম্মদ আহমদ আল-রাশেদ নামে পরিচিত। তিনি ছিলেন মুসলিম ব্রাদারহুডের অন্যতম চিন্তাবিদ।
১৯৩৪ সালে ইরাকের রাজধানী বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব থেকে সাহিত্যপ্রেমী ছিলেন। ফিলিস্তিন ইস্যুতে তিনি ছিলেন খুবই আপসহীন। বাগদাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন পাস করে তিনি আইনজীবী হিসেবে কাজ করেছিলেন। এরপর দাওয়াত ও লেখালেখির কাজে নিমগ্ন হন।
১৯৭১ সালে দেশত্যাগে বাধ্য হয়ে কুয়েত যান। সেখানে বিখ্যাত আ'মুজতামা পত্রিকা সম্পাদনা করেন। সেখানে থেকে পরে আমিরাত, ইন্দোনেশিয়া, ইউরোপ, মালয়েশিয়ায় থাকেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন শায়খ আবদুল করিম শাইখালি, শায়খ তাকি উদ্দিন আল-হিলালি, শায়খ মুহাম্মদ আল-কাজালফি কুরদি, শায়খ আমজাদ আল-জাহাবি, শায়খ মুহাম্মদ বিন হামাদ আল-আশাফি।

সিরিয়ান দাঈ ও রাজনীতিবিদ শায়খ ইসাম আল-আত্তার
গত ৫ মে সিরিয়ার ইসলামী রাজনীতিবিদ ও প্রখ্যাত দাঈ শায়খ ইসাম আল-আত্তার ইন্তেকালে করেন। মৃত্যুর সময় তার বয়স ছিল ৯৭ বছর। তিনি জার্মানির স্পা রাজ্যের আচেন শহরে মারা যান। তিনি ছিলেন মুসলিম ব্রাদারহুডের সাবেক কন্ট্রোলার জেনারেল।
১৯২৭ সালে তিনি সিরিয়ার দামেশকে জন্মগ্রহণ করেন। বংশপরিক্রমায় তার পরিবার বিখ্যাত উমাইয়া মসজিদে হাদিস ও ফিকাহশাস্ত্র পাঠদানে পরিচিত। আসাদের শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের অন্যতম প্রতীক ছিলেন তিনি। তার স্ত্রী ছিলেন প্রখ্যাত ইসলামী দাঈ ও চিন্তাবিদ আলী তানতাবির মেয়ে বানান তানতাবি। ১৯৮১ সালে তার স্ত্রী সিরিয়া সরকারের হাতে গুপ্তহত্যার শিকার হন। তার বোন ছিলেন সিরিয়ার ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদের সংস্কৃতি ও গণমাধ্যমবিষয়ক সহকারী ড. নাজাহ আল-আত্তার। শায়খ ইসাম আল-আত্তার সিরিয়ার বিদ্রোহী গোষ্ঠী ও গণ-অভ্যুত্থানের প্রধান সমর্থক ছিলেন। অসংখ্য গ্রন্থ, খুতবা, টিভি সাক্ষাৎকারে তিনি রাজনীতি, সমাজ, দর্শন নিয়ে দিকনির্দেশনামূলক দেন।

তুরস্কের রাজনীতিবিদ ফাতহুল্লাহ গুলেন
গত ২০ অক্টোবর তুরস্কের ইসলামী রাজনীতিবিদ ও সমাজসংস্কারক ফাতহুল্লাহ গুলেন ইন্তেকাল করেন। তিনি ৮৩ বছর বয়সে যুক্তরাষ্ট্রে মারা যান। তিনি ছিলেন সমকালীন বিশ্বের একজন প্রভাবশালী মুসলিম চিন্তাবিদ ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তুরস্কের গুলেন আন্দোলনের এ প্রতিষ্ঠাতা ১৯৯৯ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভানিয়ায় স্বেচ্ছানির্বাসিত অবস্থায় বসবাস করেন।
১৯৪১ সালে তুরস্কের আরজুরাম অঞ্চলের কাজাহাসান এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। মায়ের কাছে পবিত্র কুরআন পাঠ করে এবং পিতার কাছে আরবি ও ফার্সি ভাষা শিক্ষা লাভ করেন। পাশাপাশি তিনি সুফিদের খানকায় যাতায়াতন করতেন। বিখ্যাত সমাজসংস্কারক বদিউজ্জামান সাঈদ নুরসির চিন্তাধারায় প্রবল প্রভাবিত ছিলেন তিনি। তিনি প্রায় ৬০টি গ্রন্থ রচনা করেন। তার এসব গ্রন্থ আরবি, ইংরেজি, ফ্রেঞ্চসহ বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এরদোয়ানের রাজনৈতিক দলের সঙ্গে প্রথমদিকে সুসম্পর্ক থাকলেও ২০১৬ সালে সংঘটিত সামরিক অভ্যুত্থানে গুলেন মুভমেন্টের অনেকে জড়িত ছিল বলে অভিযোগ রয়েছে। তার প্রতিষ্ঠিত হেজমত সংগঠনের সেবা ও শিক্ষামূলক কার্যক্রম বিশ্বের অধিকাংশ দেশে রয়েছে। আফ্রিকা ও মধ্য এশিয়ায় সংগঠনটির হাজারের বেশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে।

ভারতের শীর্ষ আলেম আল্লামা কামারুদ্দিন আহমদ
ভারতের শীর্ষ আলেম ও হাজারো আলেমের শিক্ষক আল্লামা কামারুদ্দিন আহমদ গৌরকপুরী ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তিনি গতকাল ২২ ডিসেম্বর সকালে ইন্তেকাল করেন।
আল্লামা কামারুদ্দিন আহমদ ১৯৩৮ সালে উত্তরপ্রদেশের গৌরকপুরের বড়বলগঞ্জ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫৭ সালে তিনি দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে তাকমিল (দাওরায়ে হাদিস) সম্পন্ন করেন। এরপর তিনি দিল্লির মাদরাসায়ে আবদুর রবে প্রায় আট বছর শিক্ষকতা করেন। ১৯৬৬ সাল থেকে অদ্যাবধি তিনি দারুল উলুম দেওবন্দে শিক্ষকতা করেন। ১৯৭৯ সাল থেকে তিনি মুহাদ্দিস হিসেবে হাদিস পাঠদান করেন। পাশাপাশি দারুল উলুম দেওবন্দের বিভিন্ন প্রশাসনিক পদেও দায়িত্ব পালন করেন।
তথ্যসূত্র : আলজাজিরা, বিবিসি ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম

কুরআনের বর্ণনায় মুমিনের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি

মাইমুনা আক্তার

মুমিনের প্রকৃত সফলতা বা সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি হলো, জাহান্নাম থেকে মুক্ত হয়ে জান্নাতের সুসংবাদ পাওয়া। মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের এই সফলতাকে মহা সফলতা বলে আখ্যা দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, (হে নবী) সেদিন আপনি মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের দেখবেন, তাদের সামনে ও ডান দিকে তাদের নূর ছোটাছুটি করছে। (তাদের বলা হবে) আজ তোমাদের জন্য এমন জান্নাতের সুসংবাদ, যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত, যাতে তোমরা সর্বদা থাকবে।
এটাই মহা সফলতা। (সূরা : হাদিদ, আয়াত : ১২)
এমনকি সূরা মুতাফফিফীনের মধ্যে মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের এই সফলতা অর্জনে প্রতিযোগিতা করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। এমনকি পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে সফলতা অর্জনের সূত্রও বাতলে দিয়েছেন। আজ আমরা সংক্ষেপে এমন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আমল সম্পর্কে জানব ইনশা আল্লাহ।
ঈমান ও নেক আমল : এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্য রয়েছে এমন জান্নাত, যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত হয়। এটাই মহা সফলতা।' (সূরা : বুরুজ, আয়াত : ১১)
আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য : এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, তিনি তাকে এমন জান্নাতে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত। তারা তাতে থাকবে চিরদিন।
আর এটাই মহা সফলতা।' (সূরা : নিসা, আয়াত : ১৩)
তাকওয়া ও আল্লাহভীতি : আল্লাহ তাআলা বলেন, আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর অবাধ্যতা পরিহার করে চলে (তাকওয়া অবলম্বন করে), তারাই সফলকাম।
(সূরা : নুর, আয়াত : ৫২)
সত্যবাদিতা : এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ তাআলা বলবেন, এটা সেই দিন, যেদিন সত্যবাদীদের তাদের সত্যতা উপকৃত করবে। তাদের জন্য রয়েছে এমন জান্নাত, যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবহমান। তাতে তারা সর্বদা থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। এটাই মহা সফলতা। (সূরা : মায়েদা, আয়াত : ১১৯)
মুমিনদের পারস্পরিক সৌহার্দ্য : ইরশাদ হয়েছে, মুমিন নর ও মুমিন নারী পরস্পরে একে অন্যের সহযোগী। তারা সৎকাজের আদেশ করে অসৎ কাজে বাধা দেয়, নামাজ কায়েম করে, জাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। তারা এমন লোক, যাদের প্রতি আল্লাহ নিজ রহমত বর্ষণ করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমতারও মালিক, হিকমতেরও মালিক। আল্লাহ মুমিন নর ও মুমিন নারীদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এমন উদ্যানরাজির, যার তলদেশে নহর বহমান থাকবে। তাতে তারা সর্বদা থাকবে এবং এমন উৎকৃষ্ট বাসস্থানের (প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন), যা সতত সজীব জান্নাতে থাকবে। আর আল্লাহর সন্তুষ্টিই সর্বশ্রেষ্ঠ জিনিস (যা জান্নাতবাসীগণ লাভ করবে)। এটাই মহা সফলতা।
(সূরা : তাওবা, আয়াত : ৭১-৭২)
আল্লাহর পথে জিহাদ : ইরশাদ হয়েছে, 'যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহর পথে হিজরত করেছে এবং নিজেদের জান-মাল দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে, তারা আল্লাহর কাছে মর্যাদায় অনেক শ্রেষ্ঠ এবং তারাই সফলকাম।'
(সূরা : তাওবা, আয়াত : ২০)
ধৈর্য : ইরশাদ হয়েছে, 'তারা যে ধৈর্য্য ধারণ করেছিল সে কারণে আজ আমি তাদের এমন প্রতিদান দিলাম যে তারা সফল হয়ে গেল।'
(সূরা : মুমিনুন, আয়াত : ১১১)
মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে প্রকৃত সফলতা অর্জনের তাওফিক দান করুন। আমিন।

লোক-দেখানো কাজ আল্লাহর খুব অপছন্দ

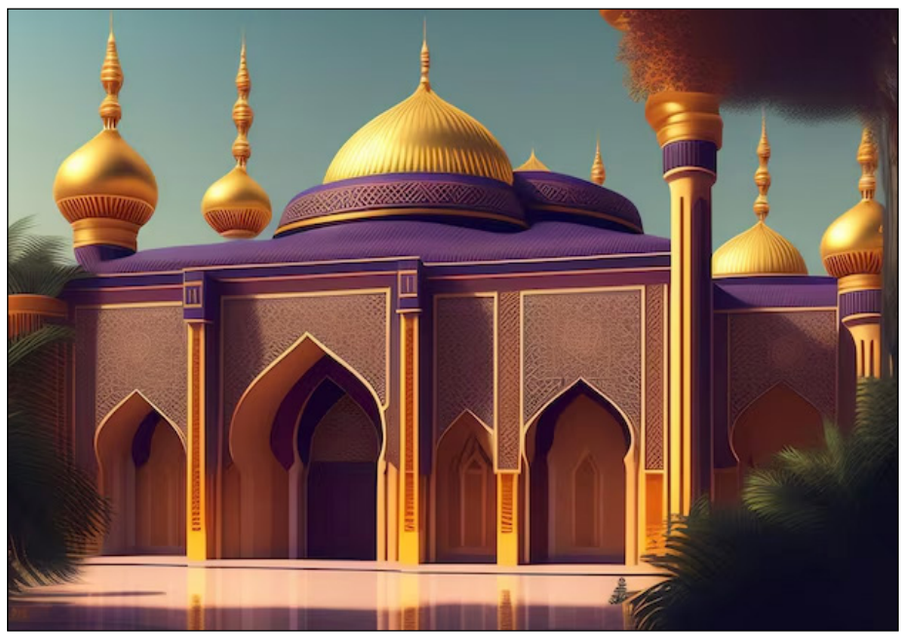

আইয়ুব নাদীম

এমন অনেক গুনাহ আছে যেগুলো করলে শুধু একটি গুনাহ হয়, কোনো নেক আমল নষ্ট হয় না। যেমন–মিথ্যা বলা, চুরি করা, ঘুষ খাওয়া ইত্যাদি। কিন্তু এমন একটি গুনাহ আছে, যেটা করার দ্বারা একটি গুনাহ তো হয়ই, সঙ্গে সঙ্গে নেক আমল নষ্ট হয়ে যায়। এ রকম একটি গুনাহ হলো রিয়া বা লৌকিকতা, যা নেক আমল ধ্বংসের নীরব ঘাতক। নিম্নে লোক-দেখানো কাজের ক্ষতিকর দিক তুলে ধরা হলো–
এক. আল্লাহর সুদৃষ্টি থেকে পড়ে যাওয়া : যারা লোক-দেখানোর জন্য আমল করে, তারা মানুষের কাছে বড় হলেও আল্লাহর নজর থেকে পড়ে যায়। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'আল্লাহ যাকে লাঞ্ছিত করেন তার কোনো সম্মানদাতা নেই, নিশ্চয়ই আল্লাহ করেন যা তিনি চান।' (সূরা : হজ, আয়াত : ১৮)
দুই. আল্লাহর দরবারে সিজদা বঞ্চিত হওয়া : কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহ তাআলা তাঁর নুর প্রকাশ করবেন, তখন সব মাখলুক সিজদায় লুটে পড়বে, ঈমানওয়ালারা সেদিন সিজদা করবে, তবে কাফির, মুশরিক, মুনাফিক ও রিয়াকারী সিজদা করতে পারবে না। এ প্রসঙ্গে হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়ায় লোক-দেখানোর জন্য সিজদা করত, কিয়ামতের ময়দানে তার কোমর একেবারে সোজা হয়ে যাবে, সে সিজদা করতে সক্ষম হবে না। আল্লাহ তাআলা তাকে সিজদার করার সুযোগ দেবেন না। (মুসলিম, হাদিস : ২৬৯)
তিন. রিয়াকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে : রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি মানুষকে দেখানোর জন্য এবং তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ লাভের জন্য বয়ান করে, আল্লাহ তাআলা তাকে কিয়ামতের দিন রিয়াকারী দলের অন্তর্ভুক্ত করে দেবেন। (মুসনাদে আহমদ, হাদিস : ১৫৪৯৩)
চার. কিয়ামতের দিন অপমানিত হবে : রাসূলুল্লাহ সা. বলছেন, আমি তোমাদের ওপর যে জিনিসটিকে বেশি ভয় করি, তাহলো ছোট শিরক। সাহাবিরা বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! ছোট শিরক কী? তিনি জবাব দিলেন, রিয়া।
আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন যখন মানুষকে তাদের আমলের বিনিময় দেবেন, তখন রিয়াকারীকে বলবেন, যাও দুনিয়ায় যাদের তোমরা তোমাদের আমল দেখাতে, দেখো তাদের নিকট কোনো সওয়াব পাও কি না?' (মুসনাদে আহমদ, হাদিস : ২৩৬৮১)

মুসা আলির বই 'ছোটোগল্পে রাসুল (স)'

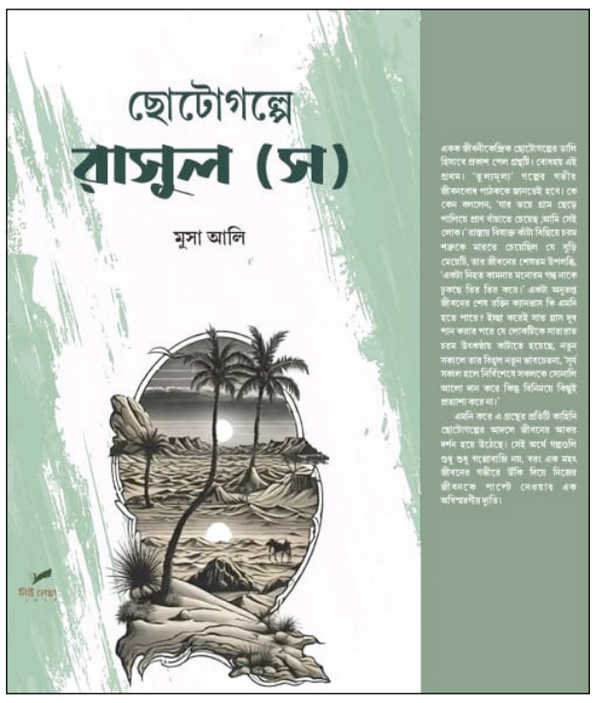

একক জীবনকেন্দ্রিক ছোটগল্পের এক অনন্য ডালি হল "ছোটগল্পে রাসুল (স)" গ্রন্থটি। চর্যাপদ থেকে দীর্ঘ পথ পরিক্রমার পরে এই প্রথম। এদিক থেকে একেবারেই ব্যতিক্রম। একটা নিহত কামনার গন্ধ নাকে তির তির করে ঢোকার পরে ঋজু মানুষটির জীবনের যে বিশেষ দিক উন্মোচিত হয়েছে তা কি অবিস্মরণীয় নয়? সূর্য সকাল হলে সোনালি আলো দান করেও বিনিময়ে কিছুই প্রত্যাশা করে না। এ গ্রন্থে একক জীবনের মূল স্রোতে সেই আলোর বিকাশ যেভাবে সম্ভব হয়ে উঠেছে তা শুধু অতুলনীয় নয়, একেবারেই অনন্যসাধারণ। এমনি করে রাসূলের জীবনের নানা আলো ঔপন্যাসিক মুসা আলি র লেখনিতে ছোটগল্পের আদলে এ গ্রন্থ শুধুমাত্র সাহিত্যের অনুভূতিতে ভরে ওঠেনি, তা জীবনদর্শনের প্রামাণ্য আকর হয়েও উঠেছে। পবিত্র কোরানের প্রথম শব্দ ইকরা অর্থাৎ পড়ো। যাঁর মাধ্যমে সেই religion আমরা লাভ করতে পেরেছি, তিনি আমাদের প্রিয় রাসুল (স)। এ গ্রন্থের গল্পগুলি পড়তে পড়তে পাঠক পরতে পরতে উপলব্ধি করতে পারবেন সবার প্রিয় সেই ঋজু মানুষটির জীবনদর্শনের বৈচিত্র্যপূর্ণ নানা দিক যা হাদিস নামে গণপরিচিতি লাভ করেছে। নতুন করে জীবন অন্বেষণের অভিনব দিকদর্শন পাঠক অবশ্যই লাভ করতে পারবেন। আগামী ৩ রা জানুয়ারি পর্যন্ত প্রি অর্ডার অব্যাহত থাকবে।

socio-economic-political

বই: ছোটোগল্পে রাসুল (স)
লেখক: মুসা আলি
মুদ্রিত মূল্য: ₹২০০
প্রি অর্ডার মূল্য: ₹১৩০
প্রকাশনী: নিউ লেখা প্রকাশনী

8001617046 (whatsapp)

২৭৮৪ কোটি টাকা নিয়ে রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় মেসি

আপনজন ডেস্ক: জীবনের বেশির ভাগ সময় স্পেনে কাটিয়েছেন লিওনেল মেসি। সেই দেশেই এবার রিয়েল এস্টেট ব্যবসা গড়ে তুলতে যাচ্ছেন আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক।
মেসির মালিকানাধীন একটি রিয়েল এস্টেট বিনিয়োগ ট্রাস্ট স্পেনের বাজারে আত্মপ্রকাশ করেছে।
প্রতিটি শেয়ারের দাম ৫৭.৪ ইউরো, বাংলাদেশি মুদ্রায় যা ৭ হাজার টাকার বেশি। সব মিলিয়ে বাজারে এর মূলধন ২২ কোটি ৩০ লাখ ইউরো (২ হাজার ৭৮৪ কোটি ৩৭ লাখ টাকা)।
মেসির রিয়েল এস্টেট বিনিয়োগ ট্রাস্টের নাম এদিফিসিও রোসটাওয়ার সোচিমি। বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ স্টক এক্সচেঞ্জ পোর্টফোলিওর তথ্য অনুযায়ী, মেসি নিজেই এই বিনিয়োগ বোর্ডের চেয়ারম্যান। এর একমাত্র শেয়ারহোল্ডার মেসির পারিবারিক বিনিয়োগের বাহন, যার নাম লিমেকু এস্পানা ২০১০।
এদিফিসিও রোসটাওয়ার সোচিমির স্পেন ও অ্যান্ডোরায় ৭টি হোটেল আছে। স্পেনে আছে ৩টি অফিস স্পেস ও ৫টি অ্যাপার্টমেন্ট। এ ছাড়া লন্ডন ও প্যারিসে আছে আবাসিক সম্পত্তি।
পোর্টফোলিও স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান নির্বাহী সান্তিয়াগো নাভারো জানিয়েছেন, মেসির কোম্পানি এবার নতুন বিনিয়োগকারী যুক্ত করার পরিকল্পনা করছে, যারা স্পেনের কাতালুনিয়া অঞ্চলে বিনিয়োগ করবে। কাতালুনিয়ার রাজধানী বার্সেলোনাতেই মেসি দুই দশকের বেশি সময় বসবাস করেছেন। নাভারো বলেছেন, ‘মেসির এক্সচেঞ্জটি ২০২৩ সালে চালু করা হয়েছে। স্পেনের কেন্দ্রীয় ব্যাংক (বাংকো দ্য এস্পানা) এটি তত্ত্বাবধান করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক শুধু তখনই কোম্পানিটিকে ব্যবসা করার অনুমতি দেয়, যখন শেয়ার বিক্রি করতে বা মূলধন বাড়াতে চায়।’
এদিফিসিও রোসটাওয়ার সোচিমি বিনিয়োগ ট্রাস্ট ২০১৩ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয়। পোর্টফোলিও স্টক এক্সচেঞ্জের প্রতিবেদন অনুযায়ী, কোম্পানিটি গত বছর ১৭ লাখ ইউরো (২১ কোটি ২২ লাখ টাকা)। এ কারণে এবার তারা ভেবেচিন্তে ব্যবসায় নেমেছে।
মেসি এদিফিসিও রোসটাওয়ার সোচিমির চেয়ারম্যান হলেও খেলা নিয়ে ব্যস্ত থাকায় এদিকে খুব বেশি সময় দিতে পারেন না। মূলত তাঁর স্ত্রী আন্তোনেলা রোকুজ্জো এই বিনিয়োগ ট্রাস্টটি চালান।
রোকুজ্জো বর্তমানে কোম্পানির ভাইস চেয়ারম্যান।
বোর্ডের অন্য সদস্যরা হলেন আলফোনসো নেবোত ও রামোন আদেল। নোবেত মেসির পারিবারিক অফিস চালান আর আদেল স্পেনের প্রাকৃতিক গ্যাস এবং বৈদ্যুতিক শক্তি ইউটিলিটি কোম্পানি নাতুরজির বোর্ড সদস্য।
রেকর্ড আটবারের ব্যালন ডি’অর জয়ী মেসি বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) ক্লাব ইন্টার মায়ামিতে খেলছেন। মায়ামির সঙ্গে তাঁর চুক্তির মেয়াদ ফুরোবে এ বছরের ৩১ ডিসেম্বর। খেলোয়াড়ি জীবন শেষ করার পর পরিবার নিয়ে বার্সেলোনায় ফিরবেন, সে কথা অনেক আগেই জানিয়ে রেখেছেন মেসি।

উত্তপ্ত ভারতের ড্রেসিংরুম, গম্ভীর বললেন ‘অনেক হয়েছে’

আপনজন ডেস্ক: সুখের সংসারই ছিল ভারতের! তবে নিউজিল্যান্ড সিরিজের পর অস্ট্রেলিয়া সিরিজে প্রত্যাশামতো ফল না পাওয়ায় সেই সংসার এখন অনেকটাই এলোমেলো। ঢাকঢোল পিটিয়ে যে গৌতম গম্ভীরকে ভারতের দায়িত্ব দেওয়া হলো, তিনিই নাকি এখন অতিষ্ঠ। ড্রেসিংরুমে তিনি বলেছেন–‘অনেক হয়েছে...’, জানিয়েছে ভারতের সংবাদমাধ্যম। গম্ভীর অনেক কিছু দেখে ফেলেছেন মানে এই নয় যে দায়িত্ব ছাড়ছেন! বরং তিনি এখন থেকে ব্যাটসম্যানদের ওপর তদারকি আরও বাড়াবেন। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস জানিয়েছে, ড্রেসিংরুমে দেওয়া বক্তব্যে কোনো খেলোয়াড়ের নাম উল্লেখ না করলেও ম্যাচের পরিস্থিতি ভুলে গিয়ে ‘ন্যাচারাল গেমের’ নামে খেলে আউট হওয়া ব্যাটসম্যানদের ওপর ক্ষোভ ঝেড়েছেন গম্ভীর। এখন থেকে দলের প্রয়োজন অনুযায়ী না খেললে তাঁকে বিদায়ের হুমকিও দিয়েছেন ভারতের প্রধান কোচ। গম্ভীর বাংলাদেশ সিরিজের পর থেকে ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থতার চিত্রও তুলে ধরেন। বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফিতে ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের উইকেট ছুড়ে আসার উদাহরণ অনেক। মেলবোর্ন টেস্টের শেষ দিনে লাঞ্চের আগে স্টাম্পের বাইরের বল তাড়া করতে গিয়ে আউট হন কোহলি। একই টেস্টে ঋষভ পন্ত দুই ইনিংসেই প্রশ্নবিদ্ধভাবে আউট হয়েছেন। প্রথম ইনিংসে এই বাঁহাতি আউট হন ল্যাপ শটে আর দ্বিতীয় ইনিংসে পার্টটাইম স্পিনার ট্রাভিস হেডের বলে লং অনে ক্যাচ দেন। প্রথম ইনিংসে স্কট বোল্যান্ডের বলে পন্ত ফাইন লেগের ওপর দিয়ে বড় শট খেলতে গিয়ে আউট হওয়ার পর সুনীল গাভাস্কার রাগে-ক্ষোভে পন্তকে স্টুপিডও বলেন। এই খেলোয়াড়দের যিনি বোঝাবেন, সেই অধিনায়ক নিজেই তো ফর্মে নেই। রোহিত শর্মা অস্ট্রেলিয়া সিরিজে এখন পর্যন্ত ৩ টেস্ট খেলে রান করেছেন ৩১। মেলবোর্ন টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে ৮৪ রানে ব্যাটিং করা যশস্বী জয়সোয়াল ফিল্ডার বাইরে থাকার পরও পুল খেলতে যান। হালকা ব্যাট ছুঁয়ে যে বলটি যায় উইকেটকিপার অ্যালেক্স ক্যারির হাতে। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস কয়েকটি সূত্রের মাধ্যমে নিশ্চিত করেছে, ভারতীয় দলের ড্রেসিংরুম এখন স্বস্তিকর জায়গায় নেই। এমন পরিস্থিতি অবশ্য অস্ট্রেলিয়া সিরিজের আগে থেকেই চলছে। জানা গেছে, কোচ গম্ভীর চেতশ্বর পূজারাকে বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নির্বাচকেরা তাতে রাজি হননি। পার্থ টেস্টে জয়ের পরও পূজারার কথা নাকি বলেছেন গম্ভীর। রোহিত সিরিজের প্রথম টেস্টে পারিবারিক কারণে ছিলেন না। যোগ দেন অ্যাডিলেড টেস্ট দিয়ে। গুরুত্বপূর্ণ এই সিরিজে দলে ফর্মে না থাকা রোহিতের পরে যোগ দেওয়া দলকে আরও বিপাকে ফেলেছে। জানা গেছে, দলে আরও কয়েকজন ক্রিকেটার আছেন, যাঁরা প্রকাশ্যে নেতৃত্ব নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস জানিয়েছে, এই সিরিজ শেষেই নিজের টেস্ট ক্যারিয়ার নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন রোহিত। এই সময় একজন সিনিয়র ক্রিকেটার নাকি নিজেকে সমস্যার সমাধানকারী হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করছেন। এই সিনিয়র ক্রিকেটার মনে করেন, তরুণ ক্রিকেটাররা দায়িত্ব নেওয়ার জন্য এখনো প্রস্তুত নন। রোহিতের জায়গায় তিনি অন্তর্বর্তীকালীন দায়িত্ব নিতে পারেন।
সংবাদমাধ্যমটি অবশ্য ওই সিনিয়র ক্রিকেটারের নাম প্রকাশ করেনি। বোর্ডার-গাভাস্কার সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের পর হঠাৎ করেই অবসরের ঘোষণা দেন অফ স্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিন, যা নিয়ে অশ্বিনের বাবা দাবি করেছিলেন, অপমানিত হওয়ার কারণেই অশ্বিন অবসর নিয়েছেন। এ নিয়ে অশ্বিন কোনো কথা না বললেও হঠাৎ তিনি কেন খেলা ছাড়লেন, এ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে। সব মিলিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটে এখন অনেকটাই অস্থিরতা। এ থেকে বের হতে তাদের প্রয়োজন অন্তত সিডনি টেস্টে জয়। টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে টিকে থাকতেও যে এই জয়ের কোনো বিকল্প নেই।
এই মুহূর্তে ৫ টেস্টের বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফিতে ২-১ ব্যবধানে পিছিয়ে ভারত।

রোহিতের বিরুদ্ধে স্বার্থপরতার অভিযোগ আকাশ চোপড়ার

আপনজন ডেস্ক: স্বার্থপর! রোহিত শর্মাকে নিয়ে আকাশ চোপড়ার বিশ্লেষণের সারকথা এটাই। ভারতের সাবেক এই ক্রিকেটার ও বিশ্লেষকের মতে, মেলবোর্ন টেস্টে ভারত অধিনায়ক রোহিত দলীয় স্বার্থকে উপেক্ষা করে নিজের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। চলতি বোর্ডার-গাভাস্কার সিরিজে মেলবোর্নে চতুর্থ টেস্ট ১৮৪ রানে হেরে ২-১ ব্যবধানে পিছিয়ে পড়েছে ভারত। সিডনিতে পঞ্চম ও শেষ টেস্ট শুরু শুক্রবার। পার্থে সিরিজের প্রথম টেস্ট খেলতে পারেননি ভারতের অধিনায়ক রোহিত। অ্যাডিলেড টেস্টে ব্যাট করতে নামেন ছয়ে। ব্রিসবেনেও তা-ই। রোহিত সংক্ষিপ্ত সংস্করণে ওপেনার হলেও টেস্টে সব সময় তাঁকে এ ভূমিকায় দেখা যায় না। পার্থে ভারতের জয়ের টেস্টে লোকেশ রাহুল ও যশস্বী জয়সোয়ালের উদ্বোধনী জুটির কাছ থেকে ভারত দ্বিতীয় ইনিংসে পেয়েছে ২০১ রান। যদিও অ্যাডিলেড ও ব্রিসবেনে ওপেনিং জুটিতে সফল হতে পারেননি তাঁরা। মেলবোর্নে এসে রাহুলকে তিনে নামিয়ে ওপেন করেন রোহিত। কিন্তু সফল হতে পারেননি সিরিজে আগের দুই টেস্টের চার ইনিংসের মতোই। ৩ ও ৯ রানে আউট হন মেলবোর্ন টেস্টে। বৃষ্টিবিঘ্নিত ব্রিসবেনে করেছিলেন ১০ রান, অ্যাডিলেডে ৩ ও ৬।
যে ওপেনিং জুটি অন্তত একটি

ইনিংসে দারুণ করায় টেস্ট জিতেছে ভারত, মেলবোর্নে সেই জুটি ভেঙে রোহিতের ওপেন করতে নামার সমালোচনা করেছেন আকাশ চোপড়া। সিদ্ধান্তটা রোহিতের নিজের জন্য বলেই মনে করেন ভারতের হয়ে ১০ টেস্ট খেলা সাবেক এই ক্রিকেটার। এর পাশাপাশি আরেক ওপেনার শুবমান গিলকে মেলবোর্ন টেস্টে দলের বাইরে রাখা নিয়েও প্রশ্ন আকাশের।
নিজের ইউটিউব শোতে আকাশ রোহিতের সমালোচনা করে বলেছেন, ‘তার ক্যারিয়ারে এই প্রথমবারের মতো সে নিজের জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অতীতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হতো তার জন্য। এম এস ধোনি ও বিরাট কোহলি তাকে মিডল অর্ডার থেকে ওপরে তুলে এনেছিল। ধোনি করেছে ওয়ানডেতে, বিরাট টেস্টে। কারণ, তারা রোহিতকে আগ্রাসী ভূমিকায় দেখতে চেয়েছে।’
মেলবোর্নে ওপেন করার সিদ্ধান্তটি যে রোহিতের নিজের জন্য, সেটাও বলেছেন আকাশ চোপড়া, ‘এই প্রথমবারের মতো রোহিত একটি সিদ্ধান্ত নিল এবং সেটাও তার নিজের স্বার্থে। সত্যি বলতে, এটা দলীয় স্বার্থে নেওয়া হয়নি। কারণ, রাহুল ওপেনিংয়ে খুব ভালো করছিল। শুবমান গিল ২০২৩ সালেও ভালো করেছে, দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক ছিল। কঠিন পরিস্থিতিও মোকাবিলা করেছে। আর সে অ্যাডিলেডেও ভালো করেছে। কিন্তু তাকে দলের বাইরে রাখা হয়েছে। এই সবকিছু করা হয়েছে কারণ রোহিত নিজের কথা ভেবেছে, দলের কথা ভাবেনি। তার অধিনায়কত্ব ক্যারিয়ারে এই প্রথমবারের মতো ব্যাপারটায় ভালো ফল আসেনি। ভারত ড্র-ও করতে পারেনি।’
পার্থে ওপেন করতে নেমে ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসে ৭৭ রান করেন রাহুল। প্রথম ইনিংসে ২৬ রানে আউট হন। অ্যাডিলেডে ৩৭ ও ৭ রানে আউট হন। ব্রিসবেনে ৮৪ রান করার পর দ্বিতীয় ইনিংসে ৪ রানে অপরাজিত ছিলেন।
অ্যাডিলেডে গিল ভারতের প্রথম ইনিংসে ৫১ বলে ৩১ ও দ্বিতীয় ইনিংসে ৩০ বলে ২৮ রান করেন। রোহিত নিজে রানে নেই, সে তথ্য দেওয়া হয়েছে আগেই। তবে পরিসংখ্যান বুঝিয়ে দিচ্ছে, তাঁর পরিস্থিতি কতটা সঙিন।
অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে সফরকারী দলের অধিনায়কদের মধ্যে সর্বনিম্ন ব্যাটিং গড় এখন রোহিতের!

রবি হাঁসদা: দারিদ্র্যকে হারিয়ে সন্তোষ ট্রফির সর্বোচ্চ স্কোরার বাংলার নতুন নায়ক

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান
আপনজন: পশ্চিমবঙ্গের ফুটবল জগতে বর্তমানে আদিবাসী প্রতিভার দীপ্তি সবচেয়ে বেশি। সেই দীপ্তির মুকুটে নতুন এক নক্ষত্র হিসেবে যুক্ত হয়েছে পূর্ব বর্ধমানের ভাতার থানার মশারু গ্রামের রবি হাঁসদার নাম। দারিদ্র্যের কঠোর বাস্তবতার মধ্যে বেড়ে ওঠা রবি এখন সন্তোষ ট্রফির সর্বোচ্চ স্কোরার, তাঁর ঝুলিতে রয়েছে অসামান্য ৮টি গোল।
অত্যন্ত দরিদ্র আদিবাসী পরিবারে জন্মানো রবির জীবন ছিল কঠিন। বাবার আকস্মিক মৃত্যুর পর ফুটবল ছেড়ে পরিবারের দায়িত্ব নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু কাস্টমস ক্লাবের কর্মকর্তাদের সহায়তায় আবার মাঠে ফিরতে পেরেছিলেন। কলকাতা লিগ থেকে শুরু করে সন্তোষ ট্রফি– প্রতিটি ধাপে দারিদ্র্য ও প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে তাঁর লড়াই শুধুমাত্র এক ফুটবলারের নয়, এক সংগ্রামী মানবের গল্প।
জাতীয় গেমসে বাংলাকে চ্যাম্পিয়ন করার পর সন্তোষ ট্রফিতেও অসাধারণ পারফরম্যান্স করে রবি বাংলার ফুটবলে নতুন আশা জাগিয়েছেন। ৩১ ডিসেম্বর সন্তোষ ট্রফির ফাইনালে বাংলার হয়ে জয় নিশ্চিত করতে মরিয়া রবি ইতিমধ্যেই ফুটবলপ্রেমীদের মন জয় করেছেন। তাঁর লক্ষ্য তিনটি– সন্তোষ ট্রফি জয় করে একটি স্থায়ী চাকরি, আইএসএলের টিমে সুযোগ এবং জাতীয় দলে জায়গা করে নেওয়া।
রবির ফুটবল জগতের প্রেরণা সুনীল ছেত্রী। তাঁকে অনুসরণ করে রবি নিজের প্রতিভাকে আরও উচ্চতায় নিয়ে যেতে চান। তাঁর গল্প দারিদ্র্যের কাছে হেরে যাওয়া নয়, বরং প্রতিভা ও লড়াইয়ের জোরে নিজের পরিচিতি তৈরি করার এক জীবন্ত উদাহরণ।
পশ্চিমবঙ্গের ফুটবলকে নতুন দিশা দেওয়া রবি হাঁসদার এই সংগ্রাম ও সাফল্যের যাত্রা বাংলার মাঠে নতুন আলো জ্বালিয়েছে। তাঁর মতো প্রতিভাবান ফুটবলারের উদয় বাংলার ফুটবলে এক সোনালী যুগের বার্তা দিচ্ছে।

অনূর্ধ-১৯ জাতীয় স্কুল ক্যারাটে প্রতিযোগীতায় বোঞ্জ পেল ক্যানিংয়ের প্রিয়াংশু

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং
আপনজন: ইংরাজী নববর্ষে আবারও একটি জয়ের পালক যোগ হল সুন্দরবনের ক্যানিংয়ের ক্যারাটে ম্যান প্রিয়াংশু দাসের মুকুটে।অনুর্ধ-১৯ জাতীয় স্কুল ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় ব্রোঞ্জ পদক জয়লাভ করে।গত ২০-২৪ ডিসেম্বর ৬৮ তম জাতীয় স্কুল গেমস(ক্যারাটে) প্রতিযোগীতার আসর বসেছিল মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে।সেখানে দেশের বিভিন্ন রাজ্যের স্কুল থেকে অনুর্ধ-১৯ প্রতিযোগিতায় ১২০০ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশ গ্রহণ করে। ক্যানিংয়ের ডেভিড সেশুন হাইস্কুল(উঃমাঃ) ছাত্র প্রিয়াংশু দাস অংশ গ্রহণ করে।সফল হয়ে ক্যারাটে ফাইট প্রতিযোগিতায় ব্রোঞ্জ পদক লাভ করে।
সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার ক্যানিংয়ের ‘কিং ক্যারাটে ম্যান’ প্রিয়াংশুর এমন সাফল্যে খুশি ক্যারাটে ডু অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল এর জয়েন্ট সেক্রেটারী তথা জাপান ক্যারাটে ইন্ডিয়া’র সভাপতি পরশ কুমার মিশ্র। তিনি জানিয়েছেন, ‘প্রিয়াংশু যেভাবে পরিশ্রম করে! তার জন্য এমনই রেকর্ড প্রাপ্য। সেই রেকর্ড করতে পেরেছে জেনে খুব ভালো লাগছে।তবে গোল্ড পেলে আরো বেশী খুশি হতাম। প্রিয়াশু আমাদের বাংলার গর্ব এবং বাংলার ‘আইকন’। আগামী দিনে আরো রেকর্ড গড়বে।’
প্রিয়াংশুর এমন সাফল্যে প্রশংসা করেছেন আন্তর্জাতিক ক্যারাটে রেফারী তথা বিচারক প্রেমজিৎ সেন,সেবাশীষ দাস সহ প্রিয়াংশুর স্কুলের প্রধান শিক্ষক কৃষ্ণ কুমার ভকত এবং ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশরাম দাস।
বিধায়ক পরেশরাম দাস জানিয়েছেন, প্রিয়াংশু শুধু ক্যানিং কিংবা সুন্দরবন গর্ব নয়।সমগ্র রাজ্য তথা দেশের গর্ব। ওর ধারাবাহিক সাফল্য কামনা করি।’

ভগবতীপুর কিশোর উৎসব ২০২৫ শুরু

সেখ আব্দুল আজিম ● হুগলি
আপনজন: চন্ডীতলা থানার অন্তর্গত ভগবতীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীনে কিশোর উৎসব ২০২৫ পয়লা জানুয়ারি শুরু হল সকাল সাত ঘটিকায়। কুরআন শরীফ পাঠের পর পতাকা জাতীয় পতাকা উত্তোলন এছাড়া জামায়াতে ইসলামী হিন্দের শাখা সিআইও চিলড্রেন ইসলামিক ইসলামিক অর্গানাইজেশন পরিচালিত শিশু কিশোর উৎসব শুরু হয় সকাল সাতটায়। প্রসঙ্গত ৩৫০ জন কিশোর কিশোরী ছাত্রছাত্রী আজকের এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে ।১৬ টি ইভেন্টে প্রতিযোগিতা হয়। ছাত্র-ছাত্রী এবং অভিভাবকদের উৎসবের আমেজ লক্ষ্য করা যায়। সারাদিন ব্যাপী এই প্রতিযোগিতায় কিশোর কিশোরীদের উৎসাহিত করতে উপস্থিত ছিলেন। জামায়াতে ইসলামী হিন্দের হুগলি জেলার হুগলি জেলার সভাপতি সৈয়দ মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ এছাড়াও ভগবতীনাথপুর নবাবপুর শাখার আব্দুল আজিজ মল্লিক। হুগলি জেলার এস আই ওর শেখ মিনহাজুর রহমান এছাড়া ভগবতীপুর নবাবপুর জামায়াতে ইসলামের দায়িত্বশীল শেখ সাদিক আলী এবং সকল কর্মীবৃন্দ জামায়াতের। প্রতিযোগিতার শেষে সকল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী কারীদের পুরস্কৃত করা হয়। এক কথায় বলে দিতে পারে সারাদিন অনুষ্ঠানের অনুষ্ঠান ভালোভাবেই সমাপ্ত হয়েছে। সুচারুভাবে অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন জামাআতের ইসলামের কর্মী বৃদ্ধ এছাড়া শিক্ষক অর্জুন মহাশয়। নবাবপুর হাই স্কুল উচ্চ মাধ্যমিকের মাঠে।

খানাকুলে ফুটবল উৎসবে চ্যাম্পিয়ন হল সাঁতরাগাছি আমরা কজন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হুগলি
আপনজন: প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরেও চার দিনব্যাপী ফুটবল উৎসব উদযাপন করল হুগলির খানাকুল মারোখানা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। রবিবার ফাইনালে মুখোমুখি হয় সাঁতরাগাছি আমরা কজন বনাম নৈহাটি ফুটবল একাডেমি, জয় লাভ করে সাঁতরাগাছি আমরা কজন। খেলোয়াড়দের উৎসাহ দিতে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গীয় সংখ্যালঘু বুদ্ধিজীবী মঞ্চের রাজ্য সভাপতি ওয়ায়েজুল হক, আরামবাগ লোকসভার সাংসদ মিতালী বাগ,জেলা পরিষদের প্রাক্তন সভাধিপতি আলহাজ শেখ মেহেবুব রহমান, বিধায়ক রামেন্দু সিংহ রায়, বিধায়ক অসীমা পাত্র, আরামবাগ পৌরসভার চেয়ারম্যান সমীর ভান্ডারী, প্রাক্তন সাংসদ অপরূপা পোদ্দার, খানাকুল থানার ওসি মুন্সী হামিদুর রহমান, প্রধান শিক্ষক অমিত কুমার আঢ্য ,পলাশ রায়, স্বপন নন্দী, সাহিত্যিক শেখ হাসান ইমাম, মিশনের মহারাজ, নইমুল হক, মারোখানা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি সোসাইটির সম্পাদক মতিয়ার হোসেন বাপি, সভাপতি ইমামুল হোসেন, মনি, আব্বাস উদ্দিন সোসাইটির সদস্য বৃন্দ সহ-সমাজের ফুটবলপ্রেমীও প্রশাসনিক আধিকারিক সহ সমাজের বিশিষ্ট জনেরা।
আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ সকলেই মাড়োখানা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির ফুটবল উৎসব কর্মকর্তাদের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান প্রত্যন্ত এলাকায় ফুটবল উৎসব আয়োজন করার জন্য। এছাড়াও রক্তদান শিবির, অংকন প্রতিযোগিতা হয়।এই খেলায় দর্শকের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো।
উল্লেখ্য সারা বছর ধরে মারোখানা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি বিভিন্ন সামাজিক কাজকর্ম করে থাকে যেমন বন্যা কবলিত এলাকায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো, অসহায় দুস্থ মানুষের হাতে বস্ত্র প্রদান, মেধাবী দুস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের পাশে দাঁড়ানো, রক্তদান শিবির এই মহৎ কাজ গুলি করে থাকে সোসাইটি।

একটি আদর্শ আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
আল - আমীন ফাউন্ডেশন
বালক ও বালিকা বিভাগে পৃথক ক্যাম্পাসে ভর্তির সুযোগ
ভর্তি পরীক্ষা (পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণী) ২০২৫ শিক্ষাবর্ষ
ভর্তি পরীক্ষার ফর্ম ফিলাপ চলছে
যোগাযোগ: ৬২৯৬৩০৭৭৯৭ / ৯৯৩২২৪৯১১৮ / ৯৭৩৩৭১৫২৫৫ / ৮৪২০০৫৮৯৩৬

ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডস হোল্ডার প্রতিষ্ঠান
দানবীর অ্যাকাডেমি
প্রথম থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত
ভর্তি চলছে
শিক্ষাবর্ষ ২০২৫ ● আবাসিক বালক বিভাগ
স্বল্প খরচে সুশিক্ষার একটি আদর্শ পীঠস্থান
দুস্থ, এতিম ছাত্রের জন্য বিশেষ সুযোগ
আপনার সন্তানের সার্বিক উন্নতির জন্য আমাদের ওপর নির্ভর করতে পারেন।
বাড়গড়চুমুক ● শ্যামপুর ● হাওড়া ● পিন -৭১১৩১২
9143076708 8513027401

ইসলামিক আদর্শে আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
আপনার সন্তানকে আধুনিক শিক্ষার সমাজের যোগ্য ও আদর্শ মানুষ রুপে গড়ে তোলার একমাত্র বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
মদিনা মিশন
মদিনা নগর চৌহাটি মুসলিমপাড়া রোড, পোঃ- চৌহাটি, থানা- সোনারপুর
কোলকাতা- ৭০০১৪৯
Mob.: 9830401057
Govt. Regd No.- 1033/00241
Email: madinamission949@gmail.com
২০২৫ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি চলছে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি
সীমিত সংখ্যক আসনে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণিতে স্পট টেস্টের মাধ্যমে ভর্তি চলছে।
ঃঃঃ আমাদের পরিষেবা ঃঃ
● তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের এবং পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণির পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদের সিলেবাস অনুসারে পড়ানো হয়।
হোস্টেলের সুব্যবস্থা আছে। আবাসিক ছাত্রদের দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক দ্বারা মণিটরিং করানো হয়।
● আরবি বিভাগ-
আবাসিক ছাত্রদের ১০-১২ বছরের ছাত্রদের হাফেজী এবং মাওলানা কাফিয়া পর্যন্ত শিক্ষার পাশাপাশি জেনারেল শিক্ষা প্রদান করা হয়।
● গরিব এতিম ছাত্রদের বিনামূল্যে রাখা হয়। এতিম শিশুদের আধুনিক ও দ্বিনি শিক্ষার অতুলনীয় আশ্রয়কেন্দ্র। যার নাম মদিনা মিশন।
সভাপতি- মুফতি লিয়াকাত সাহেব
সহ-সভাপতি- ইনতাজ আলি শাহ (প্রাক্তন বিচারপতি)
হাজি ইউসুফ মোল্লা, মাস্টার আবুল্লাহ সর্দার, মাস্টার আব্দুল বাসার
সম্পাদক- ইমাম হোসেন সেখ
সহ-সম্পাদক- আব্দুর রহমান, সৈয়দ রহমাতুল্লাহ
প্রধান শিক্ষিকা- সাবিনা সেখ
পথ নির্দেশ- শিয়ালদহ ক্যানিং, লক্ষীকান্তপুর, ডায়মণ্ডহারবার ট্রেনে করিয়া মল্লিকপুর স্টেশন হইতে টোটো কিংবা রিক্সা করে মদিনা মিশন দঃ চৌহাটি হাঁটাপথ ২০মিনিট।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**